৭ম সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ১০:১৪–১১:১

প্রভুর অন্নমেজ ও অপদূতদের সঙ্গে সহভাগিতা

হে আমার প্রিয়জনেরা, প্রতিমা-পূজা এড়িয়ে চল। আমি তোমাদের বুদ্ধিমান জেনেই বলছি; আমি যা বলছি, তোমরাই তা বিচার কর। সেই যে স্তুতিবাদের পানপাত্র, যা নিয়ে আমরা 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করি, তা কি খ্রীষ্টের রক্তে সহভাগিতা নয়? আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রীষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়? অতএব, যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী। যারা রক্তমাংস অনুসারে ইস্রায়েলীয়, তাদের লক্ষ কর: যারা বলির মাংস খায়, তারা কি যজ্ঞবেদির সহভাগী নয়? তবে আমি কী বলতে চাই? প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা যে খাদ্য, তা কি বিশেষ কিছু? কিংবা প্রতিমাটাই বিশেষ কিছু? মোটেই না, আমি বলছি: বিধর্মীদের যত বলিদান অপদূতদের উদ্দেশেই বলিদান, ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়; আর আমি চাই না, তোমরা অপদূতদের সহভাগী হও। প্রভুর পানপাত্রে পান করবে, আবার অপদূতদের পানপাত্রেও পান করবে, তা হতে পারে না। প্রভুর অন্নমেজের অংশভাগী হবে, আবার অপদূতদের অন্নমেজেরও অংশভাগী হবে, তা হতে পারে না। নাকি আমরা প্রভুর উত্তপ্ত প্রেমের আগুন জাগিয়ে তুলতে চাই? আমরা কি তাঁর চেয়ে বলবান?

'সবই বিধেয়!' তা হতেও পারে, কিন্তু সবই যে মঙ্গলজনক, তা নয়। হ্যাঁ, সবই বিধেয় বটে, কিন্তু সবই যে মানুষকে গেঁথে তোলে, তা নয়। কেউই যেন নিজের নয়, পরেরই মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকে। বাজারে যে মাংস বিক্রি হয়, বিবেকের খাতিরে কোন সন্দেহ না রেখেই তা খাও, কারণ *প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু।*

অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ তোমাদের নিমন্ত্রণ করলে, যা কিছু তোমাদের সামনে পরিবেশন করা হয়, বিবেকের খাতিরে কোন সন্দেহ না রেখেই তা খাও। কিন্তু যদি কেউ তোমাদের বলে, এ বলি-দেওয়া-পশুর মাংস, তবে যে কথা জানাল, তার খাতিরে, এবং বিবেকের খাতিরে তা খেয়ো না—যে বিবেকের কথা আমি বললাম, তা তোমার নয়, কিন্তু সেই অপর একজনের। কারণ আমার স্বাধীনতা কেন পরের বিবেকের বিচার-বিবেচনার অধীন হবে? আমি যদি ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়েই ভোজে বসি, তবে যে খাদ্যের জন্য আমি ধন্যবাদ-স্তুতি জানাই, তার জন্য আমি কেন নিন্দার পাত্র হব? সুতরাং তোমরা আহার কর, পান কর বা যাই কর, সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য। ইহুদী হোক, গ্রীক হোক, বা ঈশ্বরের জনমণ্ডলী হোক, তোমরা কারও বিঘ্ন ঘটিয়ো না, যেমন আমিও সবকিছুতে সকলের প্রীতিকর হতে চেষ্টা করি, ও নিজের নয়, অনেকেরই মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকি তারা যেন পরিত্রাণ পায়।

তোমরা আমার অনুকারী হও, আমিও যেমন খ্রীষ্টের।

শ্লোক ১ করি ১০:১৬-১৭

প্র সেই যে স্তুতিবাদের পানপাত্র, যা নিয়ে আমরা 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করি, তা কি খ্রীষ্টের রক্তে সহভাগিতা নয়?

উ আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রীষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়?

প্র যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী।

উ আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রীষ্টে দেহের সহভাগিতা নয়?

প্রভুর ভোজে অংশ নেওয়ার অর্থ

সেকালে মণ্ডলীতে এমন প্রথা গ্রহণ করা হয়েছিল যা সত্যি অপরূপ: ঈশ্বরের বাণী শুনে, প্রার্থনা করে ও খ্রীষ্টপ্রসাদে একসঙ্গে অংশ নেওয়ার পর সম্মিলিত সকল ভক্তজন সমাবেশ শেষে সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরত না, কিন্তু ধনবান ও সম্পদশালী ব্যক্তিরা নানা খাদ্য এনে গরিবদের নিমন্ত্রণ করে একই সমাবেশে যারা অংশ নিয়েছিল তারা সবাই মিলে এক ভোজে বসত; এভাবে সাধারণ ভোজ ও স্থানটির মর্যাদা সকলের অসীম আনন্দ ও উপকারিতা সৃষ্টি করে একে অপরের ভালবাসা বৃদ্ধি করত। বস্তুত গরিবেরা মহা সান্ত্বনাই পেত; অপরদিকে ধনীরা উপকৃতদের মঙ্গলভাব ভোগ করত, ও ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরে তাই করছিল বিধায় ঈশ্বরেরও মঙ্গলভাব ভোগ করত; ফলে সকলে অনুগ্রহে ধনবান হয়েই বাড়ি ফিরে যেত। এ থেকে বহু উপকারের উৎপত্তি হত, এবং প্রকৃত উপকার এ ছিল যে, ভ্রাতৃপ্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত, কারণ যারা দিত ও যারা পেত, তারা সবাই পারস্পরিক মহাপ্রেমে এক ভোজে বসত।

পরবর্তীকালে কিন্তু করিন্থীয়েরা এ প্রথা নষ্ট করল: ধনীরা আলাদা স্থানে বসে গরিবদের প্রতি অসম্মান দেখাতে লাগল; এমনকি, গরিবেরা যখন নানা প্রয়োজন মেটাবার কারণে দেরি করে আসত—গরিবদের বেলায় প্রায়ই তাই ঘটে বইকি,—তখন ধনীরা তাদের জন্য অপেক্ষাও করত না; তাই গরিবেরা এসে উপস্থিত হয়ে দেখত, ভোজ শেষ, কারণ তারা দেরি করতে করতে ধনীরা সবকিছু শেষ করে দিয়েছিল: ফলে তাদের অপমান ও ক্ষুধা নিয়ে শেষে বাড়ি ফিরতে হত।

এ অবস্থা থেকে বহু অমঙ্গল উদ্গত হচ্ছে ও আরও উদ্গত হবে দেখে পল এ নিকৃষ্ট কু-অভ্যাস সংশোধন করেন। তবু লক্ষ কর, তিনি কতই না সুবুদ্ধির সঙ্গে ও সুচিন্তিত ভাবেই সংশোধন প্রয়োগ করেন। প্রথমে তিনি বলেন: *এই সমস্ত নির্দেশ দিতে দিতে আমি একটা বিষয়ে তোমাদের প্রশংসা করতে পারি না, কেননা তোমাদের ধর্মীয় সভার ফলে তোমাদের উপকার হয় না, অপকারই হয়।* 'উপকার হয় না' বলতে তিনি কী বোঝান? তাঁর বক্তব্য এরূপ: তোমাদের পিতৃপুরুষেরা নিজ নিজ ধন, জমা-জমি ও সম্পত্তি বিক্রি করে পারস্পরিক ভ্রাতৃপ্রেমের মনোভাবে সকলকেই সবকিছুর অংশী করতেন; অন্যদিকে তোমরা তাঁদের অনুকরণ করছ না, এবং তাঁদের মত কোন কিছুই না করে বরং তোমাদের যা বাকি রয়ে গেছিল, তথা সেই ভোজ যা প্রথামত সমাবেশে অনুষ্ঠিত ছিল, তাও হারিয়ে ফেলেছ। তাঁরা তাঁদের সমস্ত ধনসম্পত্তি গরিবদের হাতে তুলে দিতেন, তোমরা কিন্তু তাদের যা প্রাপ্য ছিল, তা থেকেও তাদের বঞ্চিত করছ।

প্রথম কথা: আমি শুনতে পেয়েছি, তোমরা যখন জনসমাবেশে সমবেত হও, তখন তোমাদের মধ্যে নাকি দলাদলি দেখা দেয়, আর একথা আমি কিছুটা বিশ্বাস করি। আর বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যে দলাদলি দেখা দেওয়া আবশ্যক, যেন প্রকাশ পায়, তোমাদের মধ্যে কে কে পরীক্ষাসিদ্ধ মানুষ।

'দলাদলি দেখা দেওয়া আবশ্যক' কথাটার দিকে মনোযোগ দাও। কোন্ দলাদলি? তা তো ধর্মতত্ত্ব ঘটিত নয়, বরং ভোজই ঘটিত দলাদলি লক্ষ করে, কারণ 'দলাদলি দেখা দেওয়া আবশ্যক' বলার পর তিনি নিজে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন কোন্ দলাদলির কথা বলছেন: *তাই যখন তোমরা সকলে মিলে সমবেত হও, তখন তো প্রভুর ভোজে বসই না।* তাহলে 'প্রভুর ভোজে বসা' কী? তিনি বলেন, প্রভুর ভোজ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার শুধু নয়: সেটাই ভোজ, যেটা খ্রীষ্ট সেই শেষ রাত্রেই আমাদের সম্প্রদান করলেন, যখন সকল শিষ্য তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সেই ভোজেই প্রভু ও দাসেরা সত্যিকারে একসঙ্গে বসছিলেন; তোমরা কিন্তু যারা সকলেই দাস, তোমাদের মধ্যে তো অমিল দেখা দিচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন। এজন্য তিনি বলেন, 'তোমরা তো প্রভুর ভোজে বসই না,' কারণ তিনি সেটাকেই প্রভুর ভোজ বলেন, যেটায় সকলে একাত্মতারই মনোভাব নিয়ে সম্মিলিত হয়ে অংশ নেয়।

শ্লোক রো ১২:৫; এফে ৪:৭; ১ করি ১২,১৩

প্র এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে একদেহ, এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

উ খ্রীষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে।

℟ আমরা সকলে এক আত্মায় দীক্ষাস্নাত হয়েছি একদেহ হবার জন্য, এবং পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে।
℣ খ্রীষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ করি ১:১-১৪

ক্লেশের মধ্যে ধন্যবাদ-স্তুতি

আমি পল, ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রীষ্টযীশুর প্রেরিতদূত, এবং ভাই তিমথি, করিন্থে ঈশ্বরের জনমণ্ডলীর সমীপে; তাদের সকলেরও সমীপে, সমগ্র আখাইয়ায় পবিত্রজন যারা: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ধন্য আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, করুণাধারার সেই পিতা, সমস্ত সান্ত্বনার সেই পরমেশ্বর, যিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন, যে সান্ত্বনায় আমরা নিজেরা ঈশ্বর দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হয়েছি, তা দ্বারা যেন তাদেরই সান্ত্বনা দিতে পারি, যারা কোন ক্লেশের মধ্যে রয়েছে; কেননা খ্রীষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে। আমরা যখন ক্লেশ ভোগ করি, তখন সেই ক্লেশ তোমাদের সান্ত্বনা ও পরিত্রাণের জন্যই; তেমনি যখন সান্ত্বনা পাই, তখন সেই সান্ত্বনাও তোমাদেরই সান্ত্বনার জন্য, আর সেই সান্ত্বনা গুণে তোমরা ধৈর্যের সঙ্গে সেই একই যন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হয়ে ওঠ, যা আমরা নিজেরাই সহ্য করি। তোমাদের বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশা বেশ দৃঢ়, কেননা আমরা জানি, তোমরা যেমন যন্ত্রণার, তেমনি সান্ত্বনারও সহভাগী।

কেননা, ভাইয়েরা, এশিয়ায় আমাদের যে ক্লেশ ঘটেছিল, সেই কথা তোমাদের অজানা থাকবে তা আমরা চাই না। অতিমাত্রায় ও আমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে এমন চাপ আমাদের উপরে পড়েছিল যে, জীবনের আশাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। বস্তুত আমরা নিজেদের অন্তরে এমন প্রাণদণ্ড বহন করছিলাম, যেন নিজেদের উপরে নির্ভর না করে সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করতে শিখি, যিনি মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন। হ্যাঁ, তিনিই তেমন মৃত্যু থেকে আমাদের নিস্তার করেছেন ও নিস্তার করে থাকবেন, যেহেতু আমরা তাঁরই উপর এই প্রত্যাশা রেখেছি যে, ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের নিস্তার করবেন। আমাদের জন্য তোমাদের মিনতি এতে যথেষ্ট সহায়তা রাখবে, যেন অনেকের মিনতির ফলে যে অনুগ্রহদান আমাদের মঞ্জুর করা হয়েছে, তার জন্য অনেকেই আমাদের হয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি জানায়।

কেননা আমাদের গর্ব এ: আমাদের বিবেক সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, জগতের সকলের প্রতি ও বিশেষভাবে তোমাদেরই প্রতি আমরা ঈশ্বরের দেওয়া সরলতা ও আন্তরিকতার সঙ্গেই আচরণ করেছি—মানবীয় জ্ঞান দ্বারা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা। তোমাদের কাছে যা স্পষ্ট লিখছি, তাছাড়া আর এমন কিছু লিখছি না যা পড়ে তোমরা নিজেরা তা বুঝতে পারবে না; আশা রাখি, তোমরা যেমন এর মধ্যে আংশিকভাবে আমাদের চিনতে পেরেছ, তেমনি একদিন পরিপূর্ণভাবেই বুঝতে পারবে যে, আমরা যেমন তোমাদের গর্বের কারণ, আমাদের প্রভু যীশুর দিনে তোমরাও তেমনি হবে আমাদের গর্বের কারণ।

শ্লোক সাম ৯৪:১৮-১৯; ২ করি ১:৫

℟ তোমার কৃপাই, প্রভু, ধরে রাখল আমায়।
℣ অন্তরে যখন দুশ্চিন্তা বেশি ছিল, তোমার সান্ত্বনাই তখন জুড়িয়ে দিল আমার প্রাণ।
℟ খ্রীষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে।
℣ অন্তরে যখন দুশ্চিন্তা বেশি ছিল, তোমার সান্ত্বনাই তখন জুড়িয়ে দিল আমার প্রাণ।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে দ্বিতীয় পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ২:৪-৫

সমবেত প্রার্থনার শক্তি

এসো, প্রেরিতদূতদের জন্য করিন্থীয়েরা যেভাবে করছিলেন, সেভাবে আমরাও একে অপরের জন্য ঈশ্বরের

কাছে মিনতি জানিয়ে প্রার্থনায় সম্মিলিত থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করি। ফলত, প্রভুর আজ্ঞা পূরণ করা ছাড়া আমরা পরস্পর-পরস্পরকে ভ্রাতৃপ্রেমে অনুপ্রাণিত করি। ভ্রাতৃপ্রেম বলতে আমি যা কিছু মঙ্গলময় তা বোঝাই; উপরন্তু, অধিক উজ্জ্বলতর ভক্তির সঙ্গে ধন্যবাদ জানাতেও আমাদের শিখতে হবে। কেননা যারা পরের মঙ্গলদানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়, তারা নিজেদের জন্যও অধিক মাত্রায় তাই করে। দাউদও ঠিক তাই করছিলেন যখন বলছিলেন, *তোমরা আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর; এসো, একসঙ্গে তাঁর নাম বন্দনা করি।*

প্রেরিতদূতও বারবার একই পরামর্শ দেন; আমরাও তাই করি ও সকলের কাছে ঈশ্বরের উপকার ঘোষণা করি যাতে আমাদের প্রশংসাবাদে সকলকে সম্মিলিত করতে পারি। বস্তুতপক্ষে, আমরা যখন লোকদের কাছ থেকে পাওয়া কোন উপকার ঘোষণা করি, তখন তাদের মন জয় করি; একথা ঈশ্বরের বেলায় আরও যুক্তিসঙ্গত, কেননা যদি তাঁর উপকার ঘোষণা করি, তাহলে মহত্তর উপকারিতা দানের জন্য তাঁকে জয় করি। আর যখন একটা লোকের উপকার পেয়ে আমরা ধন্যবাদ জানাতে অন্যান্যদেরও আমন্ত্রণ করি, তখন আমাদের অধিক তৎপরতার সঙ্গে ঈশ্বরেরই কাছে বহু লোককে আনতে হবে তারাও যেন আমাদের সঙ্গে তাঁকে ধন্যবাদ জানায়। সেই বিশ্বাসযোগ্য পল যখন তাই করতেন, তখন এ অধিক সমীচীন যে আমরাও তাই করব।

আমরা পুণ্যবান ব্যক্তিকে আমাদের হয়ে ধন্যবাদ জানাতে বারবার অনুনয় করে থাকি, আর তাঁরা আমাদের বেলায় তাই করে থাকেন: এ হল যাজকদেরই বিশেষ ভূমিকা, কেননা এ হল সর্বোত্তম মঙ্গল। প্রার্থনা করতে গিয়ে আমরা প্রথমে মানবজাতির জন্য ও সমস্ত মঙ্গলদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই। কেননা ঈশ্বরের উপকার যদিও সকলেরই জন্য, তবু তুমি সাধারণ মঙ্গলভাণ্ডার থেকেই পরিত্রাণ পেয়েছ। সুতরাং এ ন্যায়সঙ্গত যে, তুমি সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগত উপকারের জন্য, আবার ব্যক্তিগতভাবে সকলের উপকারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবে। কেননা ঈশ্বর শুধু তোমার জন্য নয়, সকলেরও জন্য সূর্যের আলো ছড়িয়ে দেন, আবার কিন্তু তুমি ব্যক্তিগতভাবেও তার উপকার ভোগ কর; তেমন মহান বস্তু সকলের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে বটে, অথচ সকল মানুষ তা যতখানি দেখতে পায়, তুমি একাও তা ততখানি দেখতে পাও। তাই এও সমীচীন যে, তুমি সাধারণ উপকারের জন্য ধন্যবাদ জানাও, আবার অন্যান্যদের গুণাবলির জন্যও ধন্যবাদ জানাও, কেননা বহুবার আমরা পরের গুণে উপকৃত হই।

বস্তুতপক্ষে, সদোমে যদি কেবল দশজন ধার্মিক লোককেও পাওয়া যেত, তবুও সকল অধিবাসী তেমন সর্বনাশে পতিত হত না। সেজন্য আমরা পরের সৎসাহসী প্রার্থনার জন্যও ধন্যবাদ জানাই। এ প্রথা এমন প্রাচীন প্রথা যা আদিমণ্ডলীর সময় থেকেও প্রচলিত: এজন্য পলও রোমীয়দের জন্য, করিন্থীয়দের জন্য ও নিখিল মানবজাতির জন্য ধন্যবাদ জানান। তুমি কিন্তু আমাকে একথা বলো না, আমি তো সেই সৎকাজ করিনি! যদিও তুমি নিজেই সেই সৎকাজ না করে থাক, তবু তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে, কারণ তেমন সৎকাজ তোমার নিজের দেহের একটি অঙ্গেরই সৎকাজ। তাছাড়া, সেই সৎকাজকে তোমার প্রশংসাবাদের বিষয় করে তুমিও সেই সৎকাজের অংশী হয়ে ওঠ, ও তার পুরস্কার ও অনুগ্রহেরও সহভাগী হয়ে ওঠ।

এজন্য মণ্ডলী স্থির করেছে প্রার্থনা এভাবেই করা হোক: ভক্তজনদের জন্য শুধু নয়, দীক্ষাপ্রার্থীদের জন্যও প্রার্থনা তেমন হবে; কেননা বিধান ভক্তজনদের এমন চেতনা দেয়, তারা যেন তাদেরও জন্য প্রার্থনা নিবেদন করে যারা এখনও দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়নি। যখন পরিসেবক বলেন, 'আসুন, ভক্তিভরে দীক্ষাপ্রার্থীদের জন্য প্রার্থনা করি,' তখন তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করার জন্য সকল ভক্তকেই আহ্বান করেন। অথচ দীক্ষাপ্রার্থীরা এখনও বাইরে রয়েছে, এখনও খ্রীষ্টদেহের অভ্যন্তরে গৃহীত হয়নি, পুণ্য রহস্যগুলির অংশীও এখনও নয়, আধ্যাত্মিক পাল থেকে এখনও প্রকৃতপক্ষে ছিন্ন। তবে যখন তাদের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হয়, তখন আমাদের নিজেদের অঙ্গগুলির জন্য আর কতই না প্রার্থনা করতে হবে!

শ্লোক যাকোব ৫:১৬; ১ থে ৫:১৭

প্র পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর যাতে রোগমুক্তি পাও।
উ ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মণ্ডিত।

℟ অবিরত প্রার্থনা কর।
℣ ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মণ্ডিত।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ১১:২-১৬

ঈশ্বরের সামনে পুরুষ ও নারী

ভ্রাতৃগণ, আমি এবিষয়ে তোমাদের প্রশংসা করছি যে, তোমরা সবকিছুতে আমাকে স্মরণ করে থাক, এবং তোমাদের কাছে যে পরম্পরাগত শিক্ষা যেরূপে সম্প্রদান করেছিলাম, সেইরূপেই তা আঁকড়ে ধরে থাক। কিন্তু আমি চাই, তোমরা যেন একথা জান যে, প্রত্যেক পুরুষের মাথা স্বয়ং খ্রীষ্ট, আবার স্ত্রীর মাথা হল পুরুষ, এবং খ্রীষ্টের মাথা স্বয়ং ঈশ্বর। যে পুরুষ প্রার্থনাকালে কিংবা নবীয় বাণী দেওয়ার সময়ে মাথা ঢেকে রাখে না, সে তাঁর সেই মাথার অসম্মান করে না; কিন্তু যে নারী প্রার্থনাকালে কিংবা নবীয় বাণী দেওয়ার সময়ে মাথা ঢেকে রাখে না, সে তাঁর সেই মাথার অসম্মান করে, কারণ সে একপ্রকারে মাথা মোড়ানো অবস্থাতেই রয়েছে। তবে নারী যদি মাথা ঢেকে রাখতে না-ই চায়, সে চুলও কেটে ফেলুক! কিন্তু চুল কেটে ফেলা অবস্থায় বা মাথা মোড়ানো অবস্থায় থাকা যদি নারীর পক্ষে লজ্জার ব্যাপার হয়, তবে সে মাথা ঢেকে রাখুক। কেননা মাথা ঢেকে রাখা পুরুষের উচিত নয়, কারণ সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও তাঁর গৌরব; কিন্তু নারী পুরুষেরই গৌরব। কারণ পুরুষ নারী থেকে নয়, নারীই পুরুষ থেকে উদ্গত। এবং পুরুষ নারীর খাতিরে সৃষ্ট হয়নি, নারীই পুরুষের খাতিরে সৃষ্ট হয়েছে। এজন্য, স্বর্গদূতদের কারণেই, নারীর মাথায় কোন একজনের অধিকারের চিহ্ন রাখা দরকার। তবু প্রভুতে নারীও পুরুষ ছাড়া নয়, পুরুষও নারী ছাড়া নয়; কারণ যেমন পুরুষ থেকেই নারীর উদ্ভব, তেমনি আবার নারীর মধ্য থেকেই পুরুষের উদ্ভব; আবার, সবই ঈশ্বর থেকেই উদ্গত। তোমরা নিজেরাই বিচার কর: মাথা ঢেকে না রেখে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা কি নারীর পক্ষে শোভা পায়? প্রকৃতি নিজেও কি তোমাদের শেখায় না যে, চুল লম্বা রাখা পুরুষের পক্ষে অসম্মানের বিষয়, কিন্তু চুল লম্বা রাখা নারীর গৌরব? কারণ সেই চুল আবরণ হিসাবেই তাকে দেওয়া হয়েছে। আর কেউ যদি মনে করে, সে তর্ক করতে পছন্দ করে, আচ্ছা, তেমন অভ্যাস আমাদের নেই, ঈশ্বরের মণ্ডলীগুলোরও নেই।

শ্লোক ১ করি ১১:১১,১২; আদি ১:২৭

℟ প্রভুতে নারীও পুরুষ ছাড়া নয়, পুরুষও নারী ছাড়া নয়।
℣ কারণ যেমন পুরুষ থেকেই নারীর উদ্ভব, তেমনি আবার নারী মধ্য থেকেই পুরুষের উদ্ভব; সবই ঈশ্বর থেকেই উদ্গত।
℟ পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন; পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন।
℣ কারণ যেমন পুরুষ থেকেই নারীর উদ্ভব, তেমনি আবার নারী মধ্য থেকেই পুরুষের উদ্ভব; সবই ঈশ্বর থেকেই উদ্গত।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত ‘সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি’ সাম ৪৪, ১৯-২০

খ্রীষ্টই মানুষের মাথা

ঈশ্বর ঈশ্বর দ্বারা অভিষিক্ত: ‘অভিষিক্ত’ পড়লে তুমি খ্রীষ্টই বোঝ, কারণ ‘খ্রীষ্ট’ নামটি খ্রীস্মা শব্দ থেকে উদ্গত। খ্রীষ্ট নামের অর্থ হল তৈলাভিষিক্ত। খ্রীষ্ট বিষয়ে যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হত ও খ্রীষ্ট অভিষিক্ত ছিলেন, ও যেখান থেকে খ্রীষ্ট নামের উৎপত্তি হওয়ার কথা, সেই রাজ্যে ছাড়া অন্য কোন স্থানে রাজা বা যাজকেরা তৈলাভিষিক্ত হতেন না—অন্য কোথাও নয়, কখনও না, কোন জাতির কাছেও নয়, কোন রাজ্যেও নয়। সুতরাং ঈশ্বর ঈশ্বর দ্বারা অভিষিক্ত হন; আত্মিক তেলে ছাড়া কোন্ তেলে তিনি তৈলাভিষিক্ত হলেন? কারণ পদার্থ হিসাবে তেল একটা প্রতীক মাত্র, অদৃশ্য তেল সাক্রামেন্তেই নিহিত, আত্মিক তেল অভ্যন্তরেই বিরাজিত। ঈশ্বর আমাদের জন্য অভিষিক্ত, আমাদের মাঝে প্রেরিত; আর স্বয়ং ঈশ্বর অভিষিক্ত হবার জন্য মানুষ

হয়েছিলেন। কিন্তু এমন মানুষ যিনি ঈশ্বর ছিলেন।

আবার, তিনি এমন ঈশ্বর ছিলেন যিনি মানুষ হতে ঘৃণা করছিলেন না: প্রকৃত মানুষ ও প্রকৃত ঈশ্বর, সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল ও কোন কিছুতেই মিথ্যুক নন, কারণ মানুষ ও ঈশ্বর রূপে তিনি সত্যাশ্রয়ী, এমনকি তিনি স্বয়ং সত্য। সুতরাং তিনি মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর, আর যেহেতু তিনি মানবেশ্বর সেজন্য অভিষিক্ত: এই তো খ্রীষ্ট!

একথার পূর্বদৃষ্টান্ত সেই প্রস্তরে পরিলক্ষিত হয়েছিল, যে প্রস্তর কুলপতি যাকোব বালিশ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন: সেই প্রস্তরের উপরে মাথা গুঁজে তিনি নিদ্রা যেতে যেতে আকাশ বিদীর্ণ হয়েছিল ও তিনি এমন একটি সিঁড়ির দর্শন পেয়েছিলেন যা স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসছিল, আর তা বেয়ে ঈশ্বরের দূতেরা উঠে যাচ্ছিলেন ও নেমে আসছিলেন। তেমন দর্শনের পর তাঁর ঘুম ভাঙলে তিনি সেই প্রস্তর অভিষিক্ত করে চলে গেছিলেন। সেই প্রস্তরে খ্রীষ্টের পূর্বপ্রতীক দেখেছিলেন বিধায়ই তিনি তা অভিষিক্ত করেছিলেন।

তোমরা কি দেখতে পাও, কোন্ কাল থেকেই বা খ্রীষ্টের সংবাদ ধ্বনিত হচ্ছিল? যাঁরা একেশ্বরকে আরাধনা করতেন, সেই কুলপতিদের কাছে সেই প্রস্তরের অভিষেকের কী অর্থ ছিল? তা শুধু প্রতীকাকারেই ঘটেছিল, ঘ'টে তার সমাপ্তিও হয়েছিল: প্রস্তরটা অভিষিক্ত করে যাকোব সেখানে আর কখনও ফিরে যাননি, কোন বলিও সেখানে কখনও উৎসর্গ করেননি। সেখানে একটি রহস্যেরই অভিব্যক্তি ঘটেছিল, কোন কুসংস্কার ঘটেনি।

এবার তোমরা লক্ষ কর সেই প্রস্তর কেই বা ছিলেন: *গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তর প্রত্যাখ্যান করল, তা হয়ে উঠেছে কোণের মাথায় বসা প্রস্তর।* আর যেহেতু মানুষের মাথা হলেন খ্রীষ্ট, সেজন্য প্রস্তরটা মাথাকে লক্ষ করে।

এ মহারহস্যের প্রতি মনোযোগ দাও: খ্রীষ্টই প্রস্তর। সাধু পিতর বলেন: *সেই জীবন্ত প্রস্তর যা মানুষের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বেছে নেওয়া ও মহামূল্যবান।* আর সেই প্রস্তর অভিষিক্ত, ঠিক একারণে যে খ্রীষ্ট-নাম খ্রীষ্মা থেকে উদ্গত।

শ্লোক ১ যোহন ২:২০,২৭; ২ করি ১:২১,২২

প্র তোমাদের এমন তৈলাভিষেক আছে যা সেই পরমপবিত্রজনের কাছ থেকেই পেয়েছ; যে তৈলাভিষেক তাঁর কাছ থেকে পেয়েছ, তা তোমাদের অন্তরে রয়েছে;
উ তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে, যেহেতু তাঁর তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে, আর সেই তৈলাভিষেক মিথ্যা নয়।
প্র ঈশ্বর আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।
উ তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে, যেহেতু তাঁর তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে, আর সেই তৈলাভিষেক মিথ্যা নয়।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ করি ১:১৪খ–২:১১

পলের যাত্রা-পরিকল্পনার পরিবর্তনের কারণ

ভ্রাতৃগণ, আমরা যেমন তোমাদের গর্বের কারণ, আমাদের প্রভু যীশুর দিনে তোমরাও তেমনি হবে আমাদের গর্বের কারণ।

এই দৃঢ় ভরসা নিয়ে আমি আগে সঙ্কল্প করেছিলাম, তোমাদের কাছে যাব, যেন তোমরা দ্বিতীয় একটা অনুগ্রহ পেতে পার; এবং তোমাদের হয়ে মাসিডনে এগিয়ে যাব; পরে মাসিডন থেকে আবার তোমাদের কাছে ফিরে যাব ও তোমরা যুদেয়ায় যাবার জন্য আমার জন্য সব ব্যবস্থা করবে। আচ্ছা, তেমন সঙ্কল্পে আমি কি চাঞ্চল্য দেখিয়েছি? কিংবা আমি যা যা সঙ্কল্প করি, সেই সকল সঙ্কল্প কি এত মানবীয় মন নিয়েই করে থাকি যে, একই সময়ে হ্যাঁ হ্যাঁ ও না না বলি? বিশ্বাসযোগ্য ঈশ্বর সাক্ষ্য দিন যে, তোমাদের প্রতি আমাদের কথা একই সময়ে 'হ্যাঁ' ও 'না' হয় না। ঈশ্বরের পুত্র যীশুখ্রীষ্ট, যাঁর কথা আমরা, অর্থাৎ আমি নিজে, সিল্‌ভানুস ও তিমথি তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, তিনি 'হ্যাঁ' আবার 'না' হননি, কিন্তু তাঁর মধ্যে 'হ্যাঁ' হয়েছে; বস্তুত ঈশ্বরের

সমস্ত প্রতিশ্রুতি তাঁর মধ্যে 'হ্যাঁ' হয়েছে, আর এজন্য আমাদের 'আমেন' তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরবার্থে ধ্বনিত। স্বয়ং ঈশ্বরই খ্রীষ্টে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় করে রাখেন; তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

নিজের প্রাণের দিব্যি দিয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমি বলছি: কেবল তোমাদের রেহাই দেবার জন্যই আমি করিন্থে আর কখনও ফিরে আসিনি। আমরা তোমাদের বিশ্বাসের উপর আদৌ কর্তৃত্ব ফলাতে চাই না; আমরা বরং তোমাদের আনন্দের সহযোগী; বাস্তবিকই তোমরা বিশ্বাসে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছ।

তাই আমি স্থির করেছিলাম, তোমাদের কাছে আমার আগামী দেখা-সাক্ষাৎ দুঃখজনক হবে না; কেননা আমি যদি তোমাদের দুঃখের কারণ হই, তবে আমার দ্বারা যে দুঃখ পেয়েছে, সে ছাড়া কে আমাকে আনন্দ দেবে? এজন্যই আমি এভাবে তোমাদের লিখেছিলাম, যেন আমি এলে, যারা আমাকে আনন্দ দেওয়ার কথা, তাদের কাছ থেকে আমাকে যেন দুঃখ পেতে না হয়; কেননা তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার এই দৃঢ় ভরসা আছে, আমার আনন্দ তোমাদেরও সকলের আনন্দ। আমি গভীর দুঃখ ও মনোবেদনার মধ্যে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তোমাদের লিখেছিলাম; কিন্তু তোমাদের দুঃখ দেবার জন্য নয়, বরং তোমরা যেন জানতে পার, তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা কতই না সীমাহীন।

কেউ যদি দুঃখ দিয়ে থাকে, সে শুধু আমাকেই দুঃখ দেয়নি; ব্যাপারটা বাড়াতে চাই না, কিন্তু অন্তত কিছু পরিমাণে সে তোমাদের সকলকেই দুঃখ দিয়েছে। যাই হোক, অধিকাংশ লোকদের হাতে সেই লোকটা যে শাস্তি পেয়েছে, তা-ই তার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং তোমরা বরং তাকে ক্ষমা করলে ও সান্ত্বনা দিলে ভাল, পাছে অতিরিক্ত দুঃখের ভারে সে একেবারে ভেঙে পড়ে। এজন্য আমার এই অনুরোধ, তোমরা তাকে দেখাও যে, তার প্রতি ভালবাসা ছাড়া তোমাদের অন্তরে আর কিছু নেই। উপরন্তু আমি এজন্যই তোমাদের লিখেছিলাম, কারণ প্রমাণযোগে দেখতে চাচ্ছিলাম, তোমরা সত্যিই সব দিক দিয়ে বাধ্য কিনা। যাকে তোমরা ক্ষমা কর, আমিও তাকে ক্ষমা করি; কেননা আমি যা ক্ষমা করেছি—যদি আমার এমন কিছু ঘটে থাকে যা আমার ক্ষমার যোগ্য—তোমাদের খাতিরেই, খ্রীষ্টকে সামনে রেখেই, তা করেছি যেন আমরা শয়তানের প্রবঞ্চনার হাতে না পড়ি; কেননা তার মতলব আমাদের অজানা নয়।

শ্লোক ২ করি ১:২১-২২; দ্বিঃবিঃ ৫:২,৪

℣ স্বয়ং ঈশ্বরই খ্রীষ্টে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় করে রাখেন; তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত
করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে,
℟ এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।
℣ আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের সঙ্গে এক সন্ধি স্থাপন করেছেন, আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা
বলেছেন,
℟ এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - হেমেসার ধর্মপাল এউসেবিউসের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৪:৭-৮**

প্রেরিতদূতেরা ক্রুশবিদ্ধ যীশুর কথা প্রচার করতেন

শহরে দু'জন লোক প্রবেশ করছে; তাঁদের খাবার নেই, অর্থ নেই, অতিরিক্ত কাপড়ও নেই। তুমি বল, কে তাঁদের নিজ ঘরে গ্রহণ করবে? কোথায় একটা দরজা খোলা পাবেন? কে তাঁদের চিনত? কোথায় ও কোন্ বিশেষ কাজ তাঁদের জন্য প্রস্তুত করা হত? তবে যিনি তাঁদের প্রেরণ করলেন, তুমি কি তাঁর পরাক্রমের প্রশংসা করবে না? প্রেরিতদের বিশ্বাসেরও কি গুণকীর্তন করবে না? দু'জন বিদেশী ব্যক্তি শহরে প্রবেশ করছিলেন। তাঁরা কী বহন করছিলেন? কী প্রচার করছিলেন? তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন—এই তো তাঁদের একমাত্র বাণী।

ইহুদীদের কাছে তাঁরা ছিলেন নিম্নশ্রেণীর মানুষ, সরলমনা, অশিক্ষিত, গরিব। কিন্তু তাঁদের প্রচারবাণী ছিল ক্রুশ, আর এ থেকেই বিশ্বাসের উৎপত্তি! বীর্য বাধা-বিঘ্নেই প্রকাশ পায়: ক্রুশের কথা প্রচারিত হল, আর যত

মন্দিরের ধ্বংস হল; ক্রুশের কথা ঘোষিত, আর রাজা সকল হল পরাজিত; ক্রুশের কথা ঘোষিত, আর জ্ঞানীরা ভুলভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন; বিধর্মী যত পর্ব বাতিল করা হল ও যত প্রতিমা আগুনে দেওয়া হল।

প্রেরিতদূতদের বাণী যে বিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য হল, কিংবা লোকে যে বিশ্বাস করতে পারল, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করল ও প্রেরিতদূতদের গ্রহণ করল, একথা কি তোমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়?

অমনোযোগের দরুন আমরা যেন এ সমস্ত অপরূপ ঘটনা অবহেলা না করি! বিদেশী, অচেনা, অশিক্ষিত, ও আকর্ষণীয় সংবাদের অভাবী মানুষ সারা বিশ্ব ঘুরে সেই ক্রুশবিদ্ধজনের কথা প্রচার করলেন; মাতলামির বিনিময়ে উপবাস, ও উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিনিময়ে কঠোর মিতাচারের কথা উপস্থাপন করলেন। আর যারা নিকৃষ্ট চালচলনের স্থানে এ উৎকৃষ্ট উপদেশ গ্রহণ করতে আহূত ছিল, তাদের পক্ষে এ সমস্ত কথা বেশ ভারীই ছিল। অথচ সেই প্রচারকেরা লোকদের আকর্ষণ করছিলেন, পুরা শহর জয় করছিলেন। তাঁদের কী ঐশ্বর্য ছিল? ক্রুশের পরাক্রম! যিনি তাঁদের প্রেরণ করেছিলেন, তিনি তাঁদের সোনা দেননি: রাজাদের ভাণ্ডারে সোনা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু রাজারা যা কিনতে ও পেতে পারতেন না, তিনি তাঁদের তাই দিলেন: মরমানুষকে তিনি দিলেন মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা; অসুস্থতা সাপেক্ষ মানুষকে তিনি দিলেন পরকে অসুস্থতা থেকে মুক্ত করার গুণ। কোন রাজা নিজ সৈন্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন না; তাছাড়া রাজাও অসুস্থ হয়ে পড়েন!

কিন্তু যিনি তাঁদের প্রেরণ করলেন, তাঁর মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করা ও অসুস্থদের সুস্থ করে তোলার অধিকার আছে। রাজাদের ও প্রেরিতদূতদের ঐশ্বর্য ভাল করে লক্ষ কর। তাঁদের মর্যাদাও লক্ষ কর: রাজা তো উচ্চশ্রেণীর মানুষ, প্রেরিতদূতেরা গরিব মাত্র; অথচ মরমানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা দিব্য গুণে দিব্য কাজ সাধন করেন।

আর এমন কেউ যদি থাকে যে বিশ্বাস করে না, প্রেরিতদূতেরা অলৌকিক কাজ সাধন করলেন, তাহলে বিস্ময় আরও গভীরতর বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে যায়! কারণ যখন তাঁরা মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করলেন, অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি দিলেন, খোঁড়া মানুষকে ও কুষ্ঠরোগীদের সুস্থ করে তুললেন, এ বিভিন্ন চিহ্নকর্ম দ্বারা অধর্ম বাতিল করলেন ও বিশ্বাস স্থাপন করলেন, তখন লিখিত সাক্ষ্যদানের এ সমস্ত চিহ্নে যে কেউ বিশ্বাস করবে না তা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হবার আগে শিষ্যেরা কোন অলৌকিক কাজ সাধন করেননি; ক্রুশারোপণের পরে কিন্তু নানা অলৌকিক কাজ সাধন করলেন। ক্রুশারোপণের আগে কিছু করে থাকলেও তা গোপনেই করলেন; কিন্তু ঐশরক্ত যখন আমাদের ঋণপত্র ধ্বংস করল, অশুচি আমরা যখন রক্তে ধৌত হলাম, মৃত্যু যখন মৃত্যু দ্বারা হত্যা করা হল, মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর যখন সেই মানবগ্রাসীকে পরাজিত করলেন, বাধ্যতা যখন পাপকে খুন করল, একজন মানুষের মধ্য দিয়ে যখন আদম জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন, তখনই তাঁরা প্রকাশ্যেই কাজ সাধন করতে লাগলেন।

এতে মানুষ প্রেরিতদূতদের বাণী শোনে, আর ছায়া নিদ্রিত মানুষকে জাগিয়ে তোলে: কেননা ঐশপরাক্রম যাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাঁরা সেই পরাক্রমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা আগে যা ছিলেন, (আমরাও যা ছিলাম), তাঁরা আর তা নয়: তাঁদের পরিবৃত করা হয়েছিল। আর যেমন লোহা আগুনের সংস্পর্শে আসবার আগে শীতল ও অন্য লোহারই সমান, কিন্তু আগুনে নিমজ্জিত হলে ও জ্বলন্ত হয়ে উঠলে তার শীতল প্রকৃতি হারিয়ে নিজে থেকে নতুন একটা প্রকৃতি প্রকাশ করে, যীশুকে পরিধান করে মরমানুষও ঠিক তেমনি ব্যবহার করে। একথা পল উত্তমরূপেই ব্যক্ত করেন, *এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়;—* আমি তো উত্তম মৃত্যুই বরণ করেছি!—*আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।*

শ্লোক গা ২:১৯,২০

প্র আমি বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি। এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি,
উ যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।
প্র আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন,
উ যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ১১:১৭-৩৪

প্রভুর ভোজ

ভ্রাতৃগণ, এই সমস্ত নির্দেশ দিতে দিতে আমি একটা বিষয়ে তোমাদের প্রশংসা করতে পারি না, কেননা তোমাদের ধর্মীয় সভার ফলে তোমাদের উপকার হয় না, অপকারই হয়। প্রথম কথা: আমি শুনতে পেয়েছি, তোমরা যখন জনসমাবেশে সমবেত হও, তখন তোমাদের মধ্যে নাকি দলাদলি দেখা দেয়, আর একথা আমি কিছুটা বিশ্বাস করি। আর বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যে দলাদলি দেখা দেওয়া আবশ্যক, যেন প্রকাশ পায়, তোমাদের মধ্যে কে কে পরীক্ষাসিদ্ধ মানুষ। তাই যখন তোমরা সকলে মিলে সমবেত হও, তখন তো প্রভুর ভোজে বসই না; কারণ ভোজের সময়ে প্রত্যেকে আগে নিজ নিজ খাবার খেয়ে নেয়, তাতে একজন ক্ষুধিত হয়, আর একজন মাতাল হয়। এ কেমন? খাওয়া-দাওয়ার জন্য কি তোমাদের নিজ নিজ বাড়ি নেই? নাকি তোমরা ঈশ্বরের জনসমাবেশ তুচ্ছ করতে চাও, এবং যাদের কিছু নেই তাদের লজ্জা দিতে চাও? তোমাদের আমি কী বলব? তোমাদের কি প্রশংসাই করব? না, এই ব্যাপারে প্রশংসা করি না!

কারণ আমি প্রভুর কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি, এই শিক্ষা তোমাদের কাছে সম্প্রদানও করেছি যে: যে রাত্রিতে প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, সেই রাত্রিতে তিনি একখানা রুটি গ্রহণ করে নিলেন; এবং ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়ে তা ছিঁড়ে বললেন: 'এ আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্য; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।' তেমনিভাবে ভোজ শেষে তিনি এই বলে পানপাত্রটিও গ্রহণ করে নিলেন: 'এই পানপাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি। যতবার এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।' কারণ যতবার তোমরা এই রুটি খাও ও এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতদিন না তিনি আসেন। সুতরাং যে কেউ অযোগ্যভাবে প্রভুর রুটি খায় কিংবা পানপাত্র থেকে পান করে, সে প্রভুর দেহ ও রক্তের দায়ী হবে। তাই প্রত্যেকে নিজেকে পরীক্ষা করুক, তারপরেই সেই রুটি গ্রহণ করুক ও সেই পানপাত্র থেকে পান করুক। কেননা তাঁর দেহের কথা বিচার-বিবেচনা না করে যে মানুষ খায় ও পান করে, সে নিজের বিচার খায়, নিজের বিচার পান করে। এজন্যই তোমাদের মধ্যে দুর্বল ও পীড়িত বহু লোক রয়েছে, এবং বেশ কয়েকজন মৃত্যুনিদ্রায় নিদ্রাগত হয়েছে। আমরা যদি নিজেদের নিজেরাই ঠিক মত বিচার করতাম, তবে বিচারাধীন হতাম না; কিন্তু প্রভু যখন আমাদের বিচার করেন, তখন আমাদের শাসন করেন, যেন আমরা জগতের সঙ্গে বিচারাধীন না হই। সুতরাং, হে আমার ভাইয়েরা, তোমরা যখন ভোজে অংশ নেবার জন্য সমবেত হও, তখন এক একজন অন্য অন্যের প্রতীক্ষায় থাক। যদি কারও ক্ষুধা পায়, সে নিজের বাড়িতেই খেতে পারবে, যেন তোমাদের সমবেত হওয়াটা বিচারের কারণ না হয়। বাকি সকল বিষয়, যখন আমি আসব, তখনই তা ব্যবস্থা করব।

শ্লোক ১ করি ১১:২৪,২৫; মথি ২৬:২৬ দ্রঃ

℣ গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্য;
℟ তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।
℣ এই পানপাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি।
℟ তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে প্রথম পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ১১:১৯

আত্মিক ভোজ

করিন্থীয়দের নানা দোষে দোষী বলে দেখিয়ে পল শুরুর তীব্রতা ত্যাগ করে শান্ততর সুরে কথা বলে চলেন। তাদের অন্তরে মহত্তর সম্ভ্রম সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে আত্মিক ভোজের কথা উত্থাপন করে তিনি বলেন, *আমি প্রভুর কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি, এই শিক্ষা তোমাদের কাছে সম্প্রদানও করেছি।* সম্পর্ক কোথায়? আপনি

সাধারণ ভোজের কথা বলছিলেন আর এখন সেই মহা রহস্যের কথা তুলে ধরছেন? তাঁর উত্তর: অবশ্যই।

যখন সেই বিস্ময়কর ভোজ ধনী গরিব নির্বিশেষে সকলেরই সামনে সাজানো, তখন ধনী বেশি পেতে পারে না, গরিবও কম পেতে পারে না, বরং উভয়ের মর্যাদা ও অংশগ্রহণের অধিকার এক; আর যতক্ষণ সকলেই পুণ্য আত্মিক ভোজে অংশগ্রহণ করে না থাকে, ততক্ষণ ভোজে যা পরিবেশিত তা তুলে নেওয়া যায় না; সকল যাজকেরা সবচেয়ে গরিব ও হতভাগার অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন; তবে আরও যুক্তিসঙ্গত ভাবে এই সাধারণ ভোজেও তেমন হওয়া উচিত। এজন্য আমি প্রভুর সেই ভোজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি: *আমি প্রভুর কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি, এই শিক্ষা তোমাদের কাছে সম্প্রদানও করেছি যে: যে রাত্রিতে প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, সেই রাত্রিতে তিনি একখানা রুটি গ্রহণ করে নিলেন; এবং ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়ে তা ছিঁড়ে বললেন: 'এ আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্য; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।' তেমনিভাবে ভোজ শেষে তিনি এই বলে পানপাত্রটিও গ্রহণ করে নিলেন: 'এই পানপাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি। যতবার এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।'*

এরপর, যারা অযোগ্যভাবে এ রহস্যে অংশ নেয় তাদের বিষয়ে যথেষ্ট কথা ব'লে ও তাদের অপরাধিতার জন্য তাদের তীব্রভাবে ভর্ৎসনা ক'রে এবং একথা ব'লে যে, যারা প্রভুর দেহ ও রক্ত না চিনে অযোগ্যভাবে সেই খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে তারা সেই একই বিচারে বিচারিত হবে যে বিচারে তারাই বিচারিত হয়েছিল যারা যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিল, তিনি বক্তব্যটা প্রথম বিষয়বস্তুর দিকে ফিরিয়ে এনে বলেন, *সুতরাং, হে আমার ভাইয়েরা, তোমরা যখন ভোজে অংশ নেবার জন্য সমবেত হও, তখন এক একজন অন্য অন্যের প্রতীক্ষায় থাক। যদি কারও ক্ষুধা পায়, সে নিজের বাড়িতেই খেতে পারবে, যেন তোমাদের সমবেত হওয়াটা বিচারের কারণ না হয়।* তিনি বিচারের ভয় উল্লেখ করেই বক্তব্যটা শেষ করেন: *তোমাদের সমবেত হওয়াটা যেন বিচারের কারণ না হয়,* অর্থাৎ তা যেন তোমাদের ভর্ৎসনার কারণ না হয়। তিনি আসলে বলেন, এ এমন খাদ্য বা ভোজ নয় যা ভাইয়ের অপমান, সমবেত মণ্ডলীর প্রতি অসম্মান, ও পেটুকদের যত অমিতাচারে সায় দিতে পারে। এসব কিছু আনন্দ নয়, দুঃখ ও বিচারই ডেকে আনে: হ্যাঁ, তোমরা যখন এ পুণ্য স্থান নিজের বাড়ি ক'রে ও একা একা খেয়ে ভাইদের অপমান কর ও মণ্ডলীকে তুচ্ছ কর, তখন নিজেদের উপর মহা প্রতিশোধ ডেকে আন। ভাই, তোমরাও শোন; যারা দুঃসাহসের সঙ্গে প্রেরিতদূতদের বাণী ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করে, তোমরাও তাদের মুখ বন্ধ কর; যারা শাস্ত্র নিজের ও পরের ক্ষতির জন্য ব্যবহার করে, তোমরাও তাদের সংশোধন কর। তিনি যখন বলেন, *তোমাদের মধ্যে দলাদলি দেখা দেওয়া আবশ্যক,* তখন তোমরা ভালই জান তিনি কী বলতে চান: পবিত্র ভোজ সম্বন্ধে যে মতভেদের উদয় হতে পারে, তেমন নয়, এর অর্থ বরং এই যে, *একজন ক্ষুধিত হয়, আর একজন মাতাল হয়।*

এসো, সরল বিশ্বাসে আমরা ধর্মশিক্ষার অনুরূপ জীবন-সাক্ষ্য দান করি, অভাবগ্রস্তদের প্রতি যত্নবান হয়ে গরিবদের প্রতি উদার মঙ্গলভাব দেখিয়েও জীবন-সাক্ষ্য দান করি। এসো, আত্মার স্বার্থ উদ্ধার করি, প্রয়োজনের চেয়ে যেন বেশি পাবার চেষ্টা না করি।

আমাদের যা কিছু আছে তা স্বর্গে সঞ্চয় করা, ও এই সঞ্চয়ের নিরাপত্তা সম্বন্ধে শান্ত থাকা—এই তো আমাদের পক্ষে ঐশ্বর্য, লাভ, অফুরন্ত ধন। আর তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এজীবন অতিবাহিত করার পর, আমাদের সকলের কাছে যেন এই অনুগ্রহ মঞ্জুর করা হয়, আমরা যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি, যেন তাদেরই অনন্ত আনন্দের অংশীদার হতে পারি যারা আমাদের সত্যকার ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও দয়ায় পরিত্রাণ লাভ করেছে—পিতা ও তাঁর পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই গৌরব ও পরাক্রম আরোপিত হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

শ্লোক মথি ২৬:২৬; প্রবচন ৯:৫

প্র তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময় যীশু রুটি গ্রহণ করে নিয়ে তা ছিঁড়লেন, ও শিষ্যদের দিয়ে বললেন:
উ গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ।
প্র এসো তোমরা, আমার রুটি খাও, পান কর সেই আঙুররস যা আমি মিশিয়ে দিলাম।

℟ গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ করি ২:১২–৩:৬

নবসন্ধির সেবক পল

ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্টের সুসমাচারের খাতিরে আমি ত্রোয়াসে এসে পৌঁছে, প্রভুতে আমার সামনে দরজা খোলা হলেও আমার ভাই তীতকে সেখানে না পাওয়ায় আমি মনে কিছু শান্তি পাইনি; ফলে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাসিডনের দিকে রওনা হলাম। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যিনি সবসময় খ্রীষ্টে আমাদের তাঁর জয়যাত্রায় স্থান দেন, ও আমাদের মধ্য দিয়ে তাঁকে জ্ঞানলাভের সুগন্ধ সর্বস্থানে ছড়িয়ে দেন! কারণ যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে ও যারা বিনাশের দিকে চলছে, সকলেরই কাছে আমরা ঈশ্বরের পক্ষে খ্রীষ্টের সৌরভ। এক পক্ষের বেলায় আমরা মৃত্যুমূলক মৃত্যুজনক গন্ধ, কিন্তু অন্য পক্ষের বেলায় জীবনমূলক জীবনদায়ী গন্ধ। কিন্তু তেমন কাজের জন্য কেইবা উপযুক্ত? অন্ততপক্ষে আমরা সেই অনেকের মত নই, যারা ঈশ্বরের বাণীকে অপমিশ্রিত করে; বরং সততার সঙ্গে, এমনকি যেন স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারাই চালিত হয়ে আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে খ্রীষ্টে কথা বলি।

তবে আমরা আবার নিজেদের পক্ষে সুপারিশ করতে আরম্ভ করছি নাকি? কারও কারও মত আমাদেরও কি তোমাদের জন্য কিংবা তোমাদের পক্ষ থেকে সুপারিশ-পত্রের প্রয়োজন আছে? তোমরাই আমাদের সুপারিশ-পত্র, এমন পত্র যা আমাদের হৃদয়ে লেখা, যা সকলে পড়তে ও বুঝতে পারে; তাই একথা স্পষ্ট যে, তোমরা খ্রীষ্টের একটি পত্র যা আমাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে; আর এই পত্রের লেখা কালির নয়, জীবনময় ঈশ্বরের আত্মারই লেখা, পাথরের ফলকে নয়, রক্তমাংসের হৃদয়-ফলকেই লেখা।

ঈশ্বরের সামনে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের তেমন ভরসা আছে! আমরা যে নিজেরাই কিছু ধারণা করতে নিজেদেরই গুণে উপযুক্ত, তা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর থেকেই আসে; তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি, কারণ অক্ষর মৃত্যু ঘটায়, কিন্তু আত্মা জীবন দান করেন।

শ্লোক ২ করি ৩:৪,৬,৫

℣ ঈশ্বরের সামনে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের তেমন ভরসা আছে!
℟ তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি।
℣ আমরা যে নিজেরাই কিছু ধারণা করতে নিজেদেরই গুণে উপযুক্ত, তা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর থেকেই আসে;
℟ তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত ‘সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি’ সাম ৯২, ২

আমরা খ্রীষ্টের সৌরভ

ভাই, তোমরা তো ভাল করেই জান, আমাদের প্রভু যখন মানুষ হলেন ও সুসমাচার প্রচার করতেন, তখন কেউ তাঁকে পছন্দ করত, আবার কেউ তাঁকে পছন্দ করত না। ইহুদীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিচ্ছিল: কেউ *কেউ বলত: তিনি সৎ লোক; আবার কেউ কেউ বলছিল, তা নয়; সে লোকদের ভ্রষ্ট করে!* সুতরাং কেউ কেউ তাঁর ভাল বলত, অন্য কেউ গজগজ করত, ঠাট্টা-তামাশা করত বা অভিযোগ তুলত।

যারা তাঁকে পছন্দ করত, তাদের জন্য তিনি *মহিমায় পরিবৃত হলেন*; যারা তাঁকে পছন্দ করত না, তাদের জন্য তিনি *শক্তিতে সুসজ্জিত হলেন।* তুমিও তোমার প্রভুর অনুকরণ কর, যেন সেই মহিমময় পোশাক হতে পার যা তিনি পরিধান করেন: যারা সৎকর্ম পছন্দ করে, তাদের কাছে হও মহিমা; যারা নিন্দা করে, তাদের জন্য হও শক্তি।

শোন কেমন করে প্রভুর অনুসারী সেই প্রেরিতদূত পলও মহিমা ও শক্তি লাভ করলেন। তিনি বলেন, *যারা*

পরিত্রাণ পাচ্ছে ও যারা বিনাশের দিকে চলছে, সকলেরই কাছে আমরা ঈশ্বরের পক্ষে খ্রীষ্টের সৌরভ। কেননা যারা মঙ্গল ভালবাসে তারা পরিত্রাণ পায়, কিন্তু যারা মঙ্গল নিন্দা করে তারা বিনাশিত হয়। তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তাঁর সৌরভ ছিল; এমনকি নিজেই সৌরভ ছিলেন। কিন্তু যারা সেই সৌরভের অনুগ্রহ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছে, হায় রে, কতই না দুর্ভাগা তারা!

তিনি তো বলেন না: আমরা এদের পক্ষে সৌরভ আর ওদের পক্ষে দুর্গন্ধ, বরং বলেন: যারা পরিত্রাণের পথে আছে ও যারা বিনাশের দিকে চলছে তাদের সকলের মাঝে বিশ্বজুড়েই আমরা খ্রীষ্টের সৌরভ। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে চলেন: *এক পক্ষের বেলায় আমরা মৃত্যুমূলক মৃত্যুজনক গন্ধ, অন্য পক্ষের বেলায় জীবনমূলক জীবনদায়ী গন্ধ।*

যাদের পক্ষে তিনি ছিলেন জীবনমূলক জীবনদায়ী গন্ধ, তাদের জন্য মহিমা পরিধান করেছিলেন; যাদের পক্ষে ছিলেন মৃত্যুমূলক মৃত্যুজনক গন্ধ, তাদের জন্য শক্তির সজ্জা নিয়েছিলেন।

লোকে তোমার প্রশংসা করলে ও তোমার সৎকাজে স্বীকৃতি দিলে তুমি যদি আনন্দ পাও, কিন্তু লোকে তোমার নিন্দা করলে তুমি যদি সৎকাজে ক্ষান্ত হয়ে পড় ও তোমার সামনে নিন্দুক দাঁড়িয়েছে বলে মনে কর তোমার সমস্ত সৎকাজের ফল হারিয়ে ফেলেছ, তাহলে তুমি স্থিতমূল ব্যক্তি নও, *কখনও টলবে না* তেমন পৃথিবীর মানুষ তুমি নও।

প্রভু শক্তিতে পরিবৃত সুসজ্জিত। এবিষয়ে সাধু পলও বলেন *ডান ও বাঁ হাতে ধর্মময়তার অস্ত্র।* আমি দেখেছি মহিমা ও শক্তি কোথায়: *গৌরবে ও দুর্নামে:* গৌরবের দিনে মহিমময়, দুর্নামের দিনে শক্ত। হ্যাঁ, কেউ কেউ তাঁকে গৌরবের যোগ্য বলে ঘোষণা করত, অন্য কেউ তাঁকে নিকৃষ্ট বলে নিন্দা করত। যারা তাঁকে গ্রহণ করত, তাদের কাছে তিনি সৌন্দর্য আরোপ করতেন, যারা তাঁর নিন্দা করত, তাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন শক্তি। এধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে অধ্যায়ের শেষাংশে পৌঁছে তিনি প্রেরিতদূতদের এ বর্ণনা দেন: *আমরা নাকি নিঃস্ব, অথচ সবকিছুর অধিকারী।* তাঁর যখন সবকিছু আছে, তখন তিনি মহিমায় পরিবৃত; যখন তাঁর কিছু নেই, তখন শক্তিতে সুসজ্জিত।

শ্লোক শিষ্য ২০:২১,২৪; রো ১:১৬

প্ প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাস বিষয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ রেখে
উ আমি যদি নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়তে পারি, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার যে সেবা-দায়িত্ব প্রভু যীশু থেকে পেয়েছি, তা যদি সম্পন্ন করতে পারি, তবে আমার নিজের প্রাণেরও কোন মূল্য দেব না।
প্ সুসমাচার নিয়ে আমি তো লজ্জা বোধ করি না।
উ আমি যদি নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়তে পারি, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার যে সেবা-দায়িত্ব প্রভু যীশু থেকে পেয়েছি, তা যদি সম্পন্ন করতে পারি, তবে আমার নিজের প্রাণেরও কোন মূল্য দেব না।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ১২:১-১১

বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক

ভাই, আমি চাই না, আত্মার দানগুলির বিষয়ে তোমরা অজ্ঞতায় থাকবে। তোমরা তো জান, যখন তোমরা বিধর্মী ছিলে, তখন এক একটা ক্ষণের প্রভাবেই বোবা দেবমূর্তির দিকে নিজেদের আকর্ষিত হতে দিতে। এজন্য আমি তোমাদের স্পষ্ট বলছি, ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণায় কথা বললে যেমন কেউ বলে না 'যীশু বিনাশ-মানতের বস্তু', তেমনি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউ বলতে পারে না 'যীশু প্রভু।'

বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক; বহুবিধ সেবাকাজ আছে, প্রভু কিন্তু এক; বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক। কিন্তু প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া। সেই আত্মা দ্বারা একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা, অন্য একজনকে—সেই আত্মা অনুসারে—দেওয়া হয় জ্ঞানের ভাষা, অন্য একজনকে সেই আত্মা থেকে দেওয়া হয় বিশ্বাস, অন্য একজনকে—সেই এক আত্মা থেকে—দেওয়া হয় আরোগ্যদানের ক্ষমতা, অন্য একজনকে পরাক্রম-কর্ম সাধন করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে নবীর ভাষা, অন্য একজনকে আত্মাগুলোকে নির্ণয় করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, এবং অন্য একজনকে সেই সব ভাষার অর্থ বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা। কিন্তু এই সকল কর্মক্রিয়া সেই একমাত্র ও একই আত্মাই সাধন করেন, আর তিনি ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন।

শ্লোক এফে ৪:৭; ১ করি ১২:১১,৪

℟ খ্রীষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এই সকল কর্মক্রিয়া সেই একমাত্র ও একই আত্মাই সাধন করেন:
℣ তিনি ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন।
℟ বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক:
℣ তিনি ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যান্টারবেরির ধর্মপাল বাল্ডুইন-লিখিত 'ঐক্যবদ্ধ জীবন' ১৫শ পর্ব

ভালবাসা নিজের স্বার্থ নয়, খ্রীষ্টেরই স্বার্থের অন্বেষণ করে

ঐক্যবদ্ধ জীবনের প্রতিষ্ঠা প্রাধিকারের একটা স্থিতমূল ও সুদৃঢ় মূলনীতিতেই আবদ্ধ ও সুস্থাপিত। মণ্ডলী আদিকালের খ্রীষ্টানদের ঐক্যবদ্ধ জীবনের উপরেই স্থাপিত হয়েছে, এমনকি মণ্ডলীর শিশুকাল ঐক্যবদ্ধ জীবন থেকেই শুরু হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ জীবন নিজের অস্তিত্বের নমুনা, নিজের মর্যাদার নাম, নিজের যোগ্যতার বিশেষ অধিকার, নিজের প্রাধিকারের সাক্ষ্য, নিজের স্বীকৃতি ও নিজের প্রত্যাশার শক্তি প্রেরিতদূতদেরই কাছ থেকে পেয়েছে।

অনেকে হয়েও আমরা সকলে একদেহ, একে অপরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। নানা অঙ্গগুলির মধ্য দিয়ে বেয়ে এক আত্মাই আমাদের গোটা দেহ সঞ্জীবিত করে থাকেন ও সেই সাধারণ শান্তি উৎপন্ন করেন যা থেকে আত্মার ঐক্য সংরক্ষিত হয়। আত্মা অঙ্গগুলিকে পারস্পরিক সম্মান ও ধৈর্যে রক্ষা করে থাকেন।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, তেমন দৃষ্টান্তগুলি পারস্পরিক ধৈর্য, পারস্পরিক বিনম্রতা ও পারস্পরিক ভালবাসার কাছে ছাড়া কোথায়ই বা আমাদের আকর্ষণ করে? ঈশ্বর কি আমাদের অন্তরে সেই ভালবাসার বিধান লিপিবদ্ধ করেননি, যা আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান দান করে? আমাদের যখন তেমন বিধান দিয়েছেন, তখন তিনি আশীর্বাদও দান করুন, হৃদয়ের সরলতায় আমাদের পুষ্টিসাধন করুন, ও আমাদের কাজকর্মের নির্ণয় গুণে শান্তির পথে আমাদের চালিত করুন, আমরা যেন শান্তির বন্ধনে আত্মার ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসায় ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা রক্ষা করতে পারি।

আমরা যদি একমন ও একাত্মা হয়ে আমাদের ব্রতের পবিত্রতা অনুসারে ঈশ্বরকে ভালবাসি, তাহলে কোন সন্দেহ নেই, পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হবেই, আর ঈশ্বরের সেই অনন্য আত্মা একদেহই যেন আমাদের সকলকে সঞ্জীবিত করবেন, যার ফলে আমাদের কেউই নিজের জন্য নয়, ঈশ্বরেরই জন্য জীবনযাপন করবে, যাতে করে আমাদের অন্তরে যিনি বাস করেন, সেই অনন্য পবিত্র আত্মা দ্বারা আমরা সবাই মিলে একাত্ম হয়ে জীবন যাপন করতে পারি।

ঈশ্বরের ভালবাসা গুণে আমাদের অন্তরে বিরাজমান এই একাত্মতা প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়েই আমাদের অন্তরে রক্ষা পায়, আমরা যেন সবাই মিলে ঈশ্বরের ভালবাসায় স্থিতমূল থাকতে পারি, এবং তেমন ভালবাসায় স্থিতমূল থাকার ফলে আমরা যেন ঈশ্বরেই স্থির থাকি ও ঈশ্বর আমাদের অন্তরে থাকেন। সুতরাং

প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে, কেমন যেন শান্তির এক বন্ধনের মধ্য দিয়েই আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও একাত্মতা সংরক্ষিত ও প্রতিপালিত। নিজের ভাইকে যে ভাল না বাসে, সে একাত্মতা থেকে দূরে সরে যায়, ঈশ্বরকে ভালবাসে না, ও ঈশ্বরের আত্মা অনুসারে নয়, নিজেরই আত্মা অনুসারে জীবনযাপন করে, কারণ সে ঈশ্বরের জন্য নয়, নিজেরই জন্য জীবনযাপন করে।

ঐক্যবদ্ধ জীবন প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসাকে লক্ষ করে, আর যেখানে ভালবাসা পরিপূর্ণ, সেখানে ঐক্যবদ্ধ জীবনও পরিপূর্ণ; সবকিছুতে সকলের সহভাগিতা না থাকলে ঐক্যবদ্ধ জীবন থাকতে পারে না, যেমনটি লেখা আছে: *সবকিছুতে সকলের সহভাগিতা ছিল।* পরবর্তী পদ কিন্তু আমাদের কেমন যেন বিস্মিত করতে পারে: *প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারেই তারা তা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিত।* সহভাগিতা ও ভাগাভাগি, এ কি দ্বন্দ্ব নয়? এমনকি ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে ওঠে, কারণ প্রেরিতদূত বলেন, *প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া: প্রত্যেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ অনুগ্রহদান পেয়েছে, একজন এক প্রকার, অন্যজন অন্য প্রকার।* তিনি আরও বলেন, *বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, বহুবিধ সেবাকাজ আছে, বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে।* তবে, অনুগ্রহদান যখন বহুবিধ, ও প্রত্যেকেই যখন নিজ নিজ অনুগ্রহদান পেয়ে থাকে, তখন সবকিছুতে সকলের সহভাগিতা কি করে সম্ভব? ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যেকে নিজ নিজ অনুগ্রহদান পেয়ে থাকলেও প্রত্যেকে কিন্তু এমনভাবে ব্যবহার করুক যেন সেই অনুগ্রহদান নিজের জন্য শুধু নয়, ঈশ্বরের ও প্রতিবেশীর জন্যও ব্যবহৃত হয়: ঈশ্বরের জন্য ব্যবহৃত হোক, ঈশ্বরের দান থেকে সে যেন নিজের নয়, ঈশ্বরেরই গৌরবের অন্বেষণ করে; প্রতিবেশীর জন্য ব্যবহৃত হোক, অর্থাৎ কিনা সে যেন সবকিছুতে নিজের নয়, সার্বিক উপকারিতার কথা ভাবে। কেননা ভালবাসা নিজের নয়, খ্রীষ্টেরই স্বার্থের কথা ভাবে।

শ্লোক শিষ্য ৪:৩২; ২:৪৫

℣ সেই বহুসংখ্যক লোক ছিল একমন একপ্রাণ,
℟ তাদের কেউই নিজের সম্পত্তির মধ্যে কিছু নিজেরই বলত না, বরং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল।
℣ বিষয়সম্পদ বিক্রি করে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে তারা তা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিত।
℟ তাদের কেউই নিজের সম্পত্তির মধ্যে কিছু নিজেরই বলত না, বরং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ করি ৩:৭–৪:৪

নবসন্ধির গৌরব

ভ্রাতৃগণ, মৃত্যুর সেই যে সেবাকর্ম যা পাথরে লেখা ও খোদাই-করা, তা যদি এমন গৌরবের মধ্যে ঘটেছিল যে, ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশীর মুখের গৌরবের কারণে—সেই গৌরব ক্ষণস্থায়ী হলেও—তাঁর মুখের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারল না, তবে আত্মার সেবাকর্ম আর কত উজ্জ্বলতর গৌরবেই না মণ্ডিত হবে! কেননা দণ্ডের সেবা-পদ যখন গৌরবময় হল, তখন ধর্মময়তার সেবা-পদ গৌরবে আরও বেশি উপচে পড়ে। এমনকি, সেদিক থেকে যা একসময় গৌরবময় ছিল, এই সন্ধির উজ্জ্বলতম গৌরবের তুলনায় তা গৌরবময় আর নয়। কারণ যা ক্ষণস্থায়ী ছিল, তা যদি গৌরবময় হল, তবে যা নিত্যস্থায়ী, তার আরও কতই না গৌরবময় হওয়ার কথা।

সুতরাং আমাদের তেমন প্রত্যাশা থাকায় আমরা অধিক সৎসাহসের সঙ্গে কথা বলি; এবং মোশীর মত করি না: তিনি তো নিজের মুখ একটা আবরণ দিয়ে আবৃত রাখতেন, যেন ইস্রায়েল সন্তানেরা তাকিয়ে সেই ক্ষণস্থায়ী গৌরবের শেষ পরিণাম না দেখে। কিন্তু তাদের মন রুদ্ধ ছিল; বস্তুত আজও পর্যন্ত প্রাক্তন সন্ধি পাঠ করার সময়ে সেই আবরণ থেকে যাচ্ছে, তা সরানোও যাচ্ছে না, কেননা সেই আবরণ খ্রীষ্টেই লোপ পায়; আজও পর্যন্ত যখন মোশী-পাঠ হয়, তখন তাদের হৃদয়ের উপরে একটা আবরণ পাতা থাকে। কিন্তু তারা যখন প্রভুর দিকে ফিরবে,

তখন আবরণটা উঠিয়ে ফেলা হবে। প্রভুই সেই আত্মা; এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা। আর অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন দর্পণেরই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।

এজন্য ঈশ্বরের দয়ায় এই সেবাদায়িত্বে নিযুক্ত হয়ে আমরা নিরুৎসাহ হই না; বরং লজ্জাকর যত গোপনীয়তা পরিহার ক'রে, এবং ধূর্ততায় না চলে, ঈশ্বরের বাণীকেও বিকৃত না করে আমরা বরং প্রকাশ্যেই সত্য ব্যক্ত করতে করতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রত্যেকটি মানুষের বিবেকের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াই। আর যদি আমাদের সুসমাচার আবৃত হয়ে থাকে, তবে যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদেরই কাছে আবৃত থাকে। তাদের মধ্যে এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসী মনকে অন্ধ করে দিয়েছে, যেন তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সেই স্বয়ং খ্রীষ্টেরই গৌরবময় সুসমাচারের দীপ্তি না দেখতে পায়।

শ্লোক ২ করি ৩:১৮; ফিলি ৩:৩

প্র অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন দর্পণেরই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে
উ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।
প্র আমরা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে উপাসনা করি ও খ্রীষ্টযীশুতে গর্ব করি,
উ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।

দ্বিতীয় পাঠ - খ্রীষ্টানুকরণ **৩:১৪**

প্রভুর সত্যবাণী চিরস্থায়ী

প্রভু, তুমি তো আমার উপর তোমার বিচারগুলি বজ্রধ্বনির মতই ধ্বনিত কর, আমার সকল হাড় ভয় ও সন্ত্রাসে কম্পান্বিত কর, এতে আমার প্রাণ অধিক শঙ্কিত হয়ে পড়ে। নির্বাক্ হয়ে আমি ভাবি, আকাশমণ্ডলও তোমার দৃষ্টিতে শুচিশুদ্ধ নয়। স্বর্গদূতদের মধ্যেও অপকর্ম খুঁজে পেয়ে তুমি যখন তাদের ক্ষমা করনি, তখন আমার কী হবে? আকাশ থেকে যখন তারকারাজিও পড়ে গেছে, তখন ধুলা যে আমি কী প্রত্যাশা রাখতে পারব? যাদের কাজকর্ম প্রশংসনীয় মনে হচ্ছিল, তারাও নিম্নস্তরে পতিত হল, আর যারা একসময় স্বর্গদূতদের খাদ্য খেত, আমি দেখেছি, তারা এখন সূকরের শুঁটিতে তৃপ্তি পাচ্ছে। সুতরাং কোন পবিত্রতা থাকে না, যদি তুমি, প্রভু, তোমার হাত ফিরিয়ে নাও; জ্ঞানে কোন লাভ নেই, যদি তুমি শাসন না কর; শক্তিতে কোন উপকার নেই, যদি তুমি রক্ষা করায় ক্ষান্ত হও।

তোমার দ্বারা পরিত্যক্ত হলে আমরা নিমজ্জিত হয়ে মরি; তোমার উপস্থিতিতে কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে উঠে সঞ্জীবিত হই। টলমান হলে, তোমার দ্বারা কিন্তু সুস্থির হয়ে উঠি; শীতল হয়ে পড়লে, তোমার দ্বারা কিন্তু জ্বলন্ত হয়ে উঠি।

আমার উপর তোমার যে বিচারগুলি, সেগুলির গভীরে আমার যত অসার আস্ফালন নিমজ্জিত হয়। তোমার সম্মুখে মরমানুষ কী? মাটি কি কখনও কুমোরের বিরুদ্ধে আস্ফালন করবে? যার হৃদয় সত্যের আশ্রয়ে ঈশ্বরের অধীন, সে কী করে অসার কথা বলে আস্ফালন করবে?

সত্য যাকে নিজের অধীন করেছে, সমগ্র জগৎও তাকে গর্বে স্ফীত করতে পারবে না; নিজের সমস্ত প্রত্যাশা যে ঈশ্বরে স্থাপন করেছে, শত প্রশংসাবাদের সুরও তাকে টলাতে পারবে না। যারা তেমন প্রশংসাবাদ উচ্চারণ করে, দেখ, তারা নিজেরাই শূন্য; তাদের কথার শব্দের সঙ্গে তারা নিজেরাও উবে যায়। কিন্তু *প্রভুর সত্যবাণী চিরকালস্থায়ী।*

শ্লোক সাম ১১৯:১১৪-১১৫,১১৩

প্র আমার সামনে থেকে দূর হও, অপকর্মা সবাই, আমি আমার পরমেশ্বরের আজ্ঞাবলি পালন করতে চাই।
উ তুমিই আমার গোপন আশ্রয়, আমার ঢাল, তোমার বাণীতেই আশা রাখি।
প্র দুমনা মানুষকে আমি ঘৃণা করি, ভালবাসি তোমার বিধান।
উ তুমিই আমার গোপন আশ্রয়, আমার ঢাল, তোমার বাণীতেই আশা রাখি।

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ১২:১২-৩১ক

দেহের অঙ্গগুলোর নানা ভূমিকা

ভ্রাতৃগণ, দেহ যেমন এক, অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সবক'টি মিলে একদেহ হয়, খ্রীষ্টও সেইরূপ। প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলে এক আত্মায় দীক্ষাস্নাত হয়েছি একদেহ হবার জন্য—তা আমরা ইহুদী বা গ্রীক, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ যাই হই না কেন; এবং পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে। আর বাস্তবিক দেহ একটা অঙ্গ নয়, অনেক। পা যদি বলত, আমি তো হাত নই, তাই দেহের অঙ্গ নই, তবে কি পা দেহের অঙ্গ আর হত না? আর কান যদি বলত, আমি তো চোখ নই, তাই দেহের অঙ্গ নই, তবে কি কান দেহের অঙ্গ আর হত না? গোটা দেহটা যদি চোখ হত, তবে শ্রবণশক্তি কোথায় থাকত? আবার সমস্তই যদি শ্রবণশক্তি হত, তবে ঘ্রাণশক্তি কোথায় থাকত? কিন্তু ঈশ্বর আসলে অঙ্গগুলোকে এক একটা করে যেমন ইচ্ছা করেছেন, সেভাবেই বসিয়েছেন। নইলে সমস্তই যদি একটা অঙ্গ হত, তবে দেহ কোথায় থাকত? কিন্তু অঙ্গ আসলে অনেকগুলো, দেহ কিন্তু এক। চোখ হাতকে বলতে পারে না, তোমাকে আমার দরকার নেই; আবার মাথাও পা দু'টোকে বলতে পারে না, তোমাদের আমার দরকার নেই; আরও, দেহের যে সকল অঙ্গকে দেখতে বেশি দুর্বল, সেগুলোই নিতান্ত দরকারী। আর আমরা দেহের যে সকল অঙ্গকে কম সম্মানের বলে মনে করি, সেগুলোকেই বিশেষ সম্মান দিয়ে ঘিরে রাখি, এবং আমাদের যে অঙ্গগুলোকে দেখানো শোভা পায় না, সেগুলো বিশেষ যত্ন পেয়ে থাকে; কিন্তু যে সকল অঙ্গকে দেখানো শোভা পায়, সেগুলোর তত যত্ন দরকার হয় না। বাস্তবিকই ঈশ্বর নিজেই মানবদেহ সংগঠিত করেছেন; যে অঙ্গের মর্যাদা কম, তিনি সেটাকে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন, যেন দেহের মধ্যে কোন অনৈক্য না থাকে, বরং সকল অঙ্গ যেন একে অপরের প্রতি সমান যত্নবান হয়। তাই একটা অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং একটা অঙ্গ সমাদর পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে আনন্দ করে। এখন, তোমরা নিজেরাই খ্রীষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো। এজন্য ঈশ্বর মণ্ডলীতে যাঁদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমত আছেন প্রেরিতদূতেরা, দ্বিতীয়ত নবীরা, তৃতীয়ত শিক্ষাগুরুরা; তারপরে আসে পরাক্রম-কর্ম, তারপর আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান, এবং উপকারিতার, শাসনের, ও নানা ভাষায় কথা বলার অনুগ্রহদান। তবে এরা সকলেই কি প্রেরিতদূত? সকলেই কি নবী? সকলেই কি শিক্ষাগুরু? সকলেই কি পরাক্রম-কর্মের সাধক? সকলেই কি আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান পেয়েছে? সকলেই কি নানা ধরনের ভাষায় কথা বলে? সকলেই কি সেই ভাষাগুলোর অর্থ বুঝিয়ে দেয়? তোমরা সবচেয়ে মহত্তর দানগুলির জন্যই আগ্রহী হও!

শ্লোক ১ করি ১২:১২,২৭,২৬

প্র দেহ যেমন এক, আর তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সবক'টি মিলে একদেহ হয়, খ্রীষ্টও সেইরূপ।

উ তোমরা নিজেরাই খ্রীষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো।

প্র একটা অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং একটা অঙ্গ সমাদর পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে আনন্দ করে।

উ তোমরা নিজেরাই খ্রীষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে প্রথম পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ৩০:১-২

মণ্ডলী মানবদেহের সদৃশ

দেহ যেমন এক, আর তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সবক'টি মিলে একদেহ হয়, খ্রীষ্টও সেইরূপ। সমস্ত অঙ্গগুলিতে দেহের ঐক্য স্পষ্টভাবে দেখাবার পর, উপসংহারে পল বলেন, *খ্রীষ্টও সেইরূপ।* আর যদিও এ যুক্তিসঙ্গত হত তিনি যদি বলতেন, মণ্ডলীও সেইরূপ, তিনি তা বলেননি, বরং তার

স্থানে খ্রীষ্টেরই কথা উল্লেখ করলেন—এভাবে তিনি বক্তব্যটা উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করলেন ও শ্রোতাদের মধ্যে গভীরতর সম্ভ্রম সঞ্চার করলেন।

আসলে তাঁর সেই উক্তির অর্থ এ: খ্রীষ্টদেহ সেই মণ্ডলীও সেইরূপ; কেননা যেমন দেহ ও মাথা একদেহ, তেমনি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীও এক। এজন্যই তিনি খ্রীষ্টদেহেরই কথা ইঙ্গিত ক'রে মণ্ডলীর স্থানে খ্রীষ্টের কথা উল্লেখ করলেন। সুতরাং নানা অঙ্গ মিলে সংগঠিত হয়েও আমাদের দেহ যেমন এক, তেমনি মণ্ডলীতে আমরা সকলে এক। মণ্ডলী অনেক অঙ্গ মিলে সংগঠিত হলেও সেই অঙ্গগুলি কিন্তু একদেহ।

যাদের মনে হচ্ছিল তারা হয় তো অন্যান্যদের চেয়ে ছোট, তিনি এই সাধারণ উদাহরণ দিয়ে তাদের মনে শান্তি ও সাহস সঞ্চার ক'রে সাধারণ ভাষা ছেড়ে অন্য একটি মাথা, তথা আধ্যাত্মিক মাথা বিষয়ে উদাহরণ দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্যের প্রমাণ উপস্থাপন করেন। সেই মাথা কোন্ মাথা? *আমরা সকলে এক আত্মায় দীক্ষাস্নাত হয়েছি একদেহ হবার জন্য—তা আমরা ইহুদী বা গ্রীক, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ যাই হই না কেন;* অর্থাৎ কিনা, যিনি আমাদের একদেহ করেছেন ও নবজন্ম দান করেছেন তিনি অনন্য আত্মা; এমন কিছু ঘটেনি যে একজন এক আত্মায় আর অন্য একজন অন্য আত্মায় দীক্ষাস্নাত হয়েছে। এমনকি, যিনি আমাদের দীক্ষাস্নাত করেন, তিনি যে এক, তা শুধু নয়, সেই তিনিও এক যাঁর দ্বারা তিনি দীক্ষাস্নান সম্পাদন করেন, অর্থাৎ যাঁর মধ্য দিয়ে আমরা দীক্ষাস্নাত। কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেহ হবার জন্য নয়, বরং সকলে মিলে যেন একদেহের নিখুঁত সুসংবদ্ধতার লক্ষ্যে সহযোগিতা দান করি, অর্থাৎ আমরা যেন একদেহ হতে পারি, এজন্যই আমরা দীক্ষাস্নাত হয়েছি।

এভাবে যিনি দেহ নির্মাণ করলেন তিনি এক, আর যা কিছু নির্মিত হয়েছে তাও এক। তিনি তো বলেননি, আমরা যেন একই দেহের অঙ্গ হই, বরং বললেন, আমরা যেন একদেহ হই। পল নিজের ধারণা সবসময় অধিক স্পষ্ট করতে চান।

এবং পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে। আর বাস্তবিক দেহ একটা অঙ্গ নয়, অনেক। আমরা একই রহস্যের সহভাগিতা করি, একই খাদ্য গ্রহণ করি। তবে কেন তিনি বলেননি, আমরা একই দেহ খাই ও একই রক্ত পান করি? কারণ 'আত্মা' বলায় তিনি দেহ ও রক্ত দু'টোই এককথায় ইঙ্গিত করলেন: সেই দেহ ও রক্তের মধ্য দিয়ে আমরা এক আত্মার জল পান করি।

আমরা সকলেই এক আত্মার জল পান করেছি, একই অনুগ্রহ পেয়েছি। সুতরাং, যখন এক আত্মা আমাদের মিলিত করেছেন, তখন একদেহেই আমাদের মিলিত করেছেন: *আমরা সকলে এক আত্মায় দীক্ষাস্নাত হয়েছি একদেহ হবার জন্য* বচনটির অর্থ ঠিক তাই। আবার, যিনি একই খাদ্য বিতরণ করেছেন, তিনি একই জল আমাদের পান করিয়েছেন: *পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে* বচনটির অর্থ ঠিক তাই।

শ্লোক ১ করি ১২:৬-৭,২৭

℣ বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক।
℟ প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া।
℣ তোমরা নিজেরাই খ্রীষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো।
℟ প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ করি ৪:৫-১৮

পলের ভঙ্গুরতা ও তাঁর বিশ্বাস

ভ্রাতৃগণ, আমরা নিজেদের নয়, খ্রীষ্টযীশুকেই প্রভু বলে প্রচার করছি, এবং আমাদের নিজেদের বেলায়, যীশুর খাতিরে আমরা তোমাদের দাস। আর যিনি বলেছেন, *অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক,* সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রীষ্টের

নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত। কিন্তু এই ধন আমরা মাটির পাত্রেই যেন বহন করছি; ফলে এই অসাধারণ পরাক্রম আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই পরাক্রম। পদে পদে আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু আমরা উদ্বিগ্ন হই না; আমরা দিশেহারা বোধ করছি, কিন্তু নিরাশ হই না; নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা বিনষ্ট হই না। আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যীশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়। কেননা আমরা জীবিত হয়েও যীশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। ফলে আমাদের মধ্যে মৃত্যুই সক্রিয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন।

তথাপি আমরা সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যা বিষয়ে লেখা আছে: *আমি বিশ্বাস করেছি, তাই কথা বলেছি*, আমরাও বিশ্বাস করি আর তাই কথা বলি, সচেতন হয়ে যে, প্রভু যীশুকে যিনি পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যীশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন ও তোমাদের সঙ্গে নিজের কাছে স্থান দেবেন। হ্যাঁ, সবই তোমাদের জন্য, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ আরও অপর্যাপ্ত হয়ে উঠে বেশি বেশি মানুষের মুখে আরও বেশি ধন্যবাদ-স্তুতির কারণ হয়ে ওঠে—ঈশ্বরের গৌরবার্থে।

এজন্যই আমরা নিরুৎসাহ হই না; আর যদিও আমাদের বাইরের মানুষ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে, তবু অন্তরের মানুষ দিনে দিনে নবীকৃত হয়ে উঠছে। বস্তুত আমাদের এই ক্লেশের ক্ষণস্থায়ী ও লঘু ভার আমাদের জন্য গৌরবের অপরিমেয় ও অতি গুরুভার সঞ্চয় জমিয়ে রাখছে, যেহেতু আমরা দৃশ্যগত বিষয়ের উপর লক্ষ না রেখে অদৃশ্য বিষয়ের দিকেই লক্ষ রাখছি, কারণ যা দৃশ্যগত তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী।

শ্লোক ২ করি ৪:৬; দ্বিঃবিঃ ৫:২৪

প্র যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক,
উ সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রীষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।
প্র এই যে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের কাছে তাঁর গৌরব ও মহত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন আর আমরা তাঁর কণ্ঠ শুনতে পেলাম।
উ সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রীষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **সাম ৪৩:৮৯-৯০**

প্রভু, তোমার শ্রীমুখের আলো আমাদের অন্তর চিহ্নিত করে থাকে

কেন লুকিয়ে রাখছ শ্রীমুখ? আমরা তখনই মনে করি, ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে রাখছেন, যখন কোন দুঃখদুর্ভোগে পড়ে থাকি। তখন আমাদের প্রাণ কেমন যেন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়লে আমরা নিজেদের চোখে সত্যের আলো দেখতে বিঘ্নিত হই। কিন্তু যদি ঈশ্বর আমাদের বোধশক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করেন ও আমাদের মনের কাছে এসে দেখা দেন, তাহলে আমরা নিশ্চিত, কোন কিছুই আমাদের তমসার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারবে না। আর যখন মানুষের মুখ অন্যান্য অঙ্গগুলির চেয়ে উজ্জ্বল যার ফলে মুখ দেখে আমরা অচেনা ব্যক্তির পরিচয় পেতে পারি বা চেনা ব্যক্তিকে চিনতে পারি কারণ সে নিজের চেহারা আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না, তখন ঈশ্বরের শ্রীমুখ আর কতই না তাকে আলোকিত করে যার দিকে তিনি ফিরে তাকান!

প্রেরিতদূত এবিষয়ে উপযুক্ত বাণী দিলেন: *যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক, সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রীষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।* তবে, খ্রীষ্টের শ্রীমুখ আমাদের মধ্যে যে কোথায় উদ্ভাসিত, আমরা তা শুনেছি। তিনিই আত্মাদের সেই সনাতন জ্যোতি যাঁকে পিতা পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন, যাতে আমরা যারা আগে পার্থিব অন্ধকারে বন্দি ছিলাম, তাঁর শ্রীমুখে আলোকিত হয়ে সনাতন ও স্বর্গীয় যত কিছু প্রত্যাশা করতে পারি।

আমি কিন্তু কেন খ্রীষ্ট বিষয়ে কথা বলব, যখন প্রেরিতদূত পিতরও জন্ম থেকে সেই খোঁড়া লোককে বললেন, *আমাদের দিকে তাকাও?* পিতরের দিকে তাকানো মাত্রই সেই লোক বিশ্বাসের অনুগ্রহে আলোকিত হল; প্রকৃতপক্ষে যদি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস না করত, সে সুস্থতাও পেতে পারত না। প্রেরিতদূতদের তেমন গৌরবময় জ্যোতি থাকা সত্ত্বেও জাখেয় যখন শুনেছিলেন, প্রভু যীশু সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন গাছে উঠেছিলেন, কারণ ছোট-খাটো মানুষ হওয়ায় ভিড়ের মধ্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। খ্রীষ্টকে দেখেই আলো পেয়েছিলেন; যিনি আগে পরের জিনিস চুরি করতেন, তাঁকে দে'খে তিনি নিজস্ব যত কিছু বিলি করে দিলেন।

কেন লুকিয়ে রাখছ শ্রীমুখ? অর্থাৎ, প্রভু, যদিও আমাদের কাছ থেকে তোমার শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখ, তথাপি, *প্রভু, তোমার শ্রীমুখের আলো আমাদের অন্তর চিহ্নিত করে থাকে।* সেই চিহ্ন আমরা নিজেদের হৃদয়ে রাখি, সেই চিহ্ন আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল, কারণ তুমি শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখলে কেউই বাঁচতে পারে না।

শ্লোক সাম ৪:৭; হিব্রু ১০:৩২

প্র অনেকে বলে: 'কে আমাদের দেখাবে মঙ্গল?'
উ তোমার শ্রীমুখের আলো, প্রভু, আমাদের উপর উদ্ভাসিত হোক।
প্র তোমরা আগেকার সেই দিনগুলির কথা স্মরণ কর, যখন আলোপ্রাপ্ত হওয়ার পর তোমাদের যন্ত্রণাময় ও ভারী সংগ্রাম সহ্য করতে হয়েছিল।
উ তোমার শ্রীমুখের আলো, প্রভু, আমাদের উপর উদ্ভাসিত হোক।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ১২:৩১–১৩:১৩

ভ্রাতৃপ্রেমই শ্রেষ্ঠ পথ

ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের এমন পথ দেখাব, যা সবগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি মানুষের ও স্বর্গদূতের ভাষায় কথা বলতে পারলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে কর্‌তালমাত্র। আমি নবীয় বাণীর অধিকারী হলেও, ও সমস্ত রহস্য ও সমস্ত ধর্মজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারলেও, আমার পর্বত সরিয়ে দেবার মত পূর্ণ বিশ্বাস থাকলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি কিছুই নই। আর আমি আমার সমস্ত সম্পদ ক্ষুধার্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেও, এবং নিজের দেহকে পোড়াবার জন্যও নিবেদন করলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে তা আমার কোন উপকারে আসে না।

ভালবাসা সহিষ্ণু, মধুর তো ভালবাসা; ভালবাসা ঈর্ষা করে না, বড়াই করে না, গর্বে স্ফীত হয় না, রুক্ষ হয় না, স্বার্থপর নয়, বদমেজাজী নয়, পরের অপকার ধরে না, অধর্মে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ; ভালবাসা সবই ক্ষমা করে, সবই বিশ্বাস করে, সবই আশা করে, সবই ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে। ভালবাসার কখনও শেষ হবে না। নবীয় বাণীর কথা ধরি, তা লোপ পাবে; নানা ভাষার কথা ধরি, তা শেষ হয়ে যাবে; জ্ঞানের কথা ধরি, তা লোপ পাবে। কারণ আমাদের জানাটা অসম্পূর্ণ, আমাদের নবীয় বাণী দেওয়াটাও অসম্পূর্ণ; কিন্তু যা পূর্ণ তা এলে, যা অসম্পূর্ণ তা লোপ পাবে। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন শিশুর মত কথা বলতাম, শিশুর মত চিন্তা করতাম, শিশুর মত বিচার করতাম; এখন যে মানুষ হয়েছি, শিশুর সেই সবকিছু বাদ দিয়েছি। এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব। এখন আমার জানাটা অসম্পূর্ণ, কিন্তু তখন সম্পূর্ণ হবে—আমি নিজেও যেভাবে এখন পরিচিত। তবে এখন তিনটে জিনিস থেকে যাচ্ছে—বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা; এগুলির মধ্যে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ১ যোহন ৪:১৬,৭

প্র আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।
উ ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।

৺ এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত।
ঊ ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে অরিজেনের ব্যাখ্যা **৯ম পুস্তক ২**

খ্রীষ্টদেহ-মণ্ডলীতে আমাদের নিজ নিজ একটা দায়িত্ব রয়েছে

প্রত্যেকে চিন্তা করুক ও বুঝতে চেষ্টা করুক, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সে ঐশঅনুগ্রহের কোন্ মাত্রায় পৌঁছতে যোগ্য হয়েছে। ঈশ্বরের কাছ থেকে একজন ভালবাসার অনুশীলন করার অনুগ্রহদান পেয়েছে—সে হয় গরিবদের যত্ন করবে ও তাদের প্রতি দয়া দেখাবে, না হয় অসুস্থদের সেবা করবে, না হয় বিধবা ও এতিমদের রক্ষা করবে, না হয় অতিথিদের প্রতি তৎপরতা দেখাবে। এক একজনের বিশ্বাসের মাত্রা অনুসারে ঈশ্বর প্রত্যেককে এ অনুগ্রহদানগুলি বিতরণ করেছেন।

কিন্তু এ অনুগ্রহদানগুলির একটা যে পেয়েছে, সে যদি এ দেওয়া অনুগ্রহের মাত্রা না জানে, বরং নিজেকে ঐশবিদ্যা বা ধর্মতত্ত্ব বা এমন গভীরতর ঐশবিজ্ঞানেই দক্ষ বলে দাবি করে যার অনুগ্রহ পায়নি, এমনকি সে যদি যা জানে না তা শিখতে অস্বীকার ক'রে পরকে তা শেখাতে চায়, তাহলে তেমন ব্যক্তি অজ্ঞ শুধু নয়, আস্ফালনে স্ফীতই বটে।

তেমন ব্যক্তির সেই সুবোধেরই অভাব আছে যা গুণে মানুষ, ঈশ্বর তাকে *যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন* সেই অনুসারে কাজ করে। ধারণাটা আরও স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রেরিতদূত একটা উদাহরণ উপস্থাপন করেন, *যেমন আমাদের একদেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের ভূমিকা এক নয়, তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।* এভাবে তিনি উত্তমরূপে মণ্ডলী-দেহকে নিরূপণ করেন।

দেহের প্রত্যেকটা অঙ্গের যেমন স্বীয় স্বীয় নির্দিষ্ট কাজ আছে, ও প্রত্যেকটা নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করে, এবং সবগুলি যে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা দান করবে না এমন কিছু হতে পারে না, তেমনি খ্রীষ্টদেহ-মণ্ডলীতেও আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন ঐশপ্রজ্ঞা অধ্যয়নে ও ঐশবাণী ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত ও ঐশবিধান ধ্যানে দিনরাত রত থাকে: সে হল এ মহান দেহের চোখ। আর একজন ভাই ও অভাবগ্রস্তদের সেবায় রত থাকে: সে হল এ পুণ্য দেহের হাত। আর একজন আগ্রহের সঙ্গে ঐশবাণী শোনে: সে হল কান। আবার আর একজন অসুস্থদের সেবা ও দুঃখপীড়িতদের সান্ত্বনা দানে কিংবা বিপদে পতিত মানুষকে উদ্ধার করতে ব্যস্ত: মণ্ডলীদেহে তাকে নিঃসন্দেহে পা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এভাবে প্রত্যেকে নিজ নিজ সেবাকাজে দক্ষ হওয়ায় নিজ নিজ কাজ অধিক সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে।

শ্লোক ১ করি ১২:১১,২৮; প্রজ্ঞা ৭:১৬

৺ এই সকল কর্মক্রিয়া সেই একমাত্র ও একই আত্মাই সাধন করেন।
ঊ এজন্য ঈশ্বর মণ্ডলীতে যাঁদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমত আছেন প্রেরিতদূতেরা, দ্বিতীয়ত নবীরা, তৃতীয়ত শিক্ষাগুরুরা; তারপরে আসে পরাক্রম-কর্ম, তারপর আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান।
৺ তাঁরই হাতে রয়েছি আমরা, হ্যাঁ, আমরা ও আমাদের সকল উক্তি, তাঁরই হাতে সমস্ত সুবুদ্ধি ও আমাদের সমস্ত কৌশল।
ঊ এজন্য ঈশ্বর মণ্ডলীতে যাঁদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমত আছেন প্রেরিতদূতেরা, দ্বিতীয়ত নবীরা, তৃতীয়ত শিক্ষাগুরুরা; তারপরে আসে পরাক্রম-কর্ম, তারপর আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ করি ৫:১-২১

খ্রীষ্টের ভালবাসা আমাদের চাপ দিচ্ছে

ভ্রাতৃগণ, আমরা তো জানি, আমাদের পার্থিব দেহ-আবাসের তাঁবু যখন গুটিয়ে নেওয়া হবে, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা আবাস পাব—এমন আবাস যা কারও হাতে তৈরী নয় বরং চিরস্থায়ী, যা স্বর্গলোকেই অবস্থিত। বাস্তবিকই আমরা এই তাঁবুতে থেকে আর্তনাদ করছি; আকাঙ্ক্ষাই করছি, যেন এই বর্তমান দেহের

উপরে স্বর্গীয় সেই দেহ পরিধান করতে পারি—অবশ্য যদি দেখা যায় যে, আমরা এর মধ্যে একেবারে বস্ত্রহীন না হয়ে বরং পরিবৃত অবস্থায়ই আছি। আর আসলে এই তাঁবুতে থেকে আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে আর্তনাদ করছি, কারণ চাচ্ছি না, আমাদের এই সজ্জা ফেলে দেওয়া হোক, কিন্তু চাচ্ছি, তার উপরে ওই অন্য সজ্জাটা পরিয়ে দেওয়া হোক, যেন যা মরণশীল তা জীবনেই কবলিত হয়। এমনটি হবার জন্য ঈশ্বর নিজেই আমাদের প্রস্তুত করেছেন; তিনি অগ্রিম হিসাবে সেই আত্মাকে আমাদের দান করেছেন। তাই সর্বদাই গভীর ভরসা রেখে এবং একথা জেনে যে, যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি, আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়। আমরা গভীর ভরসা রাখি, এবং দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর সঙ্গে বসবাস করা-ই বরং বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কারণ আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে এসে প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়াতে হবে, যেন প্রত্যেকে দেহে থাকাকালে যা কিছু করেছে, তা ভাল হোক কি মন্দ হোক, সেই অনুসারে প্রতিফল পায়।

তাই প্রভুভয় সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমরা মানুষের মন জয় করতে সচেষ্ট থাকি; একইসময় ঈশ্বর আমাদের পরিচয় ভালই জানেন, আর আমি প্রত্যাশা রাখি, তোমাদের বিবেকও তা ভালই জানে। না, আমরা আবার তোমাদের কাছে নিজেদের পক্ষে সুপারিশ উপস্থাপন করতে যাচ্ছি না, কিন্তু আমাদের পক্ষে গর্ব করার সুযোগ তোমাদের দিতে চাচ্ছি, যেন যাদের গর্ব অন্তরের নয়, বাইরেরই গর্ব, তোমরা তাদের উপযুক্ত উত্তর দিতে পার। কেননা আমরা যদি কোন সময় উন্মাদের মত হয়ে থাকি, এমনটি ঈশ্বরের জন্য হয়েছিল; আর এখন যদি আমাদের সুবোধ থাকে, এমনটি হচ্ছে তোমাদের জন্য। কারণ খ্রীষ্টের ভালবাসা আমাদের চাপ দিচ্ছে, যখন ভাবি যে, সকলের জন্য একজন মৃত্যু বরণ করেছেন, ফলে সকলেরই মৃত্যু হয়েছে; আর তিনি সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে আমরা আর কাউকেও মানবীয় জ্ঞান অনুসারে চিনি না; আর যদিও একসময়ে আমরা খ্রীষ্টকে মানবীয় জ্ঞান অনুসারে চিনতাম, তবু এখন সেভাবে আর চিনি না। ফলে কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে! তবু এসব কিছু সেই ঈশ্বর থেকেই আগত, যিনি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে নিজের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন, এবং পুনর্মিলনের সেবাদায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন। হ্যাঁ, ঈশ্বরই খ্রীষ্টে নিজের সঙ্গে জগতের পুনর্মিলন সাধন করলেন: তিনি মানুষদের অন্যায়-অপরাধ তাদেরই বলে গণ্য করলেন না, এবং সেই পুনর্মিলনের বাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রীষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও। যিনি পাপ জানেননি, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপ করে তুলেছেন, যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধর্মময়তা হয়ে উঠি।

শ্লোক ২ করি ৫:১৮; রো ৮:৩২

প্র ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে নিজের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন,
উ এবং পুনর্মিলনের সেবাদায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন।
প্র তিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন;
উ এবং পুনর্মিলনের সেবাদায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **সাম ৪৮:১৪-১৬**

খ্রীষ্ট সকলের জন্য মুক্তি ও পরিত্রাণ

ঈশ্বরই খ্রীষ্টে নিজের সঙ্গে জগৎকে পুনর্মিলিত করেছেন, হ্যাঁ, সেই খ্রীষ্টযীশুতে, যাঁর বিষয়ে বলা হয়েছে *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বাস করলেন।* অতএব তিনি ভাই বলে নয়, প্রভু বলেই আমাদের মাঝে বাস করলেন; সেজন্য তিনি যখন জগৎকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন, তখন তঁর নিজের জন্য পুনর্মিলনের প্রয়োজন হল না। যিনি কোন পাপ জানেননি, তাঁর পক্ষে নিজের কোন্ পাপের জন্য ঈশ্বরকে প্রসন্ন

করা দরকার ছিল?

যখন ইহুদীরা সেই মুদ্রা আদায় করতে চাইল যা বিধান অনুসারে পাপের কারণেই দেওয়ার কথা, তখন যীশু পিতরকে বললেন: *সিমোন, পৃথিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে কর বা রাজস্ব গ্রহণ করে থাকেন? কি নিজেদের ছেলেদের কাছ থেকে, না অন্য লোকদের কাছ থেকে? পিতর বললেন, 'অন্য লোকদের কাছ থেকে।' যীশু তাঁকে বললেন, 'তবে ছেলেরা করমুক্ত। তবু আমরা যেন তাদের স্খলনের কারণ না হই, এজন্য তুমি সমুদ্রে গিয়ে বড়শি ফেল; যে মাছ প্রথমে ওঠে, সেইটা ধর; তার মুখ খুলে একটা টাকার মুদ্রা পাবে; সেইটা নিয়ে তুমি আমার ও তোমার জন্য তাদের হাতে তুলে দাও।'* এতে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, পাপের জন্য তাঁর কোন মধ্যস্থ প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি পাপের ক্রীতদাস নন, কিন্তু সমস্ত ভুল থেকে মুক্ত ঈশ্বরপুত্র। বস্তুতপক্ষে পুত্র স্বাধীন, দাসই তো দোষী। তিনি নিজেই বরং পরম স্বাধীনতা, নিজের প্রাণমুক্তির জন্য মূল্য দেন না; অন্যদিকে তাঁর রক্ত সারা বিশ্বের পাপরাশির মুক্তিমূল্য দানের জন্য অধিক যথেষ্ট। নিজের জন্য কিছুই দিতে বাধ্য নন বিধায়ই তিনি অন্যদের মুক্ত করতে সক্ষম।

আরও, নিজেরই মুক্তিমূল্য বা নিজেরই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে খ্রীষ্টের পক্ষে কিছুই দেওয়া দরকার নেই, তা শুধু নয়; সাধারণ বিশ্বাসের মানুষকে ধর, সেও বুঝতে পারবে যে এখন কারও পক্ষেও নিজের জন্য সেই প্রায়শ্চিত্ত দেওয়া আর দরকার হয় না, কারণ খ্রীষ্টই সকলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, তিনিই সারা বিশ্বের মুক্তি।

সকলের মুক্তিকর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে যখন খ্রীষ্ট মূল্য হিসাবে নিজ রক্ত দান করেছেন, তখন আর কেইবা নিজের মুক্তিকর্ম নিজের রক্তমূল্যেই সাধন করতে পারবে? খ্রীষ্টের রক্তের সঙ্গে কি তুলনার মত রক্ত থাকতে পারে? যিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন ও একাই নিজের রক্ত দ্বারা সারা বিশ্বকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন, সেই খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের চেয়ে কে নিজের জন্য মহত্তর প্রায়শ্চিত্ত সাধন করতে পারবে?

সকলের পাপের জন্য যিনি প্রায়শ্চিত্তবলি হলেন ও আমাদের মুক্তিদানের জন্য নিজের প্রাণ সঁপে দিলেন, তাঁর চেয়ে কোন্ মহত্তর বলি, কোন্ উৎকৃষ্ট যজ্ঞ, কোন্ শ্রেষ্ঠ সহায়ক থাকতে পারে? সুতরাং যেহেতু যে রক্তমূল্যে খ্রীষ্ট আমাদের মুক্তি সাধন করলেন, খ্রীষ্টের সেই রক্ত সকলেরই মুক্তিমূল্য, সেজন্য কোন প্রায়শ্চিত্তবলি বা নিজস্ব কোন মুক্তিমূল্য প্রয়োজন হয় না: কেবল তিনিই পিতার সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করলেন। যিনি নিজের মাথায় আমাদের সমস্ত যন্ত্রণা তুলে নিলেন, তিনি বললেন, *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।*

শ্লোক কল ১:২১,২২; রো ৩:২৫

প্ তোমরা একসময় দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু, এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন,
উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।
প্ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,
উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ১৪:১-১৯

নানা ভাষায় কথা বলার অনুগ্রহদান

ভ্রাতৃগণ, তোমরা ভালবাসার পিছু পিছু চল; কিন্তু আত্মিক দানগুলি পাবার জন্যও আগ্রহী হও, বিশেষভাবে যেন নবীয় বাণী দিতে পার। বস্তুত নানা ভাষায় যে কথা বলে, সে মানুষের কাছে নয়, ঈশ্বরেরই কাছে কথা বলে, কারণ কেউ তা বোঝে না; সে তা আত্মার আবেশে রহস্যময় কথা বলে। কিন্তু নবীয় বাণী যে দেয়, সে

মানুষের কাছে এমন কথা বলে, যা তাদের গেঁথে তোলে, ও তাদের উৎসাহ ও আশ্বাস দেয়। নানা ভাষায় যে কথা বলে, সে নিজেকেই গেঁথে তোলে, কিন্তু নবীয় বাণী যে দেয়, সে মণ্ডলীকেই গেঁথে তোলে। আমি তোমাদের সকলকে নানা ভাষায় কথা বলতে দেখতে ইচ্ছা করি বটে, কিন্তু তোমাদের সকলকে নবীয় বাণী দিতে দেখতে আরও অধিক ইচ্ছা করি; কেননা নানা ভাষায় যে কথা বলে, মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য সে যদি কথার অর্থ বুঝিয়ে না দেয়, তবে যে নবীয় বাণী দেয়, তার চেয়ে এ-ই মহান।

এখন ধর, ভাই, আমি তোমাদের কাছে এসে নানা ভাষায় কথা বলি; কিন্তু যদি তোমাদের কাছে ঐশপ্রকাশ বা জ্ঞান বা নবীয় বাণী বা শিক্ষামূলক কথা অনুসারেই কথা না বলি, তবে তাতে তোমাদের কী উপকার হবে? বাঁশি হোক, বীণা হোক, বাদ্যযন্ত্রের মত নিষ্প্রাণ যত বস্তুও যদি তাল না রেখে বাজে, তবে বাঁশিতে বা বীণাতে কী বাজানো হচ্ছে, তা কেমন করে বোঝা যাবে? আর তুরিও যদি অস্পষ্ট শব্দ ছাড়ে, তবে কে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেবে? তেমনি তোমরা যদি জিহ্বা দিয়ে স্পষ্ট শব্দগুলো ফুটিয়ে না তোল, তবে যা বলা হচ্ছে, তা কেমন করে বোঝা যাবে? তোমাদের সব কথা শূন্যেই বলা হবে! জগতে যত প্রকার ভাষা রয়েছে, সবগুলো শব্দ ব্যবহার করে; কিন্তু আমি যদি শব্দগুলোর বিশেষ অর্থ না জানি, তবে যে কথা বলছে, তার কাছে আমি ভিনভাষী হব, আর আমার কাছে সেই বক্তা ভিনভাষী। তেমনি তোমরাও; যেহেতু তোমরা আত্মিক দানগুলি পাবার জন্য আগ্রহী, সেজন্য সেগুলোতেই ধনবান হতে চেষ্টা কর, যেগুলো মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে। এজন্য নানা ভাষায় যে কথা বলে, সে প্রার্থনা করুক, যেন অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারে; কারণ যদি আমি নানা ভাষায় প্রার্থনা করি, আমার আত্মা প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ফলহীন হয়ে থেকে যায়। তাহলে কী দাঁড়াল? আমি আত্মা দিয়ে প্রার্থনা করব, বুদ্ধি দিয়েও প্রার্থনা করব; আত্মা দিয়ে সামগান গাইব, বুদ্ধি দিয়েও সামগান গাইব। অন্যথা, তুমি যদি আত্মা দিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদটি উচ্চারণ কর, তাহলে তোমাদের মধ্যে নানা ভাষার তত জ্ঞান যার নেই, সে কেমন করে তোমার ধন্যবাদ-স্তুতিতে 'আমেন' বলবে? তুমি যে কি বলছ, তা তো সে বোঝে না। তুমি তো সুন্দরভাবেই ধন্যবাদ-স্তুতি জানাচ্ছ বটে, কিন্তু সেই লোকটিকে গেঁথে তোলা হচ্ছে না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রে তোমাদের সকলের চেয়ে আমার বেশি অধিকার আছে, কিন্তু জনসমাবেশে থাকাকালে নানা ভাষায় দশ হাজার কথার চেয়ে বরং বোধগম্য পাঁচটি কথা বলতে পছন্দ করি, যেন অন্য সকলকেও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারি।

শ্লোক ১ করি ১৪:১২; ৮:২

প্ যেহেতু তোমরা আত্মিক দানগুলি পাবার জন্য আগ্রহী,
উ সেজন্য সেই দানগুলিতেই ধনবান হতে চেষ্টা কর, যেগুলো মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে।
প্ জ্ঞান মানুষকে স্ফীত করে, অপরদিকে ভালবাসা গেঁথে তোলে,
উ সেজন্য সেই দানগুলিতেই ধনবান হতে চেষ্টা কর, যেগুলো মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **সাম ১:৯-১২**

আত্মা দিয়ে গান করব, বুদ্ধি দিয়েও গান করব

সামসঙ্গীতের চেয়ে মধুর কী আছে? এজন্য স্বয়ং দাউদ উপযুক্তভাবে বলেন, *প্রভুর প্রশংসা কর, কারণ আমাদের পরমেশ্বরের স্তবগান করা সুন্দর, তাঁর প্রশংসাগান কত মধুর, কত সমীচীন।* আর একথা সত্য, কারণ সামসঙ্গীত হল ভক্তদের আশীর্বাদ, ঈশ্বরের প্রশংসা, জনগণের প্রশংসাবাদ, সকলের স্তুতিগান, সার্বজনীন বাণী, মণ্ডলীর কণ্ঠ, বিশ্বাস-স্বীকৃতির বন্দনা, মুক্তির আনন্দ, উল্লাসপূর্ণ জয়ধ্বনি, আনন্দপূর্ণ সুর। সামসঙ্গীত ক্রোধ থেকে আরোগ্যদান করে, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে, শোক থেকে আরাম দেয়। সামসঙ্গীত হল রাতের জন্য অস্ত্র, দিনের জন্য শিক্ষা, ভয়ের সময়ে ঢাল, পবিত্রতায় উৎসব, শান্ত মনের চিহ্ন, এমন শান্তি ও একাত্মতার পণ যা সেতারের মত বিভিন্ন সুর থেকে একটামাত্র সুর উৎপন্ন করে। সামসঙ্গীতের সুরে দিনের উদয়, সামসঙ্গীতের সুরে সূর্যাস্ত।

সামসঙ্গীতে তত্ত্ব অনুগ্রহের সঙ্গে লীলা করে; চিত্তবিনোদনের জন্য গান করা হয়, আর একইসঙ্গে শিক্ষা লাভ করা হয়। সামসঙ্গীত পড়তে গিয়ে তুমি কী না পাও? আমি পড়ি: *প্রেমের সঙ্গীত*, তখনই পুণ্য ভালবাসার

আকাঙ্ক্ষায় জ্বলে উঠি; সামসঙ্গীতগুলিতে আমি ঐশপ্রকাশের অনুগ্রহ, পুনরুত্থানের সাক্ষ্যবাণী ও প্রতিশ্রুতির মঙ্গলদানগুলির কথা স্মরণ করি; পাপ এড়াতে শিখি, অতীত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করায় লজ্জা বোধ করতে ভুলে যাই।

তবে সামসঙ্গীত বা কী, যদি-না সদ্‌গুণাবলির সেই বাদ্যযন্ত্র যা পূজনীয় নবী পবিত্র আত্মার ধনুক দ্বারা বাজিয়ে স্বর্গীয় মধুর সুর পৃথিবীতে ধ্বনিত করলেন? সেই পবিত্র আত্মার সঙ্গে তিনি মরা পশুর ধ্বংসাবশেষ-মাত্র সেই দশতন্ত্রী ও বীণার উপরে বিভিন্ন সুরের সমন্বয় ঘটিয়ে স্বর্গের দিকে ঐশপ্রশংসাগান চালিত করছিলেন। এভাবে তিনি আমাদের এ শিক্ষা দিলেন যে, আগে পাপের কাছে মরতে হয়, তারপরেই নির্ণয় করা যেতে পারে সেই বিবিধ সদ্‌গুণের কাজ যা দ্বারা আমরা প্রভুর কাছে আমাদের ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করতে পারব।

অতএব, দাউদ আমাদের এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, অন্তরেই আমাদের গান করতে হবে, অন্তরেই সামগান পরিবেশন করতে হবে, যেইভাবে পলও গান করছিলেন: *আমি আত্মা দিয়ে প্রার্থনা করব, বুদ্ধি দিয়েও প্রার্থনা করব; আত্মা দিয়ে গান করব, বুদ্ধি দিয়েও গান করব।* অর্থাৎ কিনা, আমাদের জীবন ও কাজকর্ম ঊর্ধ্বলোকের ধ্যানেই চালিত করা প্রয়োজন, যাতে মাধুর্যের আনন্দ সেই দৈহিক ভাবাবেগ উত্তেজিত না করে, যে বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ দ্বারা আমাদের আত্মা মুক্তি পায় না বরং অত্যাচারিত হয়। পুণ্যবান নবী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, তিনি আত্মার মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই গান করছিলেন: *সেতার বাজিয়ে তোমার স্তবগান করব, হে আমার পরমেশ্বর, হে ইস্রায়েলের পবিত্রজন। তোমার স্তবগান গেয়ে আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ, মুখর হয়ে উঠবে এই প্রাণ যার মুক্তিকর্ম তুমি সাধন করলে।*

শ্লোক সাম ৯২:২,৪

প্র প্রভুর স্তুতিগান গাওয়া কত সুন্দর,
উ হে পরাৎপর, তোমার নামগান করাও কত সুন্দর।
প্র দশতন্ত্রী ও বীণা বাজিয়ে, সেতারের মধুর সুরে—কতই না সুন্দর।
উ হে পরাৎপর, তোমার নামগান করাও কত সুন্দর।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ করি ৬:১–৭:১

পলের ক্লেশ
পবিত্র জীবন যাপন বিষয়ক চেতনা-বাণী

ভ্রাতৃগণ, যেহেতু আমরা তাঁর সহকর্মী, সেজন্য আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ গ্রহণ করেছ, তোমাদের সেই গ্রহণটা যেন বৃথাই না হয়ে যায়। কারণ তিনি একথা বলছেন, *তোমাকে সাড়া দিয়েছি প্রসন্নতার সময়ে; তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে।* আর এখন তো সেই প্রসন্নতার সময়, এখন তো সেই পরিত্রাণের দিন। আমরা কারও পথে কোন বিঘ্ন ঘটাই না, যেন আমাদের সেবাকর্মের কোন নিন্দা না হয়; আমরা বরং সবকিছুতেই নিজেদের ঈশ্বরের সেবাকর্মী বলে দেখাই—বিপুল ধৈর্য, নানা ধরনের ক্লেশ, দুর্গতি ও সঙ্কটে; প্রহার, কারাবাস, যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পরিশ্রম, অনিদ্রা ও অনাহারে; শুচিতা, সদ্‌জ্ঞান, সহিষ্ণুতা, কোমলতা, আত্মার পবিত্রতা ও অকপট ভালবাসায়; সত্যবাণী প্রচারে ও ঈশ্বরের পরাক্রমে; ডান ও বাঁ হাতে ধর্মময়তার অস্ত্র ধারণে; গৌরবে ও অপমানে, দুর্নামের দিনে ও সুনামের দিনে। আমরা নাকি প্রবঞ্চক, অথচ সত্যবাদী; আমরা নাকি অপরিচিত, অথচ সুপরিচিত; আমরা নাকি মৃতপ্রায়, অথচ দেখ, জীবিত আছি; আমরা নাকি দণ্ডিত, অথচ নিহত নই; আমরা নাকি দুঃখান্বিত, অথচ সর্বদাই আনন্দিত; আমরা নাকি নির্ধন, অথচ অনেককে ধনবান করি; আমরা নাকি নিঃস্ব, অথচ সবকিছুর অধিকারী।

হে করিন্থীয়েরা, তোমাদের কাছে আমাদের মনের কথা প্রকাশ করেছি, তোমাদের সামনে আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণই খোলা রয়েছে। আমাদের অন্তরে তোমরা তো সঙ্কুচিত নও, নিজেদের অন্তরেই তোমরা সঙ্কুচিত রয়েছ।

তোমরা আমার সন্তান বলেই আমি কথা বলছি; প্রতিদানে তোমরাও হৃদয় খুলে দাও।

তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে অসঙ্গত সংসর্গের জোয়ালে নিজেদের আবদ্ধ হতে দিয়ো না। ধর্মে অধর্মে পরস্পর কী সহযোগিতা আছে? অন্ধকারের সঙ্গে আলোরই বা কী সহভাগিতা? বেলিয়ারের সঙ্গে খ্রীষ্টের কী মিল? অবিশ্বাসীর সঙ্গে বিশ্বাসীর বা কী যোগাযোগ? দেবমূর্তিগুলোর সঙ্গে ঈশ্বরের মন্দিরের কী আপস? আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর নিজেই তো বলেছেন, *আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব। আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।* সুতরাং *তোমরা ওদের ছেড়ে চলে এসো, তাদের কাছ থেকে আলাদা থাক—একথা বলছেন প্রভু—এবং অশুচি কিছুই স্পর্শ করো না। তবে আমিই তোমাদের গ্রহণ করে নেব, এবং আমি তোমাদের কাছে হব পিতার মত ও তোমরা আমার কাছে হবে পুত্র-কন্যার মত—সর্বশক্তিমান প্রভু একথা বলছেন।*

অতএব, প্রিয়জনেরা, তেমন প্রতিশ্রুতি পেয়ে, এসো, দেহ ও আত্মার যত কালিমা থেকে নিজেদের পরিশুদ্ধ করি, প্রভুভয়ের সঙ্গে আমাদের পবিত্রীকরণের পূর্ণতা সাধনা করি।

শ্লোক ২ করি ৬:১৪,১৬; ১ করি ৩:১৬

প্র ধর্মে অধর্মে পরস্পর কী সহযোগিতা আছে? দেবমূর্তিগুলোর সঙ্গে ঈশ্বরের মন্দিরের কী আপস?
উ আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির।
প্র তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন?
উ আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে দ্বিতীয় পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ১৩:১,২

তোমাদের প্রতি আমাদের হৃদয় প্রসারিত রয়েছে

তোমাদের প্রতি আমাদের হৃদয় প্রসারিত রয়েছে।

উত্তাপের স্পর্শে যা আসে তা বিগলিত ক'রে প্রসারিত করা যেমন উত্তাপের গুণ, তেমনি ভালবাসার গুণও প্রসারিত করা, কেননা ভালবাসা উত্তপ্ত ও জ্বলন্তই একটা গুণ। ভালবাসাই পলের মুখ খুলে দিত ও তাঁর হৃদয় প্রসারিত করত। বস্তুত তিনি বলেন, আমি মুখেই শুধু তোমাদের ভালবাসি না, ভালবাসার সঙ্গে আমার হৃদয় একই সুর ধ্বনিত করে; সেজন্য আমি স্পষ্ট কথায় ও খোলা মনে তোমাদের কাছে সাহসের সঙ্গে কথা বলছি। আর পলের হৃদয়ের চেয়ে বড় হৃদয় ছিল না! তিনি এমন জ্বলন্ত ভালবাসার সঙ্গে ভক্তদের আলিঙ্গন করতেন যে, তাঁর আন্তরিকতা থেকে কেউই নিজেকে বিচ্ছিন্ন বা পরিত্যক্ত মনে করতে পারত না। ভক্তদের প্রতি তাঁর এমন অনুরাগে বিস্মিত হওয়ার কী আছে, যখন তাঁর হৃদয় সমগ্র বিশ্বমন্ডলের অবিশ্বাসীদেরও আলিঙ্গন করছিল?

তিনি 'আমি তোমাদের ভালবাসি' তেমন কথা বলেন না, কিন্তু গভীরতর ভাব প্রকাশের জন্য তিনি বলেন, *আমাদের মুখ খোলা রয়েছে, আমাদের হৃদয় প্রসারিত রয়েছে।* এর অর্থ, আমি সকলকে হৃদয়ে বহন করছি, এমনি নয়, বরং অপর্যাপ্ত প্রশস্তির সঙ্গেই। বাস্তবিকই ভালবাসার পাত্র প্রেমিকের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে নির্ভয়ে চলাচল করে; এজন্য তিনি বলেন, *তোমরা আমাদের মধ্যে সঙ্কুচিত নও, নিজেদের অন্তরেই তোমরা সঙ্কুচিত রয়েছ! আমি সন্তানদের মতই তোমাদের কাছে কথা বলছি, প্রতিদানে তোমরাও তোমাদের হৃদয় প্রসারিত কর।* ভর্ৎসনাটা লক্ষ কর, তার মধ্যে যথেষ্ট প্রেম থাকায় ভর্ৎসনা মধুর হয়ে ওঠে—এও ভালবাসার চিহ্ন। তিনি বলেননি, তোমরা আমাকে ভালবাস না, কিন্তু ইঙ্গিত দিলেন, তারা তাঁর মত তাঁকে ভালবাসে না। আসলে তিনি তাদের তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করতে ইচ্ছা করেন না।

তাঁর এক একটা পত্রে সর্বত্রই ভক্তদের প্রতি তাঁর এ জ্বলন্ত অবর্ণনীয় ভালবাসার সাক্ষ্য উপস্থিত। রোমীয়দের কাছে লিখতে গিয়ে তিনি বলেন, *তোমাদের দেখতে আমি বড়ই আকাঙ্ক্ষী; তোমাদের কাছে আসবার জন্য বারবার সঙ্কল্প নিয়েছি; আহা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি যদি কোন প্রকারে তোমাদের কাছে যেতে অবশেষে সুযোগ পেতে পারতাম!* গালাতীয়দের তিনি বলেন, *তোমরা তো আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে*

প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করছি! এফেসীয়দের তিনি আবার বলেন, *এজন্য আমি তোমাদের জন্য পিতার সামনে জানু পাত করি।* থেসালোনিকীয়দের তিনি বলেন, *তোমরাই ছাড়া আমাদের আর কী প্রত্যাশা, কী আনন্দ, কী গর্বের মুকুট হতে পারবে?* একথায় তিনি বলতে চাচ্ছিলেন, শেকলাবদ্ধ অবস্থাতেও তিনি হৃদয়ে তাদের বহন করছিলেন।

কলসীয়দের তিনি লিখছিলেন, *আমার ইচ্ছাই, যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমাদের খাতিরে এবং যত ভাই আজও আমার চেহারা দেখেনি, তাদেরও খাতিরে আমি কী সংগ্রামই না করে চলছি যেন তাদের হৃদয় আশ্বাস পায়।* থেসালোনিকীয়দের তিনি লেখেন, *মা যেমন নিজ শিশুদের লালন-পালন করে, তোমাদের প্রতি তেমন স্নেহ এত গভীর ছিল যে, আমরা ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম।* তিনি বলেন, *আমাদের মধ্যে তোমরা সঙ্কুচিত নও।* তবু তিনি শুধু একথা বলেন না যে, তিনি তাদের ভালবাসেন, এও বলেন যে, প্রতিদান হিসাবে তিনিও তাদের ভালবাসা পেতে ইচ্ছা করেন, যাতে তাদের মন আরও গভীরতর ভাবে আকর্ষণ করতে পারেন। এবং এসব কিছুতে তিনি আনন্দিত, যেমনটি তীতের কাছে পত্রটা সাক্ষ্য দেয়: *তীতের আগমনে আমরা সান্ত্বনা পেয়েছি: তিনি আমাকে জানালেন আমাকে দেখবার জন্য তোমরা কত আকাঙ্ক্ষিত, আমাকে নিয়ে কত দুঃখিত, ও আমার জন্য কত উৎকণ্ঠিত।*

শ্লোক ১ করি ১৩:৪,৬; প্রবচন ১০:১২

℣ ভালবাসা সহিষ্ণু, মধুর তো ভালবাসা; ভালবাসা ঈর্ষা করে না, বড়াই করে না,
℟ অধর্মে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ।
℣ বিদ্বেষ ঝগড়া জাগায়, ভালবাসা সমস্ত অপরাধ আবৃত করে;
℟ অধর্মে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ।

৮ম সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ১৪:২০-৪০

জনসভায় শৃঙ্খলা

ভাই, বিচারবুদ্ধির দিক দিয়ে তোমরা বালক হয়ো না; শঠতার দিক দিয়ে শিশুরই মত হও, কিন্তু বিচারবুদ্ধির দিক দিয়ে পরিপক্ক মানুষ হও। বিধানে লেখা আছে: *ভিনভাষীদের মধ্য দিয়ে ও ভিনদেশীদের মুখ দিয়ে আমি এই জনগণের কাছে কথা বলব, কিন্তু তা করলেও তারা আমার কথায় কান দেবে না*—একথা বলছেন প্রভু। সুতরাং সেই নানা ভাষা বিশ্বাসীদের জন্য নয়, অবিশ্বাসীদেরই জন্য চিহ্নস্বরূপ; কিন্তু নবীয় বাণী অবিশ্বাসীদের জন্য নয়, বিশ্বাসীদেরই জন্য। তাই, উদাহরণস্বরূপ, গোটা জনসমাবেশ সমবেত হলে সকলে নানা ভাষায় কথা বলছে, এমন সময়ে দীক্ষাপ্রাপ্ত নয় এমন মানুষ বা অবিশ্বাসীদের কয়েকজন প্রবেশ করছে, আচ্ছা, তারা কি বলবে না যে, তোমরা প্রলাপ বকছ? অপরদিকে সকলে নবীয় বাণী দিচ্ছে, এমন সময়ে অবিশ্বাসী বা দীক্ষাপ্রাপ্ত নয় এমন একজন প্রবেশ করছে, তবে সে দেখবে যে, সে সকলেরই দ্বারা যাচাইকৃত, সকলেরই দ্বারা বিচারিত, তার হৃদয়ের গোপন ভাবনা প্রকাশ পাবে; এবং এর ফলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঈশ্বরের আরাধনা করবে, বলবে: সত্যিই, ঈশ্বর তোমাদের মাঝে উপস্থিত!

ভাইয়েরা, তবে এব্যাপারে কী করা উচিত? তোমরা যখন এসে সমবেত হও, তখন তোমাদের প্রত্যেকেরই কিছু থাকে—হোক একটা গান, বা কোন ধর্মশিক্ষা, বা ঐশপ্রকাশ, বা নানা ভাষায় ভাষণ, বা তার ব্যাখ্যা; সবই কিন্তু যেন মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য হয়। কেউ যদি নানা ভাষায় কথা বলে, তাহলে কেবল দু'জন, বা অতিরিক্ত তিনজন, কথা বলুক, পালাক্রমেই তারা কথা বলুক, এবং তাদের একজন অর্থ বুঝিয়ে দিক। কিন্তু অর্থ বোঝাবার জন্য কেউই না থাকলে তারা জনসমাবেশে নিশ্চুপ থাকুক, কেবল নিজের কাছে ও ঈশ্বরের কাছে কথা

বলুক। নবীরা কেবল দু’ তিনজন করে কথা বলুক, অন্যেরা বিচার করুক। উপস্থিত কারও কাছে যদি কোন কিছু প্রকাশিত হয়, যে কথা বলছে, সে তখন নীরব থাকুক; কারণ তোমরা সকলে নবীয় বাণী দিতে পার, কিন্তু পালাক্রমেই, যেন সকলে শিক্ষা ও উৎসাহ পেতে পারে। কিন্তু নবীদের আত্মিক প্রেরণা নবীদের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে, কারণ ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার নয়, শান্তিরই ঈশ্বর।

পবিত্রজনদের সকল জনমণ্ডলীর প্রথা অনুযায়ী নারীরা জনসমাবেশে নীরব থাকবে, কারণ কথা বলার অনুমতি তাদের নেই, কিন্তু বিধানেরও কথা অনুসারে তারা অনুগত হয়ে থাকুক। তাদের যদি জিজ্ঞাস্য কিছু থাকে, বাড়িতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুক, কারণ নারীর পক্ষে জনসমাবেশে কথা বলা লজ্জাকর ব্যাপার। নাকি ঈশ্বরের বাণী তোমাদের মধ্য থেকেই প্রথমে ধ্বনিত হয়েছে? কিংবা কেবল তোমাদেরই কাছে পৌঁছে গেছে?

কেউ যদি নিজেকে নবী বা আত্মিক দানের অধিকারী বলে মনে করে, তাকে মেনে নিতে হবে যে, আমি যা যা বলছি, তা প্রভুরই আজ্ঞা; কেউ যদি তাতে স্বীকৃতি না দেয়, সেও স্বীকৃতি পায় না। সুতরাং, হে আমার ভাই, তোমরা নবীয় বাণী দেবার জন্য আগ্রহী হও, এবং নানা ভাষায় কথা বলার ব্যাপারে, তা বারণ করো না। কিন্তু সবই যেন শালীনতা ও সুশৃঙ্খলা বজায় রেখে করা হয়।

শ্লোক ১ থে ৫:১৯-২১; ১ করি ১৪:১

℣ তোমরা আত্মাকে নিভিয়ে দিয়ো না। নবীদের বাণী অবজ্ঞা করো না;
℟ সবকিছু যাচাই কর, যা মঙ্গলজনক, তা-ই ধরে রাখ।
℣ আত্মিক দানগুলি পাবার জন্যও আগ্রহী হও, বিশেষভাবে যেন নবীয় বাণী দিতে পার।
℟ সবকিছু যাচাই কর, যা মঙ্গলজনক, তা-ই ধরে রাখ।

দ্বিতীয় পাঠ - মথি-রচিত সুসমাচারে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ২৫:৩-৪

যে পরিত্রাণদায়ী যজ্ঞ আমরা আমাদের সমাবেশে উদ্‌যাপন করি
তার নাম ধন্যবাদ-স্তুতি

এসো, আমরা ঈশ্বরের কাছে সর্বদাই ধন্যবাদ জানাই। তিনি প্রতিদিন আপন উপকারগুলিতে আমাদের পরিপূর্ণ করেন: তাঁর কাছে একটা ধন্যবাদ পর্যন্তই না জানানো অচিন্তনীয় হওয়ার কথা, বিশেষভাবে একথা ভেবে যে, তেমন কৃতজ্ঞতা দেখানো নতুন নতুন অনুগ্রহদানের উৎস হবে। কেননা তাঁর পক্ষে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আমাদেরই পক্ষে বরং তাঁর প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের ধন্যবাদ তাঁকে অতিরিক্ত কিছুই যোগ করে না, আমরাই বরং তাঁরই অধিক সদৃশ হয়ে উঠি। পরের উপকারের কথা স্মরণ করে আমরা যেমন বিগলিত হই ও উপকর্তাদের প্রতি আমাদের স্নেহ বৃদ্ধি পায়, তেমনি প্রভুর উপকারগুলি অবিরত স্মরণ করে আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি অধিক তৎপরতার সঙ্গে পালন করতে আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠব।

উপকার স্মরণ করা ও ধন্যবাদ জানানোই হল উপকার রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায়; সেজন্য প্রত্যেক বার সমবেত হয়ে আমরা যে ভয়ঙ্কর পরিত্রাণদায়ী যজ্ঞরীতি পালন করে থাকি, তার নাম ধন্যবাদ-স্তুতি, কেননা তেমন ধর্মক্রিয়া সমস্ত উপকারের পূর্ণ সংখ্যার স্মৃতি উদ্‌যাপন করে, এমনকি ঐশব্যবস্থার স্বয়ং উৎস উপস্থিত করে এবং অবিরত ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে। বস্তুতপক্ষে, তিনি যে কুমারী থেকে জন্ম নিলেন, তা যখন একটা মহা আশ্চর্যকীর্তি—এতই মহান যে সুসমাচার-রচয়িতা বলে ওঠেন, *এ সমস্ত কিছু ঘটেছে,*—তখন তিনি যে আমাদের জন্য বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করলেন, এবিষয়ে আর কী বলতে পারব? সুসমাচার-রচয়িতা যখন তাঁর জন্মের কথা ‘সমস্ত’ বলে চিহ্নিত করেন, তখন আমরা তাঁর ক্রুশারোপণ, রক্তদান, আত্মিক খাদ্য ও পানীয়রূপে তাঁর আত্মদান কোন্ নাম বলে চিহ্নিত করব? সুতরাং এসো, আমাদের সমস্ত কথা ও কাজের ঊর্ধ্বে তাঁকে অবিরত ধন্যবাদ জানাই। আমাদের নিজেদের উপকারের জন্য শুধু নয়, পরের উপকারগুলির জন্যও তাঁকে ধন্যবাদ জানাই: এভাবে হিংসা রোগ থেকে মুক্তি পাব, ভ্রাতৃপ্রেম বৃদ্ধি করব, অধিক সরলচিত্ত হয়ে উঠব—যে উপকারের জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ জানানো হয়, তা নিয়ে হিংসা পোষণ করা সম্ভব নয়।

এজন্য যাজক উপহার অর্পণ করে আমাদের আমন্ত্রণ করেন আমরা যেন সমগ্র বিশ্ব, পরলোকগত ব্যক্তি, এখনও জীবিত ব্যক্তি, জাত ও নবজাত সকলেরই জন্য প্রার্থনা করি। এভাবে আমরা পৃথিবী থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গে উন্নীত হই: মানুষ-আমরা স্বর্গদূত হয়ে উঠি। তাঁরাও তো আমাদের কাছে মঞ্জুর করা সমস্ত উপকারের জন্য ঈশ্বরকে সমস্বরে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে থাকেন, *উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি।*

তুমি হয় তো বলবে: স্বর্গদূতেরা তো পৃথিবীতে থাকেন না, তাঁরা মানুষও নন, তবে তাঁদের নিয়ে আমাদের কী চিন্তা? চিন্তা থাকবেই, কারণ আদেশ রয়েছে আমরা আমাদের সহকর্মীদের এমন ভালবাসায় ভালবাসব যেন তাদের ধন নিজেরই ধন বলে গণ্য করি। তাঁর পত্রগুলিতে পল সমস্ত বিশ্বের উপকারের জন্য ধন্যবাদ জানান, অতএব এসো, আমরাও আমাদের উপকারের জন্য ও পরের উপকারের জন্য—ছোট বড় সমস্ত উপকারের জন্য অবিরত ধন্যবাদ জানাই।

শ্লোক সাম ১০৩:২,৪; গা ২:২০

প্র প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য,
উ ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার: তিনি গহ্বর থেকে মুক্ত করেন তোমার জীবন, তোমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত।
প্র তিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।
উ ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার: তিনি গহ্বর থেকে মুক্ত করেন তোমার জীবন, তোমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ করি ৭:২-১৬

করিন্থীয়দের অনুতাপের জন্য পলের আনন্দ

প্রিয়জনেরা, তোমাদের হৃদয়ে আমাদের জন্য একটু স্থান রাখ; আমরা তো কারও প্রতি অন্যায় করিনি, কারও সর্বনাশ ঘটাইনি, কাউকেও ঠকাইনি। কাউকে দোষী করতে চাচ্ছি বলে একথা বলছি, তা নয়; আগেও তোমাদের বলেছি, তোমরা আমাদের হৃদয়ে রয়েছ—জীবনে-মরণে তোমরা ও আমরা এক হয়ে থাকব। তোমাদের কাছে আমি সম্পূর্ণ মুক্তকণ্ঠেই কথা বলছি, তোমাদের নিয়ে আমি যথেষ্টই গর্ব করছি; আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমি সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ, আনন্দে উথলে পড়ছি। কারণ আমরা যখন মাসিডনে এসে পৌঁছেছিলাম, তখন থেকে আমাদের প্রাণের একটুও স্বস্তি হল না; কিন্তু সব দিক দিয়ে আমরা ক্লেশের মধ্যে রয়েছি: বাইরে নানা যুদ্ধ, অন্তরে নানা ভয়। তথাপি সেই ঈশ্বর, যিনি অবনতকে সান্ত্বনা দেন, তিনি তীতের আগমনে আমাদের সান্ত্বনা দিলেন; শুধু তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে নয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন, সেই সান্ত্বনার মধ্য দিয়েও আমাদের সান্ত্বনা দিলেন; কেননা তিনি আমাকে জানালেন আমাকে দেখবার জন্য তোমরা কত আকাঙ্ক্ষিত, আমাকে নিয়ে কত দুঃখিত, ও আমার জন্য কত উৎকণ্ঠিত; তাতে আমি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছিলাম। আমার পত্র দিয়ে যদিও আমি তোমাদের দুঃখ দিয়েছিলাম, তবুও এ নিয়ে আপসোস করি না। আর যদিই বা আপসোস করে থাকি—আসলে আমি দেখতে পাচ্ছি, সেই পত্র অন্তত কিছু সময়ের জন্য তোমাদের মনে দুঃখ দিয়েইছে—এখন আমি আনন্দ বোধ করছি। তোমরা মনে দুঃখ পেয়েছিলে, সেজন্য নয় বটে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ যে মনপরিবর্তনের ভাব জাগিয়েছে, সেইজন্য। কারণ তোমাদের যে দুঃখ হয়েছিল, তা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী, ফলে আমাদের দ্বারা তোমরা কোন দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হওনি। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী যে দুঃখ, তা অপরিবর্তনশীল এমন মনপরিবর্তন ঘটায় যা পরিত্রাণজনক; অপরদিকে জগতের দুঃখ মৃত্যুজনক। বাস্তবিকই দেখ, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী এই যে দুঃখ তোমরা পেয়েছ, তা তোমাদের অন্তরে কেমন উদ্যম সাধন করেছে! হ্যাঁ, আত্মরক্ষার মনোভাবে কেমন ব্যাকুলতা, কেমন ক্ষোভ, কেমন ভয়, কেমন আকাঙ্ক্ষা, কেমন উদ্যোগ, শাস্তির কেমন প্রতিকার! এই ব্যাপারে তোমরা সব দিক দিয়ে নির্দোষী বলে দাঁড়িয়েছ। সুতরাং যদিও আমি তোমাদের কাছে লিখেছিলাম, তবু অপরাধীর জন্য লিখিনি, যার বিরুদ্ধে অপরাধ

করা হয়েছিল, তার জন্যও নয়, কিন্তু এজন্যই লিখেছিলাম, আমাদের জন্য তোমাদের যে উৎকণ্ঠা, তা যেন ঈশ্বরের সামনে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। এই কারণেই আমরা সান্ত্বনা পেয়েছিলাম।

আর আমাদের এই সান্ত্বনার উপরে তীতের আনন্দে আমি আরও গভীরতর আনন্দ বোধ করলাম, কারণ তোমরা সকলেই তাঁর প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছ। তাই তাঁর কাছে আমি কোন বিষয়ে যদি তোমাদের নিয়ে গর্ব করে থাকি, তাতে আমাকে লজ্জিত হতে হল না; কিন্তু আমরা যেমন তোমাদের কাছে সবই সত্যভাবে বলেছি, তেমনি তীতের কাছে ব্যক্ত আমাদের সেই গর্বও সত্য বলে প্রমাণিত হল। আর তোমরা সকলে তাঁর প্রতি কেমন বাধ্য ছিলে, কেমন সম্ভ্রমে ও কম্পিত অন্তরে তাঁকে গ্রহণ করেছিলে, তা স্মরণ করতে করতে তোমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। সমস্ত ব্যাপারে আমি যে তোমাদের উপরে ভরসা রাখতে পারি, এজন্য আমি সত্যি আনন্দিত।

শ্লোক ২ করি ৭:১০,৯

প্র ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী যে দুঃখ, তা অপরিবর্তনশীল এমন মনপরিবর্তন ঘটায় যা পরিত্রাণজনক;
উ অপরদিকে জগতের দুঃখ মৃত্যুজনক।
প্র তোমাদের যে দুঃখ হয়েছিল, তা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী, ফলে আমাদের দ্বারা তোমরা কোন দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হওনি;
উ অপরদিকে জগতের দুঃখ মৃত্যুজনক।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে দ্বিতীয় পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ১৪:১-২

সমস্ত ক্লেশে আমি আনন্দে উথলে পড়ছি

পল আবার ভালবাসার কথায় ফিরে এসে ভর্ৎসনার তীব্রতা কমিয়ে দেন। তারা তাঁর ভালবাসার পাত্র হয়েও প্রতিদান স্বরূপ তাঁকে ভালবাসেনি, এমনকি অকৃতজ্ঞও হয়েছিল ও দুর্দন্ত মানুষের কথায় কান দিয়েছিল বিধায় করিন্থীয়দের নিন্দা ও ভর্ৎসনা করার পর তিনি ভর্ৎসনা কেমন যেন কোমল করে বলে চলেন, *তোমাদের হৃদয়ে আমাদের জন্য একটু স্থান রাখ,* অর্থাৎ আমাদের ভালবাস। তিনি যে উপকার তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন, তা তত ভারী নয়, এমনকি তাঁর নিজের চেয়ে তাদেরই পক্ষে উপযোগী। আমাদের ভালবাস, তেমন কথা না বলে তিনি বরং কোমলভাবে বলেন, *তোমাদের হৃদয়ে আমাদের জন্য একটু স্থান রাখ।* মনে হচ্ছে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের হৃদয় থেকে কে আমাদের দূর করে দিয়েছে? কে আমাদের বের করে দিয়েছে? কোন্ কারণে তোমাদের হৃদয় থেকে আমাদের বাতিল করা হয়েছে? যেহেতু আগে তিনি বলেছিলেন, *তোমরা নিজেদের অন্তরেই সঙ্কুচিত,* সেজন্য এখানে একই ভাব ব্যক্ত করে বলেন, *তোমাদের হৃদয়ে আমাদের জন্য একটু স্থান রাখ।* এভাবে তিনি তাদের আবার নিজের কাছে আকর্ষণ করেন; আসলে, যে ভালবাসার পাত্র, সে যখন জানে, তাকে যে ভালবাসে সেও তার ভালবাসার পাত্র হতে গভীর বাসনা করে, তখন সে ভালবাসার দিকে অনুপ্রাণিত।

তিনি বলে চলেন, *আমি আগেও তোমাদের বলেছি, তোমরা আমাদের হৃদয়ে রয়েছ—জীবনে-মরণে তোমরা ও আমরা এক হয়ে থাকব।* তিনি যে তাদের বিদ্রূপের পাত্র হয়েও তাদের সঙ্গে জীবনে-মরণে এক হতে চান, তা সত্যিই সর্বোত্তম ভালবাসা। তোমরা আমাদের হৃদয়ে ভাসা ভাসা নয়, এমনিও নয়, কিন্তু আমি যেমন বলেছি ঠিক সেইভাবে স্থান পেয়ে থাক। হ্যাঁ, এমনটি হতে পরে যে একজন ভালবাসে বটে, অথচ বিপদের সামনে পালিয়ে যায়; কিন্তু আমাদের বেলায় সেরকম নয়।

আমি সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ। কোন্ সান্ত্বনা? তোমাদের কাছ থেকেই আগত সান্ত্বনা: সৎপথে ফিরে এসে তোমরা তোমাদের সৎকর্মের মধ্য দিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছ। এখানেও প্রকৃত প্রেমিকের পরিচয়: প্রতিদান স্বরূপ ভালবাসা না পাওয়ায় তিনি আগে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, এখন তাঁর ভয় হচ্ছে, তিনি হয় তো বেশি কথা বলে তাদের দুঃখ দিয়েছেন। এজন্য এ কথাও বলেন, *আমি সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ, আনন্দে উথলে পড়ছি।*

অন্য কথায়: তোমাদের কারণে দুঃখ আমাকে আঘাত করেছিল, তোমরা কিন্তু অপর্যাপ্ত মাত্রায় আমার

ক্ষতিপূরণ করেছ, আমাকে যথেষ্টই মনের আরাম দিয়েছ; দুঃখের কারণটা অপসারণ করেছ শুধু নয়, প্রচুর আনন্দেও আমাকে পরিপূর্ণ করেছ। পলের মনের উদারতা এতেও প্রকাশ পায় যে, তিনি *আমি আনন্দে উথলে পড়ছি* একথা শুধু নয়, *আমার সমস্ত ক্লেশের মধ্যে* কথাটিও যোগ করেন—সুতরাং, যে আনন্দ তোমরা আমাকে দিয়েছ তা এত মহান যে, সবচেয়ে বড় ক্লেশও তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে পারে না; তেমন আনন্দ এতই ঐশ্বর্যপূর্ণ যে, যত সঙ্কট আমার মাথায় বোঝা চাপাচ্ছিল, সেই আনন্দে তাও আমি ভুলে গেছি।

শ্লোক ২ করি ১২:১২,১৫

প্র প্রকৃত প্রেরিতদূতের যত লক্ষণ তোমাদের মধ্যে সাধিত হয়েছে
উ সম্পূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে, নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্মের মধ্য দিয়ে।
প্র আমি গভীর আনন্দের সঙ্গে ব্যয় করব, এমনকি, তোমাদের আত্মাদের জন্য নিজেকেই ব্যয় করব
উ সম্পূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে, নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্মের মধ্য দিয়ে।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ১৫:১-১৯

খ্রীষ্টের পুনরুত্থানই ভক্তদের আশা

ভাই, আমি যে সুসমাচার তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, যা তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, যার উপর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, তারই কথা আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। আমি তোমাদের কাছে সেই সুসমাচার যে রূপে প্রচার করেছি, সেই রূপে তা যদি আঁকড়ে ধরে থাক, তবে তা দ্বারা তোমরা পরিত্রাণও পাচ্ছ, অন্যথা, তোমরা বৃথাই বিশ্বাসী হয়েছ! তোমাদের কাছে আমি সর্বপ্রথমে তা-ই সম্প্রদান করেছি, যা আমার নিজেরই কাছে সম্প্রদান করা হয়েছিল, তথা: খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁকে সমাধি দেওয়া হল; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন; এবং তিনি কেফাস্‌কে এবং পরে সেই বারোজনকে দেখা দিলেন; পরে তিনি একইসময়ে পাঁচশ'র বেশি ভাইকেও দেখা দিলেন: এদের অধিকাংশ এখনও আছে, কেউ কেউ কিন্তু এর মধ্যে নিদ্রাগত হয়েছে; তারপর তিনি যাকোবকে এবং পরে সকল প্রেরিতদূতকে দেখা দিলেন। সবার শেষে তিনি আমাকেও—যেন এক অকালজাতককেই—দেখা দিলেন। সত্যিই প্রেরিতদূতদের মধ্যে আমি সবচেয়ে নগণ্য; এমনকি প্রেরিতদূত নামেরও যোগ্য নই, কারণ আমি ঈশ্বরের জনমণ্ডলীকে নির্যাতন করেছি। কিন্তু আমি যা আছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি; আমার প্রতি তাঁর সেই অনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি, বরং তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি—আসলে আমি নয়, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা আমার সঙ্গে আছে। যাই হোক, আমিই হই বা তাঁরাই হোন, আমরা এভাবেই প্রচার করেছি আর তোমরা এভাবেই বিশ্বাস করেছ।

এখন, খ্রীষ্ট বিষয়ে যখন একথা প্রচার করা হয় যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, তখন তোমাদের কেউ কেউ কেমন করে বলতে পারে, মৃতদের পুনরুত্থান বলে কিছু নেই? মৃতদের পুনরুত্থান যদি না-ই হয়, তবে খ্রীষ্টও তো পুনরুত্থিত হননি। আর খ্রীষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। আবার, আমরা যে ঈশ্বর সম্বন্ধে মিথ্যাসাক্ষী, একথাই প্রকাশ পাচ্ছে, কারণ আমরা ঈশ্বরের বিপক্ষে এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, তিনি খ্রীষ্টকে পুনরুত্থিত করেছেন যখন আসলে তাঁকে পুনরুত্থিত করেননি—অবশ্য, যদি একথা সত্য যে, মৃতদের পুনরুত্থান হয় না। কেননা মৃতদের পুনরুত্থান যদি না হয়, খ্রীষ্টও পুনরুত্থিত হননি। আর খ্রীষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস অসার, এখনও তোমরা তোমাদের সেই পাপ-অবস্থায় রয়েছ। আর যারা খ্রীষ্টে নিদ্রা গেছে, তারাও একেবারে বিলুপ্ত। আমরা যদি কেবল এজীবনেই খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করে থাকি, তাহলে সকল মানুষের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে দুর্ভাগা।

শ্লোক রো ৬:৯-১০; ৪:২৫

℣ মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রীষ্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই। বস্তুত তিনি যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন;
℟ কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন।
℣ অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে,
℟ কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে অরিজেনের ব্যাখ্যা **৫ম পুস্তক ৮**

খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করার অর্থ

গভীরতর অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আমরা প্রেরিতদূতের কথা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে: জীবিত কোন ব্যক্তি যেমন একটা মৃতের সঙ্গে সমাহিত হতে পারে না, তেমনি যে কেউ এখনও পাপের কাছে জীবিত, সে দীক্ষাস্নানে সেই খ্রীষ্টেরই সঙ্গে সহসমাহিত হতে পারে না, যিনি পাপের কাছে মৃত। সুতরাং যারা দীক্ষাস্নানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাদের প্রথমে পাপের কাছে মরতে হবে যেন দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে সহসমাহিত হতে পারে ও তারা নিজেরাও যেন বলতে পারে, *আমরা যীশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়।* কীভাবে যীশুখ্রীষ্টের জীবন মরদেহে প্রকাশ পায়, একথা পল নিজেই দেখিয়ে বলেন, *আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।*

প্রেরিতদূত যোহনও নিজের পত্রে একই কথা বলেন, *যে কোন আত্মা যীশুখ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে, তা ঈশ্বর থেকে উদ্গত।* যে কেউ এবাণী এমনি উচ্চারণ করে বা এ স্বীকারোক্তি সাধারণভাবে আবৃত্তি করে, সে যে ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা নিজেকে অনুপ্রাণিত বলে দেখাতে পারবে তেমন নয়, কিন্তু সেই পারবে, যে আপন জীবন এমনভাবে গঠন করবে ও এমন ফল দেখাবে যার ফলে আপন কাজকর্ম ও ধর্মভাবের মধ্য দিয়েই দেখাতে পারবে যে খ্রীষ্ট মাংসে এসেছেন ও সে পাপের কাছে মৃত ও তাঁর কাছেই জীবিত। পল কিন্তু একথা বলেন, *মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।* পাপের কাছে মৃত বিধায় আমরা যদি খ্রীষ্টের সঙ্গে সহসমাহিত হয়ে থাকি, তাহলে খ্রীষ্ট যেমন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, তেমনি আমরাও তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থান করব; আর তিনি যেমন স্বর্গে আরোহণ করেছেন, তেমনি আমরাও তাঁর সঙ্গে স্বর্গে আরোহণ করব; আর তিনি যেমন পিতার ডান পাশে সমাসীন, তেমনি আমরাও তাঁর সঙ্গে স্বর্গলোকে আসন পাব; কেননা প্রেরিতদূত বলেন, *খ্রীষ্টযীশুতে তিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন।* খ্রীষ্ট পিতার গৌরবের মাধ্যমে পুনরুত্থিত হয়েছেন; আমরাও যদি পাপের কাছে মৃত ও খ্রীষ্টের সঙ্গে সহসমাহিত এবং যদি যারা আমাদের সৎকর্ম দেখে তারা আমাদের স্বর্গস্থ পিতাকে গৌরবান্বিত করে, তাহলে আমরাও বলতে পারব, আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে পিতার গৌরবের মাধ্যমে পুনরুত্থিত হয়েছি যেন নবজীবনের পথে চলতে পারি।

যিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর কাছে নিজেদের নিবেদন করে, প্রতিদিন নবীন ও অধিক সুন্দর হয়ে উঠে ও যেন দর্পণের মত খ্রীষ্টেই আমাদের মুখের সৌন্দর্য একীভূত করে, এসো, নবজীবনের পথে চলি; তবে প্রভুর গৌরব দর্শন করতে করতে তাঁর নিজের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হব, যেমন খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে পার্থিব নিম্নতা থেকে পিতৃমহিমার গৌরবে আরোহণ করেছেন।

শ্লোক কল ২:১২,১৩

℣ দীক্ষাস্নানে তোমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছ, এবং সেই দীক্ষাস্নানে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছ
℟ সেই ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা, যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন।
℣ মৃত অবস্থায় এই তোমাদেরও ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছেন
℟ সেই ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা, যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ করি ৮:১-২৪

দানশীল হতে আহ্বান

ভাই, আমরা তোমাদের কাছে জানাতে চাচ্ছি, মাসিডনের মণ্ডলীগুলিকে কেমন ঐশঅনুগ্রহ দান করা হয়েছে: ক্লেশের দীর্ঘ পরীক্ষার মধ্যেও তাদের আনন্দের আতিশয্য, এবং চরম দরিদ্রতা তাদের দানশীলতার ঐশ্বর্যে উপচে পড়েছে। হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তারা সাধ্যমত, এমনকি সাধ্যের অতীতেই স্বেচ্ছায় দান করেছে; আমাদের সাধাসাধি করে বারংবার মিনতি করেছ আমরা যেন পবিত্রজনদের সেবায় অংশ নেবার সুযোগ তাদের দিই। এমনকি আমাদের নিজেদের প্রত্যাশা অতিক্রম করে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সর্বপ্রথমে প্রভুর হাতে, তারপর আমাদের হাতে নিজেদের অর্পণ করেছে। সেজন্য আমরা তীতকে অনুরোধ করলাম, যেন তিনি তোমাদের মধ্যে সেই দানশীলতা-কর্ম সেরে নেন—যেহেতু তিনি নিজেই তা শুরু করে দিয়েছিলেন। আরও, তোমরা নিজেরাই যেহেতু সবকিছুতে শ্রেষ্ঠ—বিশ্বাসে, বচনে, জ্ঞানে, সব ধরনের যত্নশীলতায়, ও আমাদের প্রতি তোমাদের ভালবাসায় শ্রেষ্ঠ—সেজন্য এই দানশীলতা-কর্মেও শ্রেষ্ঠ হও। আমি আদেশ হিসাবে একথা বলছি না, কিন্তু অন্যের প্রতি তোমাদের যত্নের মধ্য দিয়ে আমি এমনি যাচাই করতে চাই তোমাদের ভালবাসা যথার্থ কিনা। কেননা তোমরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহের কথা জান: ধনবান হয়েও তোমাদের জন্য তিনি নিজেকে দরিদ্র করেছিলেন, যেন তাঁর সেই দরিদ্রতায়ই তোমরা ধনবান হয়ে উঠতে পার। আর এবিষয়ে আমি তোমাদের কাছে আমার অভিমত জানাচ্ছি; তেমন কাজ তোমাদের পক্ষে সুবিধাজনক, এই কারণে যে, গত বছর থেকে তোমরাই এ কাজটা সাধন করতে শুধু নয়, তা কল্পনা করতেও প্রথম হয়ে শুরু করেছিলে! তবে এখন তা সেরেই ফেল, কারণ কল্পনা করায় যেমন আগ্রহ ছিল, তেমনি তোমাদের সাধ্যমত যেন সমাপ্তিও হয়। আসলে যদি আগ্রহ থাকে, তবে যার যা আছে, সেই অনুসারেই তা গ্রহণীয় হয়, যার যা নেই, সেই অনুসারে নয়। ব্যাপারটা তো এই নয় যে, অন্য সকলের আরাম হোক ও তোমাদের কষ্ট হোক, বরং সমতাই চাই। আজকের মত তোমাদের প্রাচুর্যে তাদের অভাব পূরণ করা হোক, যেন আবার তাদের প্রাচুর্যে তোমাদের অভাব পূরণ করা হয়, ফলে যেন সমতা হয়, যেমনটি লেখা আছে: *বেশি যে সংগ্রহ করল, তার অতিরিক্ত কিছু হল না; এবং অল্প যে সংগ্রহ করল, তার অভাব হল না।*

তাহলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তিনি যে তীতের হৃদয়ে তোমাদের জন্য তেমন যত্নশীলতা সঞ্চার করেছেন; তীত আমাদের অনুরোধ গ্রহণ করেছেন বটে, এবং অধিক গভীরতর সদাগ্রহের সঙ্গে নিজেই স্বেচ্ছায় তোমাদের দিকে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা সেই ভাইকে পাঠালাম, সুসমাচার প্রচারের জন্য যাঁর সুনাম সকল মণ্ডলীগুলিতে কীর্তিত; শুধু তা নয়, প্রভুর গৌরব ও আমাদের আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য আমরা যে দানশীলতা-কর্মের দায়িত্ব পালন করতে চলেছি, সেই কাজের উদ্দেশ্যে সকল মণ্ডলীগুলি তাঁকেই আমাদের যাত্রাসঙ্গী বলে বেছে নিয়েছে। আমরা সতর্ক হয়ে চলছি, এই বড় তহবিলের ব্যাপারে আমাদের যে দায়িত্ব আছে, সেবিষয়ে কেউ যেন আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না তুলতে পারে। আসলে আমরা কেবল *প্রভুর দৃষ্টিতে নয়, মানুষের দৃষ্টিতেও যা সঠিক, তা করতে বিশেষ যত্নবান হলাম।* তাঁদের সঙ্গে আমাদের সেই ভাইকে পাঠালাম, যাঁর সদাগ্রহের প্রমাণ আমরা বহুবার বহু বিষয়ে পেয়েছি; তোমাদের উপরে তাঁর গভীর আস্থার জন্য তিনি এবার আরও অধিক আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এবার তীতের কথা: তিনি তো আমার সহভাগী ও তোমাদের ওখানে আমার সহকর্মী; আর আমাদের ভাইদের কথা বলতে গেলে, তাঁরা মণ্ডলীগুলির প্রতিনিধি, খ্রীষ্টের গৌরব। সুতরাং তোমাদের ভালবাসা ও তোমাদের নিয়ে আমাদের গর্ব, এই দুইয়ের প্রমাণ মণ্ডলীগুলির সামনে তোমরা তাঁদের কাছে দেখাও।

শ্লোক ২ করি ৮:৯; ফিলি ২:৭

প্ তোমরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহের কথা জান: ধনবান হয়েও তোমাদের জন্য তিনি নিজেকে দরিদ্র করেছিলেন,

উ যেন তাঁর সেই দরিদ্রতায়ই তোমরা ধনবান হয়ে উঠতে পার।

℣ দাসের অবস্থা ধারণ করে তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন,
℟ যেন তাঁর সেই দরিদ্রতায়ই তোমরা ধনবান হয়ে উঠতে পার।

দ্বিতীয় পাঠ - আর্লের ধর্মপাল সাধু চেসারিউসের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৫:১**

ঐশদয়া ও মানবদয়া

দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, দয়ার নাম মধুর; আর যখন নাম মধুর, তখন দয়া নিজেই আর কতই না অধিক মধুর হবে? সকলেই চায় তাদের প্রতি দয়া দেখানো হোক, অথচ, দুঃখের বিষয়, সকলে এমনভাবে আচরণ করে না যাতে তা পাবার যোগ্য হতে পারে; আরও, সকলেই দয়া পেতে চায়, কিন্তু অল্পজনই দয়া দেখাতে প্রস্তুত।

মানুষ, যে দয়া তুমি দেখাতে অসম্মত, কোন্ সাহসে তা পেতে চাও? যে কেউ স্বর্গে দয়া পেতে ইচ্ছা করে, তাকে এই মর্তেই দয়া দেখাতে হবে। সুতরাং, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, যেহেতু সকলেই দয়া চাই, সেজন্য এসো, সেই দয়াকে এই যুগে আমাদের পৃষ্ঠপোষক করি, যাতে ভাবী যুগে সেই দয়া আমাদের মুক্তি দিতে পারে। কেননা স্বর্গে এমন দয়া রয়েছে যার কাছে পৃথিবীর দয়ার মধ্য দিয়েই যাওয়া যায়। এবিষয়ে শাস্ত্র বলে, *হে প্রভু, স্বর্গেই তোমার দয়া।*

অতএব, আছে পার্থিব একটা দয়া ও স্বর্গীয় একটা দয়া, অর্থাৎ কিনা ঐশদয়া ও মানবদয়া। মানবদয়া কোনটা? মানবদয়া এ, তুমি যেন গরিবদের প্রতি মুখ তুলে চাও। আর ঐশদয়া কোনটা? কোন সন্দেহ নেই, সেটাই ঐশদয়া, যেটা পাপের ক্ষমা দান করে। মানবদয়া যাত্রাপথে যা কিছু বিলিয়ে দেয়, ঐশদয়া মাতৃভূমিতে তা ফিরিয়ে দেবে। কেননা এজগতে ঈশ্বর সকল গরিবের মধ্যে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, যেমনটি তিনি নিজে বলেছেন, *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।* সুতরাং যিনি স্বর্গ থেকে দান করতে প্রসন্ন, সেই ঈশ্বর পৃথিবীতে গ্রহণ করতে চান।

আমরা কে যে, যখন ঈশ্বর দান করেন তখন গ্রহণ করতে চাই, কিন্তু তিনি যখন চান তখন দিতে চাই না? কেননা যখন গরিব মানুষ ক্ষুধায় ভুগছে, তখন খ্রীষ্টই ক্ষুধার্ত, যেমনটি তিনি নিজে বলেছেন, *আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দাওনি।* তাই তুমি যদি পাপের ক্ষমালাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চাও, গরিবদের দুর্দশা অবজ্ঞা করো না। ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্ট এখন ক্ষুধার্ত, তিনি নিজেই সকল গরিবদের মধ্যে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হতে প্রসন্ন; আর তিনি এ পৃথিবীতে যা পান, স্বর্গে তা ফিরিয়ে দেন।

ভ্রাতৃগণ, জিজ্ঞাসা করি: গির্জায় এসে তোমরা কী চাও? কিসের যাচ্না কর? দয়া ছাড়া কি অন্য কিছু চাও? তবে পার্থিব দয়া দেখাও যাতে স্বর্গীয়টা পেতে পার। গরিব তোমার কাছে ভিক্ষা করে, আর তুমি ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা কর: গরিব কিছুটা চাউল ভিক্ষা করে, তুমি অনন্ত জীবন। গরিবকে দান কর, যাতে তুমি খ্রীষ্টের কাছ থেকে পাবার যোগ্য হতে পার; শোন তিনি কী বলছেন: *দাও তবে তোমাদেরও দেওয়া হবে।* আমি বুঝতে পারছি না, যা দিতে চাও না, কোন সাহসেই বা তুমি তা পেতে চাও? তাই তোমরা যখন গির্জায় এসো, তখন গরিবদের কাছে যথাসাধ্য অর্থদান কর।

শ্লোক লুক ৬:৩৬,৩৭; মথি ৫:৭

℣ তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও;
℟ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের ক্ষমা করা হবে; দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে।
℣ দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।
℟ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের ক্ষমা করা হবে; দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে।

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ১৫:২০-৩৪

মৃতদের পুনরুত্থান

ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে। কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান—আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে—অবশ্য যার যেমন স্থান, সেই অনুসারে: সকলের আগে সেই খ্রীষ্ট, প্রথমফসল যিনি, তারপর, খ্রীষ্টের পুনরাগমনের সময়ে, তারা, যারা তাঁরই। এরপর সমাপ্তি আসবে; তখন তিনি সমস্ত আধিপত্য ও সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম বিলুপ্ত করে দেওয়ার পর পিতা ঈশ্বরের হাতে রাজ্য সঁপে দেবেন। কেননা যতদিন না তিনি *সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন*, ততদিন তাঁকে রাজত্ব করতে হবে। সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে, কারণ *তিনি সবকিছুই বশীভূত করে রেখেছেন তাঁর পদতলে।* কিন্তু যখন শাস্ত্রে বলে যে, সবকিছু বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি সবকিছু। আর সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন স্বয়ং ঈশ্বরই হন সবকিছু—সবারই মধ্যে।

অন্যথা, মৃতদের হয়ে যারা দীক্ষাস্নাত হয়, তারা কী করবে? মৃতেরা যদি আদৌ পুনরুত্থিত না হয়, তাহলে ওদের হয়ে তারা আবার কেন দীক্ষাস্নাত হয়? আর আমরাই বা কেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিপদের সামনে দাঁড়াব? ভাই, আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশুতে তোমাদের নিয়ে আমার যে গর্ব, তারই দোহাই দিয়ে বলছি: আমি প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন! এফেসসে সেই হিংস্র জন্তুগুলোর সঙ্গে যে লড়াই করেছিলাম, আমি যদি জাগতিক কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তা করে থাকি, তবে তাতে আমার কী লাভ হয়েছে? মৃতেরা যদি পুনরুত্থিত না হয়, তাহলে *এসো, খাওয়া-দাওয়া করি, কারণ আগামীকাল মরব!* নিজেদের ভোলাতে দিয়ো না, ‘কুসংসর্গ সৎচরিত্রকে নষ্ট করে।’ সজ্ঞান হও, যেমন উচিত! আর পাপ নয়। আসলে তোমাদের কেউ কেউ ঈশ্বর বিষয়ে অজ্ঞ হয়ে থাকতে চায়; তোমাদের লজ্জা দেবার জন্যই আমি কথাটা বললাম।

শ্লোক ১ করি ১৫:২৫-২৬; প্রত্যা ২০:১৩,১৪ দ্রঃ

প্র যতদিন না ঈশ্বর সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন খ্রীষ্টকে রাজত্ব করতে হবে।
উ সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে।
প্র মৃত্যু ও পাতালও, নিজেদের মধ্যে যারা ছিল, তাদের ফিরিয়ে দেবে; এরপর মৃত্যু ও পাতালকে অগ্নিহ্রদে ছুড়ে ফেলা হবে।
উ সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - ভাইয়ের মৃত্যু উপলক্ষে সাধু আম্ব্রোজের উপদেশাবলি **উপদেশ ২:৮৯-৯৩**

আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে

এটিই আমার পিতার ইচ্ছা: যে কেউ পুত্রকে দেখে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়, এবং আমি যেন শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করি। কে একথা বলছেন? তিনিই, যিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পার হয়ে মৃতের অগণিত সংখ্যা পুনরুত্থিত করলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলেও আমরা কি বাস্তব ঘটনা বিশ্বাস না করে পারব? তিনি যখন এমন কিছুও সাধন করলেন যার প্রতিশ্রুতি দেননি, তখন তিনি যা দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন আমরা তা বিশ্বাস করব না কেন? তাছাড়া, পুনরুত্থান করার মত কারণ তাঁর যদি না থাকত, তাহলে তিনি কোন্ কারণে মরলেন?

কেননা যেমন ঈশ্বর মরতে পারতেন না, তেমনি প্রজ্ঞাও মরতে পারতেন না; অন্য দিকে যার মৃত্যু হতে পারত না, তার পুনরুত্থানও হতে পারত না। এজন্য তিনি দেহ ধারণ করলেন, যেন সকল মানুষের মত মৃত্যুর

অধীন হতে পারেন ও মৃত্যু বরণ করে পুনরুত্থানও করতে পারেন।

মানুষের মধ্য দিয়ে ছাড়া পুনরুত্থান হতে পারত না, কারণ *যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান।* তাই তিনি মানুষরূপে পুনরুত্থান করলেন কারণ মানুষরূপে মরেছিলেন: মানুষ পুনরুত্থিত হন, কিন্তু ঈশ্বরই তাঁকে পুনরুত্থিত করেন। আগে তিনি ছিলেন মাংস অনুসারে মানুষ, পরে হলেন সবকিছুতেই ঈশ্বর। আসলে আমরা এখন মাংস-অনুসারে-খ্রীষ্টকে জানি না, আমাদের কিন্তু আছে মাংসের অনুগ্রহ, ফলে আমরা বলতে পারি, যিনি *নিদ্রাগতদের মধ্যে প্রথমফসল,* অর্থাৎ মৃতদের প্রথমজাত, আমরা তাঁকে জানি।

প্রথমফসল কিন্তু অন্যান্য ফসলের একই প্রকৃতি ও স্বরূপের অধিকারী; ঈশ্বরের কাছে প্রথমফসল নিবেদন করা হয় যাতে অধিক প্রচুরতর ফসল সংগ্রহ করা যেতে পারে; আবার, প্রথমফসল এমন পুণ্য উপহার যা সকলের নামে অর্পিত; প্রথমফসল ঠিক যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত স্বরূপেরই উৎসর্গ। অতএব, খ্রীষ্ট হলেন মৃতদের প্রথমফসল। কোন্ মৃতেরা? যারা একপ্রকারে মৃত্যু এড়িয়ে মধুর নিদ্রায় নিদ্রিত, তাদেরই প্রথমফসল, না মৃত সকলেরই প্রথমফসল? *আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে:* অর্থাৎ, আদমে যেমন আমাদের মৃত্যুর প্রথমফসল আছে, খ্রীষ্টে তেমনি আমাদের পুনরুত্থানের প্রথমফসল আছে।

সকলে পুনরুত্থান করবে, তাতে কেউই যেন দুশ্চিন্তায় না পড়ে, ধার্মিকজনও যেন এই সাধারণ পুনরুত্থানের জন্য দুঃখ না করে, কারণ প্রত্যেকে নিজ নিজ পুণ্যকর্মের প্রতিদান পাবে। তবে অবশ্যই সকলে পুনরুত্থান করবে, প্রেরিতদূতের কথামত *যার যেমন স্থান, সেই অনুসারে।* ঐশদয়ার ফল সকলের জন্য সমান, পুণ্যকর্মের পরিমাপ কিন্তু ভিন্ন।

সকলেরই জন্য দিনের উজ্জ্বলতা, সকলেরই জন্য সূর্যের উষ্ণতা, জলসিক্ত ও উর্বর হবার উদ্দেশ্যে সমস্ত মাঠের জন্য বর্ষা উপকার। আমাদের সকলের আছে জীবন, আমাদের সকলের হবে পুনরুত্থান, কিন্তু প্রত্যেকজনের জন্য জীবনের অনুগ্রহ ভিন্ন, পুনরুত্থানের অনুগ্রহ ভিন্ন, অন্তিম অবস্থাও ভিন্ন।

এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের নিমেষে, সেই শেষ তুরির ডাকে মৃতেরা অক্ষয়শীল হয়ে পুনরুত্থিত হবে, এবং আমরা রূপান্তরিত হব। এমনকি, একই মৃত্যুতে কেউ কেউ নিদ্রিত, অন্য কেউ জীবিত। নিদ্রা ভাল, জীবন কিন্তু উত্তম। এজন্য পল নিদ্রাগতদের জীবনে জাগিয়ে তুলে বলেন, *ঘুমিয়ে রয়েছ যে তুমি, জেগে ওঠ, মৃতদের মধ্য থেকে নিদ্রাভঙ্গ হও, আর খ্রীষ্ট তোমাকে উদ্ভাসিত করবেন।*

শ্লোক ১ করি ১৫:২০,২২,২১

℣ খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে।
℟ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে।
℣ যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান।
℟ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ করি ৯:১-১৫

পরিকল্পিত অর্থদান বাস্তব করা দরকার

ভ্রাতৃগণ, পবিত্রজনদের জন্য সেবাকর্মের বিষয়ে তোমাদের কাছে আমার লেখা আসলে নিষ্প্রয়োজন; কারণ আমি তোমাদের আগ্রহ জানি, এবং মাসিডনের লোকদের কাছে তোমাদের নিয়ে গর্ব করে বলে থাকি যে, গত বছর থেকেই আখাইয়া প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, ফলে তোমাদের সদাগ্রহ তাদের অনেককেই এর মধ্যে উৎসাহিত করে তুলেছে। কিন্তু তবুও আমি সেই ভাইদের পাঠিয়েছি, যেন তোমাদের নিয়ে আমাদের গর্ব এই বিষয়ে ফাঁপা গর্ব বলে প্রমাণিত না হয়, বরং তোমরা যেন সত্যিই প্রস্তুত হও, যেভাবে আমি অন্যদের বলেছি। নইলে কি জানি, মাসিডনের কোন একটা লোক আমার সঙ্গে এসে যদি দেখে, তোমরা অপ্রস্তুত, তবে সেই ভরসার জন্য

আমাদেরই—বলতে চাই না, তোমাদেরও—লজ্জা বোধ করতে হবে। এজন্য আমি প্রয়োজন মনে করলাম, সেই ভাইদের অনুরোধ করব, যেন তাঁরা আগে তোমাদের কাছে যান, এবং তোমরা আগে যা দেবে বলে অঙ্গীকার করেছিলে, তাঁরা যেন সেইসব ব্যবস্থা করেন, যেন তোমাদের সেই অর্থদান তোমাদের সত্যকার উদার দানশীলতা হিসাবেই প্রস্তুত থাকে, জোর করে আদায় করা চাঁদা হিসাবে নয়। কিন্তু মনে রেখ, কৃপণতার সঙ্গে যে বোনে, সে কৃপণতার ফসল কাটবে, কিন্তু উদারতার সঙ্গে যে বোনে, সে উদারতার ফসল কাটবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ে যেভাবে সঙ্কল্প নিয়েছে, সেইমত দান করুক, মনের অসন্তোষে কিংবা বাধ্য হয়ে নয়; কেননা *প্রফুল্লচিত্তে যে দান করে, তাকেই ঈশ্বর ভালবাসেন।* তাছাড়া ঈশ্বর তোমাদের সব ধরনের অনুগ্রহে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম, যেন সবকিছুতে সবসময় সব ধরনের প্রাচুর্য থাকায় তোমরা সব ধরনের সৎকর্মে উদারতা দেখাতে পার। যেমনটি লেখা আছে: সে ছড়িয়ে দিয়েছে, নিঃস্বদের দান করেছে; তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।

যিনি বীজবুনিয়েকে বীজ, ও খাদ্যের জন্য অন্ন যুগিয়ে থাকেন, তিনি তোমাদের বপনের বীজও যোগাবেন এবং তা প্রচুর করবেন, আর তোমাদের ধর্মময়তা-ফসল বৃদ্ধিশীল করবেন। এভাবে তোমরা সব ধরনের দানশীলতার জন্য সবকিছুতে ধনবান হবে, আর এই দানশীলতা আমাদের মুখে ঈশ্বরের ধন্যবাদ-স্তুতি জাগাবে। কেননা এই পুণ্য সেবাকর্ম যে পবিত্রজনদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে, তা শুধু নয়, বরং অনেকেই ঈশ্বরের ধন্যবাদ-স্তুতি করবে, এজন্যও তা অধিক মূল্যবান। তোমাদের এই সেবাকর্মে তোমাদের যোগ্যতার প্রমাণ পেয়ে তারা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করবে, এবং তোমরা খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি যে স্বীকৃতি ও বাধ্যতা দেখাচ্ছ এবং তাদের ও সকলের সঙ্গে সহভাগী হয়ে যে দানশীলতা দেখাচ্ছ তার জন্যও তারা তাঁর গৌরবকীর্তন করবে; এবং তোমাদের উপরে ঈশ্বরের অতিমহান অনুগ্রহ দেখে তারা তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করায় তোমাদের প্রতি নিজেদের অনুরাগ প্রকাশ করবে। তাঁর এই অবর্ণনীয় দানের জন্য, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

শ্লোক লুক ৬:৩৮; ২ করি ৯:৭

℟ দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে—উত্তম পরিমাপে, ঠাসা, ঝেঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া পরিমাপেই তোমাদের কোলে ফেলে দেওয়া হবে,
℣ কারণ যে মাপকাঠিতে তোমরা পরিমাপ কর, ঠিক সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে।
℟ প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ে যেভাবে সঙ্কল্প নিয়েছে সেইমত দান করুক, মনের অসন্তোষে কিংবা বাধ্য হয়ে নয়,
℣ কারণ যে মাপকাঠিতে তোমরা পরিমাপ কর, ঠিক সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের উপদেশাবলি **উপদেশ ৩:৬**

নিজের জন্য ধর্মময়তার উদ্দেশেই বীজ বোন

মানুষ, মাটির অনুকরণ কর; তার মত তুমিও ফল উৎপাদন কর, যেন জড়পদার্থের চেয়ে নিকৃষ্ট না হও। মাটি যে ফল ফলায়, নিজেই তা ভোগ করার জন্য নয়, বরং যেন তোমার উপকার হয় সেজন্যই তা ফলায়। তুমি কিন্তু দানশীলতার যত ফল দেখাবে, আর তখনই নিজের জন্যই তা সংগ্রহ করবে যখন দানশীলদের কাছে সৎকাজের প্রতিদান স্বরূপ অনুগ্রহ ও পুরস্কার দেওয়া হবে। ক্ষুধার্তদের কিছু দান করেছ: যা দিয়েছ তা তোমারই হবে, এমন কি বাড়তি সহও তা তোমার কাছে ফিরে আসবে। কেননা যেমন গমের দানা মাটিতে পড়ে বীজবুনিয়ের লাভেই পরিণত হয়, তেমনি ক্ষুধার্তের কাছে দেওয়া রুটি পরবর্তীতে তোমার কাছে বহু উপকার এনে দেবে। সুতরাং চাষের লক্ষ্য হোক তোমার আধ্যাত্মিক বীজ-বোনার সূত্রপাত: শাস্ত্রে বলে, *নিজেদের জন্য ধর্মময়তার উদ্দেশেই বীজ বোন।*

এমন সময় আসবে যখন ইচ্ছা না করলেও তোমার ধন তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে, অন্যদিকে তুমি তোমার সৎকর্মজনিত গৌরব প্রভুর কাছে এনে দেবে; তখন তুমি সকলের বিচারকর্তার সামনে দাঁড়ালে যে জনগণ তোমাকে ঘিরে রাখবে, তারা তোমাকে উদার ও দানশীল উপকর্তা বলে ঘোষণা করবে, ও মঙ্গলময়তা ও মানবতার সমস্ত নাম তোমার উপর আরোপ করবে।

তুমি কি তাদের দেখতে পাচ্ছ না, যারা ক্ষণিকের সম্মান ও জনতার চিৎকার ও করতালি পাবার জন্য অভিনয়, ক্রীড়া-প্রদর্শন, নাটক ও পশুর সঙ্গে মানুষের সেই লড়াইতে অর্থ ব্যয় করে—সেই যে লড়াই দেখামাত্র লোকে অপছন্দ করে? তবে কি, তুমি ঠিক সেই দানশীলতায় কৃপণতা দেখাবে, যে দানশীলতা থেকে তত গৌরব পাবার কথা? ঈশ্বর তোমার যোগ্যতা স্বীকার করবেন, স্বর্গদূতেরা তোমার প্রশংসা করবেন, জগদ্‌সৃষ্টি থেকে জাত সকল মানুষ তোমাকে সুখী ঘোষণা করবে; পার্থিব বস্তু বিতরণের প্রতিদানে তুমি শাশ্বত গৌরব, ধর্মময়তার মুকুট, স্বর্গরাজ্য লাভ করবে। অথচ, পার্থিব যত কিছুর লোভে তুমি সুখময় প্রত্যাশার বস্তু এসব কিছুর দিকে মন দিচ্ছই না। সুতরাং কাজে লাগ, তোমার ঐশ্বর্য নানাভাবে বিলিয়ে দাও, দানশীল হও, এমনকি অভাবগ্রস্তদের উপকারের উদ্দেশ্যে অর্থব্যয়ে উজ্জ্বল হও। তোমার বেলায়ও বলা হোক, *সে বিলিয়ে দিল, গরিবদের প্রতি দানশীল হল; তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী হবে।*

তাঁরই প্রতি তোমার পক্ষে কতই না কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, যিনি তোমার উপর তত সম্মান বর্ষণ করেন; যখন তুমি পরের দরজায় নয়, অন্যরাই তোমার দরজায় ঘা দেয়, তখন এতে তোমার কতই না খুশি হওয়া উচিত! অথচ তুমি সকলের প্রতি বিমুখ, এমনকি তোমার নিজের কাছে আগমনের পথও অগম্য কর পাছে কেউ তোমার কাছে দু'পয়সা চাইতে পারে। তুমি এই একমাত্র কথা জান: আমার কিছু নেই, দিতে পারব না, আমি তো গরিব। হ্যাঁ তুমি সত্যিই গরিব, মঙ্গলের দিক থেকে তুমি আসলে নিঃস্ব: ভালবাসায় দীনহীন, মানবতায় দীনহীন, ঈশ্বরবিশ্বাসে দীনহীন, শাশ্বত প্রত্যাশায় দীনহীন।

শ্লোক ইসা ৫৮:৭,৮ দ্রঃ

℟ ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও, গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও;
℣ তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, ও তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।
℟ উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দাও, তোমার আপন জাতির মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না;
℣ তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, ও তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ১৫:৩৫-৫৮

শেষ দিনের পুনরুত্থান

প্রিয়জনেরা, হয় তো কেউ বলবে: মৃতেরা কীভাবে পুনরুত্থিত হয়? কীভাবেই বা দেহে ফিরে আসে? নির্বোধ! তুমি নিজে যা বোন, তা না মরলে তাতে জীবন আসে না। আর যা বোন, যে গাছ উৎপন্ন হবে তা তো তুমি বোন না; বরং গমেরই হোক বা অন্য কোন কিছুরই হোক, তুমি নিতান্ত একটা দানাই মাত্র বুনেছ; আর ঈশ্বর তাকে যে দেহ দেবেন বলে স্থির করলেন, তা-ই দেন; প্রতিটি জীবকে তিনি তার নিজ নিজ দেহ দেন। সব মাংস একই মাংস নয়; মানুষের এক রকম, পশুর মাংস অন্য রকম, পাখির মাংস অন্য রকম, ও মাছের মাংস অন্য রকম। আছে স্বর্গীয় দেহ, আবার আছে পার্থিব দেহ; কিন্তু স্বর্গীয় দেহগুলোর দীপ্তি এক রকম, ও পার্থিব দেহগুলোর দীপ্তি অন্য রকম। সূর্যের দীপ্তি এক রকম, চাঁদের দীপ্তি আর এক রকম, ও তারাগুলোর দীপ্তি আর এক রকম, কারণ দীপ্তির দিক দিয়ে একটা তারার চেয়ে অন্য তারা ভিন্ন। তেমনি মৃতদের পুনরুত্থান: ক্ষয়শীলতায় বোনা হয়, অক্ষয়শীলতায় পুনরুত্থান হয়; হীনতায় বোনা হয়, গৌরবে পুনরুত্থান হয়; দুর্বলতায় বোনা হয়, পরাক্রমে পুনরুত্থান হয়; প্রাণিক এক দেহকে বোনা হয়, আত্মিক এক দেহ পুনরুত্থিত হয়। যখন প্রাণিক দেহ আছে, তখন আত্মিক দেহও আছে, কেননা লেখা আছে, প্রথম মানুষ সেই আদম *সজীব এক প্রাণী হয়ে উঠল*; কিন্তু শেষ আদম জীবনদায়ী আত্মা হয়ে উঠলেন। যা আত্মিক, তা প্রথম নয়, বরং যা প্রাণিক, তা-ই প্রথম; যা আত্মিক, তা পরেই এল। প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত। মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়ের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত। আর আমরা যেমন সেই

মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।

ভাই, আমি তোমাদের যা বলছি, তা এ: রক্তমাংস ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে সক্ষম নয়; ক্ষয়শীলতা যে অক্ষয়শীলতার উত্তরাধিকারী হবে, তাও সম্ভব নয়। দেখ, আমি তোমাদের এক রহস্য জানাচ্ছি: আমরা সকলে নিদ্রাগত হব এমন নয়, কিন্তু সকলে রূপান্তরিত হব এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের নিমেষে, সেই শেষ তুরির ডাকে। হ্যাঁ, তুরি বাজবেই, আর তখন মৃতেরা অক্ষয়শীল হয়ে পুনরুত্থিত হবে, এবং আমরা রূপান্তরিত হব; কারণ আমাদের এই ক্ষয়শীল দেহকে অক্ষয়শীলতা পরিধান করতে হবে, এবং এই মরণশীল দেহকে অমরতা পরিধান করতে হবে। আর এই ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতাকে পরিধান করার পর, এবং এই মরণশীল দেহ অমরতাকে পরিধান করার পর, তখনই শাস্ত্রের এই বাণী সার্থক হবে: *মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে। ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?* পাপই তো মৃত্যুর হুল, এবং বিধান পাপের শক্তি। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন! তাই, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, সুস্থির হও, অটল হয়ে থাক, সর্বদাই সক্রিয় হয়েই প্রভুর কাজ করে চল, একথা জেনে যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা নয়।

শ্লোক ১ করি ৬:১৩; রো ৪:১৭

প্র দেহ প্রভুর উদ্দেশ্যে, এবং প্রভু দেহের উদ্দেশ্যে। আর যিনি প্রভুকে পুনরুত্থিত করেছেন,
উ নিজ পরাক্রম দ্বারা তিনি আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন।
প্র যিনি মৃতদের জীবন দান করেন, এবং যা অস্তিত্ববিহীন তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন,
উ নিজ পরাক্রম দ্বারা তিনি আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর খ্রীসোলগের উপদেশাবলি **উপদেশ ১১৭**

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সেই বাণী মানুষ হলেন

ধন্য প্রেরিতদূত আমাদের অবগত করেছেন যে, দু'জন মানুষ মানবজাতির সূচনায় রয়েছেন: আদম ও খ্রীষ্ট। এমন দু'জন মানুষ, যাঁরা দেহের দিক থেকে সমান, কিন্তু কর্মফলের দিক থেকে অসমান; অঙ্গুলিতে সম্পূর্ণই সদৃশ, কিন্তু উৎপত্তিতে কতই না অসদৃশ। তিনি বলেন, *প্রথম মানুষ সেই আদম সজীব এক প্রাণী হয়ে উঠল; কিন্তু শেষ আদম জীবনদায়ী আত্মা হয়ে উঠলেন।*

প্রথমজন সেই চরমজনেরই দ্বারা নির্মিত হলেন, যাঁর কাছ থেকে আত্মাও পেলেন যাতে সজীব হতে পারেন; অপরজন নিজে থেকেই নিজেকে নির্মাণ করলেন, কারণ অন্য কারও কাছ থেকে জীবন প্রত্যাশা করছিলেন না, কিন্তু কেবল তিনিই সকলকে জীবন দান করেন; প্রথমজন নিকৃষ্ট মাটি দিয়ে গড়া, চরমজন কুমারীর উৎকৃষ্ট গর্ভ থেকে উদ্গত হলেন; প্রথমজনে মাটি মাংসে পরিণত হল, চরমজনে মাংস ঈশ্বরে উন্নীত হল।

আর কী বলব? ইনিই সেই আদম যিনি প্রথমজনকে গড়ে তাঁর মধ্যে নিজ প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করলেন। পরবর্তীতে এমনটি ঘটল যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ধারণ করলেন ও তাঁর নাম গ্রহণ করলেন, তিনি যা নিজ প্রতিমূর্তিতে করেছিলেন, তা যেন না হারিয়ে ফেলেন। তাই প্রথম আদম আছেন, চরম আদমও আছেন: প্রথমজনের আদি আছে, চরমজনের অন্ত নেই, কারণ এই যিনি চরমজন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে প্রথমজন: এবিষয়ে তিনি নিজে বললেন, *আমি, কেবল এই আমিই প্রথম, আবার আমিই চরম।*

আমিই প্রথম, অর্থাৎ আমার আদি নেই। *আমিই চরম*, ফলে আমার অন্ত নেই। প্রেরিতদূত বলেন, *যা আত্মিক, তা প্রথম নয়; বরং যা প্রাণিক, তা-ই প্রথম; যা আত্মিক, তা পরে এল।* মাটি ফলের পূর্ববর্তী বটে, কিন্তু মাটি ফলের মত তত মূল্যবান নয়: মাটি কষ্ট ও পরিশ্রম দাবি করে, ফল পুষ্টি ও জীবন দান করে। নবী ন্যায়সঙ্গতভাবেই এ ফল নিয়ে গৌরববোধ করেন যখন তিনি বলেন, *আমাদের মাটি আপন ফল দান করল।* কোন্ ফল? স্পষ্টই তো সেই ফল, যা বিষয়ে অন্যত্র লেখা আছে, *আমি তোমার ঔরসের এক ফল তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব।* প্রেরিতদূত বলেন যে, *প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত। মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়ের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত।*

যারা স্বর্গীয় বলে জাত নয়, তারা জাত হয়ে যা ছিল, তা না থেকে, বরং নবজাত হয়ে যা হয়েছে, তা হয়ে থেকে, কেমন করে স্বর্গীয় বলে গণ্য হবে? ভ্রাতৃগণ, এই কারণেই তো স্বর্গীয় আত্মা নিজ ঐশআলোর রহস্যময় প্রভাবে অনুর্বর জলকুন্ড উর্বর করে তোলেন, যাতে সেই কলুষিত উৎস যাদের শোচনীয় অবস্থায় পার্থিব বলে প্রসব করেছিল, নব জলকুন্ড তাদের স্বর্গীয় বলে জন্মাতে পারে ও তাদের নিজেদের নির্মাতার সাদৃশ্যে চালিত করে। সুতরাং নবজাত হয়ে, আমাদের স্রষ্টার প্রতিমূর্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, এসো, প্রেরিতদূত যা বলেন আমরা তা পালন করি: *আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।*

আমাদের প্রভুর প্রতিমূর্তিতে নবজাত হয়ে ও ঈশ্বরের দত্তকপুত্রত্ব লাভ করে, এসো, আমাদের নির্মাতার প্রতিমূর্তি পূর্ণ সাদৃশ্যেই বহন করি: মহিমায় নয়, কারণ সেই মহিমা কেবল তাঁরই; কিন্তু সেই সরলতা, সততা, কোমলতা, ধৈর্য, বিনম্রতা, দয়া ও একাত্মতায়, যা অনুসারে তিনি আমাদের একজন হতে ও আমাদের মত হতে প্রসন্ন হলেন।

শ্লোক রো ৫:১৮,১২

প্র যেমন একজনের অপরাধ সকল মানুষের উপরে দণ্ডাজ্ঞা বর্ষণ করেছিল,
উ তেমনি একজনের ধর্মময়তা-কর্ম সকল মানুষের উপর জীবনদায়ী ধর্মময়তা বর্ষণ করেছে।
প্র যেমন একজনের মধ্য দিয়ে পাপ, ও পাপের মধ্য দিয়ে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছে,
উ তেমনি একজনের ধর্মময়তা-কর্ম সকল মানুষের উপর জীবনদায়ী ধর্মময়তা বর্ষণ করেছে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ করি ১০:১–১১:৬

নানা অভিযোগে পলের উত্তর

ভ্রাতৃগণ, আমি পল নিজে খ্রীষ্টের কোমলতা ও সহিষ্ণুতার দোহাই দিয়ে তোমাদের অনুরোধ করছি—সেই আমি নাকি যে তোমাদের সামনে বিনয়ী, কিন্তু দূরে থাকলে তোমাদের প্রতি এত উগ্রতা দেখাচ্ছি। আমার মিনতি এ: যারা মনে করে আমরা মাংসের বশে চলি, তোমাদের ওখানে গিয়ে সেই কয়েকজনের প্রতি আমাকে যেন তেমন উগ্রতা দেখাতে না হয় যা মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে আমি দেখানো দরকার বলে মনে করছি। আমরা এই রক্তমাংসে চলছি বটে, কিন্তু মাংসের বশে সংগ্রাম করছি না; আমাদের সংগ্রামের অস্ত্রপাতি মাংসিক নয় বটে, তবু এই অস্ত্রপাতির এমন ঐশপরাক্রম আছে যে, তা যত দুর্গও ভেঙে দিতে পারে। আমরা যত ধ্যান-ধারণা ও ঈশ্বরজ্ঞানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যত প্রাকার ভেঙে ফেলছি, এবং যত বিচার-বুদ্ধি বন্দি করে তা খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্য করে দিচ্ছি। তাই তোমাদের বাধ্যতা নিখুঁত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে কোন প্রকার অবাধ্যতার সমুচিত শাস্তি দিতে প্রস্তুত আছি।

যা সামনে আছে, তা স্পষ্ট করে দেখ! কেউ যদি মনে মনে বিশ্বাস করে, সে খ্রীষ্টেরই, তবে তাকে ভেবে ভেবে একথাও বুঝতে হবে যে, সে যেমন, আমরাও তেমনি খ্রীষ্টেরই। আমাদের দেওয়া যে অধিকার, তা নিয়ে আমি যদিও একটু বেশি গর্ব করে থাকি, তবু লজ্জা করব না; প্রভু তো তোমাদের ভেঙে ফেলার জন্য নয়, গেঁথে তোলারই জন্য সেই অধিকার আমাদের দিয়েছেন। এমনটি মনে করো না, আমি পত্রগুলির মধ্য দিয়ে তোমাদের ভয় দেখাতে চাচ্ছি। কেউ কেউ বলে, 'ওর পত্রগুলোর জোর আছে, তেজ আছে বটে, কিন্তু ওর শরীর দেখতে দুর্বল, ওর বলারও তত ক্ষমতা নেই।' তেমন লোক বুঝুক যে, আমরা অনুপস্থিত হলে পত্রের মধ্য দিয়ে কথায় যেমন, উপস্থিত হলে কর্মেও তেমন। নিজেরাই নিজেদের প্রশংসা করে বেড়ায় এমন কোন কোন লোকদের সঙ্গে নিজেদের পরিগণিত করার বা তুলনা করার স্পর্ধা আমাদের অবশ্য নেই; ওরা তো নির্বোধ মানুষ: নিজেদের মাত্রা অনুসারেই নিজেদের মেপে নেয়, এবং নিজেদের সঙ্গেই নিজেদের তুলনা করে। আমরা কিন্তু অতিমাত্রা গর্ব করব না, বরং ঈশ্বর মাত্রা বলে আমাদের পক্ষে যে সীমা নিরূপণ করেছেন, সেই অনুসারে গর্ব করব; তেমন সীমানা তোমাদের ওখানে পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত। আবার, আমাদের সীমানা যদি তোমাদের ওখানে পর্যন্ত ব্যাপ্ত না হত, তবে আমরা নিশ্চয় সীমা অতিক্রম করতাম, কিন্তু আসলে এমন নয়, কারণ খ্রীষ্টের সুসমাচার নিয়ে আমরা

তোমাদের ওখানে পর্যন্তও প্রথমে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমরা মাত্রা না মেনে যে পরের পরিশ্রম নিয়ে গর্ব করি এমন নয়; কিন্তু এই প্রত্যাশা রাখি যে, তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পেতে আমাদের সীমা অনুসারে তোমাদের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে বিস্তারিত হব; তাতে পাশাপাশি অঞ্চলেও সুসমাচার প্রচার করতে পারব; পরের সীমানার মধ্যে যা প্রস্তুত করা হয়েছে, তা নিয়ে আমাদের গর্ব করতে হবে না। সুতরাং, *যে গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক;* কারণ যে নিজের পক্ষে সুপারিশ করে, সে নয়, কিন্তু প্রভু যার পক্ষে সুপারিশ করেন, সে-ই যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়।

আহা, তোমরা যদি আমার এটুকু নির্বুদ্ধিতা সহ্য করতে! কিন্তু অবশ্যই তোমরা সহ্য করছ। আসলে তোমাদের প্রতি আমার অন্তরে ঐশ্বরিক প্রেমের জ্বালার মত জ্বালা জ্বলছে, কারণ আমি তোমাদের সুচরিত্রা কুমারী বলে সেই একমাত্র বর খ্রীষ্টের কাছে উপস্থিত করার জন্য বাগদান করেছি। কিন্তু ভয় হচ্ছে, পাছে সাপ নিজের ধূর্ততায় যেমন হবাকে প্রবঞ্চিত করেছিল, তেমনি তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি একাগ্রতা [ও শুচিতা] থেকে ভ্রষ্ট হয়। বস্তুত কেউ যদি হঠাৎ এসে এমন আর এক যীশুকে প্রচার করে যাকে আমরা প্রচার করিনি, কিংবা তোমরা যদি এমন এক আত্মা পাও যা পাওয়া আত্মা থেকে ভিন্ন, বা এমন ভিন্ন এক সুসমাচার শোন যা এখনও শোননি, তবে এসব কিছু মেনে নিতে তোমরা খুবই ইচ্ছুক! আচ্ছা, আমি মনে করি না, ওই যে সব মহা মহা প্রেরিতদূতদের চেয়ে আমি তত পিছনে রয়েছি। আর যদিও কথা বলার ব্যাপারে আমি সামান্য, তবু ধর্মজ্ঞানে সামান্য নই; তা আমরা সব দিক দিয়ে সকলের সামনে তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছি।

শ্লোক ২ করি ১০:৩-৪; এফে ৬:১৬,১৭

℣ আমরা এই রক্তমাংসে চলছি বটে, কিন্তু মাংসের বশে সংগ্রাম করছি না;
℟ অবশ্য, আমাদের সংগ্রামের অস্ত্রপাতি মাংসিক নয়।
℣ বিশ্বাসের ঢাল সবসময় হাতে ধরে রাখ, ও আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী ধারণ কর।
℟ অবশ্য, আমাদের সংগ্রামের অস্ত্রপাতি মাংসিক নয়।

দ্বিতীয় পাঠ - যেরুসালেমের ধর্মপাল সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা **১৮শ ধর্মশিক্ষা ২৩-২৫**

মণ্ডলী, অর্থাৎ ঈশ্বর দ্বারা আহূত জনগণের সমাবেশ

মণ্ডলী কাথলিক [অর্থাৎ সার্বজনীন] বলে অভিহিত কারণ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত, ও বিশ্বব্যাপী ও নির্ভুলভাবে দৃশ্য কি অদৃশ্য ও স্বর্গীয় কি পার্থিব বিষয় সংক্রান্ত সেই সমস্ত ধর্মতত্ত্ব শেখায় যা মানুষের জ্ঞানে পৌঁছানো দরকার। সে সার্বজনীন বলে অভিহিত এ কারণেও যে, সে সমস্ত মানবজাতিকে—কর্তৃপক্ষ কি প্রজা, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলকেই সত্যকার ধর্মে চালিত করতে আহূত। পরিশেষে সে সার্বজনীন বলে অভিহিত কারণ আত্মা ও দেহ দ্বারা যে সমস্ত ধরনের পাপ করা হয়, তা সবদিক দিয়ে চিকিৎসা ও নিরাময় করে। তাছাড়া কথায় কি কর্মে ও সর্বপ্রকার আত্মিক অনুগ্রহদানে মণ্ডলী সব ধরনের পবিত্রতা প্রাপ্ত।

অত্যন্ত উপযুক্ত নামে সে মণ্ডলী [অর্থাৎ আহূত সমাবেশ] বলে অভিহিত কারণ সকলকে একত্রে আহ্বান করে ও ঐক্যে সম্মিলিত করে, যেমনটি প্রভু গণনাপুস্তকে বলেন: *তুমি সাক্ষ্য-তাঁবুর সামনে গোটা জনমণ্ডলীকে একত্রে আহ্বান কর।* নিতান্ত লক্ষ্যের বিষয় যে 'একত্রে আহ্বান' শব্দটি শাস্ত্রগ্রন্থে এই পদেই প্রথম বারের মত উল্লিখিত, যেখানে ঈশ্বর আরোনকে মহাযাজক পদে নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় বিবরণে ঈশ্বর মোশীকে বলেন: *জনগণকে আমার কাছে একত্রে আহ্বান কর; আমি আমার বাণীগুলো তাদের শোনাব যেন তারা আমাকে ভয় করতে শেখে।* তিনি তখনও মণ্ডলী শব্দটা উল্লেখ করেন যখন সেই লিপিফলক সম্বন্ধে বলেন, *সেগুলিতে সেই সমস্ত বাণী লিপিবদ্ধ ছিল যা প্রভু তোমাদের কাছে বলেছেন সেই পর্বতে আগুনের মধ্য থেকে মণ্ডলীর দিনে,* অর্থাৎ আহূত সমাবেশের দিনে—তিনি ঠিক যেন আরও স্পষ্টভাবে বলেন, সেই দিনে যখন প্রভু দ্বারা আহূত হয়ে তোমরা সম্মিলিত হয়েছ। সামসঙ্গীত-রচয়িতাও বলেন, *প্রভু, মহা জনমণ্ডলীর মাঝে আমি তোমাকে জানাব ধন্যবাদ, সুবিপুল জনতার মাঝে করব তোমার প্রশংসাবাদ।* সামসঙ্গীত-রচয়িতা আগেও বলেছিলেন, *তোমরা যারা ইস্রায়েলের বংশধর জনমণ্ডলীতে প্রভু পরমেশ্বরকে বল ধন্য।* বিজাতীয়দের মধ্য থেকে ত্রাণকর্তা দ্বিতীয়

একটাকে তথা খ্রীষ্টানদের এই আমাদের পুণ্যময়ী মণ্ডলীকে গেঁথে তুললেন যা বিষয়ে পিতরকে বলেছিলেন, *এই শৈলের উপরে আমি আমার জনমণ্ডলী গেঁথে তুলব, এবং পাতালদ্বার তার বিরুদ্ধে জয়ী হবে না।*

সুতরাং যুদেয়ায় সেই যে একমাত্র মণ্ডলী প্রত্যাখ্যাত হলে পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে সেই খ্রীষ্টমণ্ডলীগুলো শতধারায় বৃদ্ধি পেতে লাগল যাদের বিষয়ে সামসঙ্গীতে লেখা আছে, *প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, ভক্তজনদের সমাবেশে তাঁর প্রশংসাগান।* ইহুদীদের কাছে নবী বলেছিলেন, *তোমাদের নিয়ে আমি প্রীত নই—সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের উক্তি;* আর সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেছিলেন, *কারণ সুদূর পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্তই সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান।* এই একই পুণ্যময়ী সার্বজনীন মণ্ডলী সম্বন্ধে পল তিমথির কাছে লেখেন, *আমার ইচ্ছা, তুমি যেন জানতে পার ঈশ্বরের গৃহের মধ্যে তোমার কেমন আচার-আচরণ করতে হয়, কেননা সেই গৃহ হল জীবনময় ঈশ্বরের জনমণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি।*

শ্লোক ১ পি ২:৯-১০

৵ তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজেরই জন্য কিনেছেন

৺ যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন,

৵ তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ,

৺ যেন তাঁরই গুণকীর্তন কর যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ১৬:১-২৪

নানা বাণী, প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

প্রিয়জনেরা, পবিত্রজনদের জন্য সেই চাঁদা তোলা প্রসঙ্গে: আমি গালাতিয়ার মণ্ডলীগুলোকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম, সেই অনুসারে তোমরাও কর। তোমাদের আয় থেকে যা কিছু কেটে নিতে পেরেছ, সপ্তাহের প্রথম দিনে তা জমাতে থাক; আমি যখন আসব, তখনই যেন চাঁদা তোলা না হয়। আর আমি এসে উপস্থিত হলে, তোমরা সেই অর্থদান বহন করতে যাদের যোগ্য মনে করবে, আমি তাদের একটা চিঠি দিয়ে যেরুসালেমে পাঠিয়ে দেব। আর যদি আমারও যাওয়া উচিত হয়, তবে তারা আমার সঙ্গে যেতে পারবে।

মাসিডন হয়ে আমার যাত্রা শেষ হলেই আমি তোমাদের ওখানে যাব, কারণ আমাকে মাসিডন হয়ে যেতেই হবে। হয় তো তোমাদের ওখানে বেশ কয়েক দিন থাকব; কি জানি, সারা শীতকালও থেকে যেতে পারব, আমি যেই দিকে যাত্রায় এগিয়ে যাব না কেন, তার জন্য যেন তোমরাই ব্যবস্থা কর। আমি চাচ্ছি না, তোমাদের সঙ্গে আমার এই দেখা-সাক্ষাৎ চলতি-পথের দেখা-সাক্ষাতের মত হোক, কারণ আমার প্রত্যাশাই, আমি তোমাদের কাছে বেশ কিছু দিন থাকব—প্রভু যদি তেমনটি হতে দেন। কিন্তু পঞ্চাশত্তমী পর্ব পর্যন্ত আমি এখানে, এই এফেসসে, থাকব, কারণ আমার সামনে বড় ও ফলপ্রসূ একটা দরজা খোলা রয়েছে, যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী অনেকে আছে।

তিমথি যদি আসেন, তবে দেখ, তিনি যেন তোমাদের কাছে নির্ভয়ে থাকতে পারেন, কারণ আমি যেমন, তিনিও তেমনি প্রভুর কাজ করে যাচ্ছেন। তাই কেউই যেন তাঁকে কম মূল্য না দেয়, বরং তাঁকে শান্তিতে বিদায় দাও, তিনি যেন আমার কাছে আসতে পারেন, কারণ ভাইদের সঙ্গে আমি তাঁর আসার অপেক্ষায় আছি।

এখন ভাই আপল্লোসের কথা বলতে যাচ্ছি: আমি তাঁকে যথেষ্ট অনুরোধ করেছিলাম যেন তিনি ভাইদের সঙ্গে তোমাদের কাছে যান; কিন্তু এখনই রওনা হতে আদৌ চাইলেন না; সুযোগ পেলে যাবেন।

তোমরা জেগে থাক, বিশ্বাসে অটল হয়ে থাক, বীর্য দেখাও, বলবান হও। তোমাদের সকল কাজ ভালবাসায়

সাধিত হোক। ভাই, তোমাদের কাছে আর একটা অনুরোধ: তোমরা তো জান, স্তেফানাসের বাড়ির লোকেরাই আখাইয়ার প্রথমফসল; তাছাড়া তাঁরা পবিত্রজনদের সেবায় নিজেদের নিবেদিত করেছেন; তোমরাও এঁদের মত মানুষকে, এবং যত সহকর্মী এঁদের সঙ্গে পরিশ্রম করে, তাদের মান্য করে চল। স্তেফানাস, ফর্তুনাতুস ও আখাইকস দেখা-সাক্ষাৎ করতে এসেছেন বলে আমি আনন্দিত, কারণ তোমাদের উপস্থিতির অভাব তাঁরাই পূরণ করেছেন; তাঁরা আমার এবং তোমাদেরও মন শান্তিতে জুড়িয়ে দিয়েছেন। তাই তোমরা এঁদের মত মানুষদের যোগ্য স্বীকৃতি দাও। এশিয়ার মণ্ডলীগুলো তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আকুইলা ও প্রিস্কা এবং তাঁদের বাড়িতে যে জনমণ্ডলী সমবেত হয়, তাঁরাও প্রভুতে তোমাদের আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ভাইয়েরা সকলেই তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও।

"পল", এই প্রীতি-শুভেচ্ছা আমার নিজেরই হাতে লেখা। কেউ যদি প্রভুকে ভাল না বাসে, সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক। মারানা থা! প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক। খ্রীষ্টযীশুতে আমার ভালবাসা তোমাদের সকলের সঙ্গে রইল।

শ্লোক ১ করি ১৬:১৩-১৪; কল ৪:৫,৬

প্র তোমরা জেগে থাক, বিশ্বাসে অটল হয়ে থাক, বীর্য দেখাও, বলবান হও।
উ তোমাদের সকল কাজ ভালবাসায় সাধিত হোক।
প্র তোমরা সুবুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহার কর; তোমাদের কথাবার্তায় যেন সবসময় শালীনতা থাকে, সুবোধেরই স্বাদ থাকে।
উ তোমাদের সকল কাজ ভালবাসায় সাধিত হোক।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যাণ্টারবেরির ধর্মপাল বাল্ডুইন-লিখিত 'পবিত্রতম খ্রীষ্টপ্রসাদ'

দেখ, প্রভু আমাদের কত ভালই না বাসেন

যাঁর আসার কথা ছিল, তিনি এলেন, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন এলেন, মানুষ হলেন, পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের সঙ্গে জীবনযাপন করলেন। তিনি জগতের কাছে জীবনপথ জ্ঞাত করলেন, এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি এসেছিলেন সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে স্বর্গে আরোহণ করলেন যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে তিনি এখনও রয়েছেন। স্বর্গে আরোহণ করার আগে, যেন শিষ্যেরা ও পরবর্তীকালে যারা তাঁর বিশ্বাসী হবে তারা তাঁর দৈহিক উপস্থিতিতে বঞ্চিত হয়ে সন্দেহে বা নিরাশায় পতিত না হয়, সেজন্য তিনি তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, *দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত।* সুতরাং, আমাদের যীশু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। যিনি আমাদের, আমি তাঁকে 'আমাদের' বলব না কেন? প্রকৃতপক্ষে এক পুত্র আমাদের দেওয়া হয়েছে। ন্যায়সঙ্গতভাবেই তো সেই নবী যীশুকে নিজেরই বলে দাবি করছিলেন যখন বলছিলেন, *আমি প্রভুতে আনন্দ করব, আমি আমার পরমেশ্বর যীশুতে উল্লাস করব।*

আমাদের এই যে যীশু, যাঁর সঙ্গে ঈশ্বর আমাদের কাছে সবকিছুই দান করলেন, তিনি যে আমাদের ছাড়া থাকবেন তা সহ্য করেন না; তিনি আমাদের ভালবাসেন যেমন তিনি নিজে (ঈশ্বরের স্বয়ং প্রজ্ঞাই যিনি) বলেছেন, *মানবসন্তানদের মধ্যে থাকতাম পুলকিত প্রাণে।* আমাদের জন্য মরার আগে তিনি মাংসে আমাদের সঙ্গে থাকলেন; পৃথিবী-গর্ভ থেকে তখনও কেড়ে না নেওয়া তাঁর দেহের উপস্থিতিতে তিনি মৃত্যুতেও আমাদের সঙ্গে থাকলেন; শিষ্যদের কাছে নানারূপে দর্শন দিয়ে তিনি মৃত্যুর পরেও আমাদের সঙ্গে থাকলেন; যতক্ষণ আমরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকি, ততক্ষণ তিনিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন—জগতের যুগান্ত পর্যন্ত। এজন্য আমরা সর্বদাই প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকব।

দেখ, প্রভু আমাদের কত ভালই না বাসেন! তিনি এমন ভালবাসায় আমাদের ভালবাসেন যে মৃত্যু কি জীবন আমাদের কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না; ফলে মৃত্যু কি জীবনও যেন তাঁর ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে। তিনি ছাড়া কেইবা ভালবাসার পাত্র হবার যোগ্য? এবং তাঁর মত আমাদের আর কাকে ভালবাসতে হবে? কেননা আমরা কৃতঘ্ন ও ধূর্ত না হলে তবে আমাদের পক্ষে এ যথেষ্ট হওয়া উচিত যে, তিনি নিজে আমাদের ভালবাসেন, কারণ ভালবাসার সাড়া ছাড়া প্রেমিকের কাছে আর বেশি দাবি নেই; এবং যে

ভালবাসে, সে ভালবাসার পাত্র হতে দাবি করে—আর এ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত! কিন্তু যে ভালবাসা চায় অথচ ভালবাসতে চায় না, সে নিজের দরবারেও ক্ষমা পায় না, বরং প্রেমিককে যে ভাল না বাসে, ন্যায়বিচারে সে ভালবাসার পাত্র হবার অযোগ্য। আর যীশুকে যে ভাল না বাসে, সে বড় ঝুঁকি নেয়, ও প্রেরিতদূতের নিন্দা ও অভিশাপের পাত্র হবার যোগ্য হয়ে ওঠে: *কেউ যদি প্রভুকে ভাল না বাসে, সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক। মারানা থা!*

শ্লোক যোহন ৩:১৬; হাবা ৩:১৩

প্র ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন,
উ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।
প্র তুমি বেরিয়ে পড়েছ তোমার জনগণকে পরিত্রাণ করতে, তোমার অভিষিক্তজনকে পরিত্রাণ করতে;
উ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ করি ১১:৭-২৯

নকল প্রেরিতদূতদের বিরুদ্ধে

ভ্রাতৃগণ, তবে কি আমি পাপ করেছি যে, বিনামূল্যেই তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করায় তোমাদের উন্নীত করার জন্য নিজেকে নমিত করেছি? তোমাদের সেবা করার জন্য আমি অন্য মণ্ডলীগুলোর সবকিছু লুট করেই যেন তাদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেছি; এবং যখন তোমাদের ওখানে ছিলাম, তখন আমার অভাব হলেও কারও বোঝা হইনি, কারণ মাসিডন থেকে ভাইয়েরা এসে আমার যত প্রয়োজন মিটিয়ে দিল। হ্যাঁ, কোন ব্যাপারে তোমাদের বোঝা না হবার জন্য আমি যথাসাধ্য সচেষ্ট হয়েছি, আর সচেষ্ট হয়ে চলব। আমার অন্তরে উপস্থিত খ্রীষ্টের সেই সত্যের দিব্যি দিয়ে বলছি, আখাইয়ার কোন অঞ্চলে কেউই আমার এই গর্ব থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না! কেন? আমি তোমাদের ভালবাসি না, এজন্যই কি? ঈশ্বর জানেন! কিন্তু আমি যা করছি, তা করতে থাকব, যেন সেই সকল লোকদের সুযোগ খণ্ডন করতে পারি যারা এমন সুযোগ খোঁজ করে, যেন তারা যে বিষয়ে গর্ব করে, সেই বিষয়ে আমার সমান বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। কারণ তেমন লোকেরা নকল প্রেরিতদূত, অসৎ প্রচারকর্মী, খ্রীষ্টের প্রেরিতদূতদের বেশ ধারণ করে। কথাটা তত আশ্চর্যের নয়, কারণ শয়তান নিজে আলোময় দূতের বেশ ধারণ করে। সুতরাং তার সেবাকর্মীরাও যে ধর্মময়তার সেবাকর্মীদের বেশ ধারণ করে, এতে বড় কিছু নেই। কিন্তু তাদের যেমন কাজকর্ম, তেমন পরিণাম হবে!

আমি আবার বলছি, কেউ যেন আমাকে নির্বোধ মনে না করে! কিন্তু তোমরা যদিই তাই মনে কর, তবে আমাকে নির্বোধ বলে মেনে নাও, যেন আমিও একটু গর্ব করতে পারি। তবু আমি যা বলছি, তা প্রভুর মত্ অনুসারে বলছি না বটে, নির্বোধের মতই বলছি, কারণ আমার গর্ব করার বিষয়ে আমার নিশ্চিত ধারণা আছে। অনেকেই যখন মানবীয় দিক দিয়ে গর্ব করে, তখন আমিও গর্ব করব। এত বুদ্ধিমান হওয়ায় তোমরা নির্বোধদের কথা সহজেই সহ্য করতে পার; কিন্তু আসলে তোমরা তাকেই সহ্য কর, যে তোমাদের দাস করে, যে তোমাদের গ্রাস করে, যে তোমাদের সুবিধা কেড়ে নেয়, যে উদ্ধত কথা বলে, যে তোমাদের গালে চড় মারে! আহা, আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি: আমরা কতই না দুর্বল হয়েছি! কিন্তু তবুও যে বিষয়ে অন্য কেউ গর্ব করতে সাহস করে—নির্বোধেরই মত কথা বলছি—সেই বিষয়ে আমিও গর্ব করতে সাহস করব।

ওরা কি হিব্রু? আমিও তাই। ওরা কি ইস্রায়েলীয়? আমিও তাই। ওরা কি আব্রাহামের বংশ? আমিও তাই। ওরা কি খ্রীষ্টের সেবাকর্মী?—উন্মাদের মত কথা বলছি—ওদের চেয়ে আমি বেশি: আমি পরিশ্রমে অনেক বেশি, কারাবন্ধনে অনেক বেশি, প্রহারে অনেক বেশি, প্রাণ-সঙ্কটে অনেকবার। ইহুদীদের হাতে আমি পাঁচবার ঊনচল্লিশ কশাঘাত-দণ্ড ভোগ করেছি। তিনবার বেত্রাঘাত, একবার পাথর ছুড়ে মারা, তিনবার নৌকাডুবি সহ্য করেছি, অতল গহ্বরের উপর এক দিন এক রাত কাটিয়েছি; পথযাত্রায় বহুবার, নদীসঙ্কটে, দস্যু-সঙ্কটে,

স্বজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, বিজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, মরুসঙ্কটে, সমুদ্রসঙ্কটে, ভণ্ড ভাইদের হাতে ঘটিত সঙ্কটে; পরিশ্রমে ও ক্লেশে, বহুবার নিদ্রার অভাবে, ক্ষুধায় ও পিপাসায়, বহুবার অনাহারে, শীতে ও বস্ত্রাভাবে। আর এই সবকিছু ছাড়া একটা বিষয় প্রতিদিন আমার মাথায় চেপে রয়েছে,—সকল মণ্ডলীর চিন্তা। কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল হই না? কে বিঘ্ন পেলে আমি জ্বলে পুড়ে যাই না?

শ্লোক গা ১:১১,১২; ২ করি ১১:১০,৭

প্র আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে, তা মানবীয় বাণী নয়;
উ কেননা আমি মানুষের কাছ থেকে তা পাইনি, কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়েই পেয়েছি।
প্র আমার অন্তরে উপস্থিত খ্রীষ্টের সেই সত্যের দিব্যি দিয়ে বলছি, তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছি,
উ কেননা আমি মানুষের কাছ থেকে তা পাইনি, কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়েই পেয়েছি।

দ্বিতীয় পাঠ - যেরুসালেমের ধর্মপাল সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা **১৮শ ধর্মশিক্ষা ২৬-২৯**

মণ্ডলী খ্রীষ্টের কনে

কাথলিক মণ্ডলী [অর্থাৎ সার্বজনীন মণ্ডলী]: এই তো সেই পুণ্যময়ীর, ও আমাদের সকলের সেই জননীর প্রকৃত নাম; সে সত্যিকারেই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের কনেও, কেননা লেখা আছে, *খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই দান করলেন…* ইত্যাদি বাণী; তাছাড়া মণ্ডলী নিজের মধ্যে বহন করে সেই ঊর্ধ্বের যেরুসালেমেরই দৃষ্টান্ত ও প্রতিমূর্তি, যে যেরুসালেম *স্বাধীনা ও আমাদের সকলের জননী*। সে আগে ছিল বন্ধ্যা, এখন অগণিত সন্তানসন্ততির মাতা।

প্রাক্তন কনেকে প্রত্যাখ্যান ক'রে ঈশ্বর এ দ্বিতীয়টায় তথা কাথলিক মণ্ডলীতে—পলের কথা অনুসারে—*প্রথমত প্রেরিতদূতদের, দ্বিতীয়ত নবীদের, তৃতীয়ত শিক্ষাগুরুদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন; তারপরে আসে পরাক্রম-কর্ম, তারপর আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান, এবং উপকারিতার, শাসনের, ও নানা ভাষা* ও সমস্ত ধরনের সদ্‌গুণ যেমন: প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, মিতাচার, ন্যায্যতা, দয়া, মানবতা, নির্যাতনে অপরাজেয় সহিষ্ণুতা।

এ মণ্ডলী ডান ও বাঁ পাশে ধর্মময়তার অস্ত্র দ্বারা গৌরব ও অপমানের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথমে নির্যাতনে ও সঙ্কটে সহনশীলতার বিভিন্ন পুষ্পে খচিত নানা মালায় পুণ্য সাক্ষ্যমরদের ভূষিত করল; এখন কিন্তু, এ শান্তির কালে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে রাজাদের, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্বদের ও পরিশেষে যত শ্রেণী ও স্তরের মানুষের কাছ থেকে যথোচিত সম্মান গ্রহণ করে। এখন, বিভিন্ন জায়গায় বিস্তৃত জাতির রাজাদের নিজেদের রাজ-অধিকারের একটা সীমা রয়েছে; কিন্তু কেবল পুণ্যময়ী সার্বজনীন মণ্ডলীই সারা বিশ্ব জুড়েই সীমাহীন অধিকার ভোগ করে; কারণ যেমন লেখা আছে, ঈশ্বর *শান্তিকে করলেন তার সীমা।*

এ পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলীতে থেকে উজ্জ্বল আদেশ ও নির্দেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা স্বর্গরাজ্য লাভ করব, ও উত্তরাধিকার রূপে অনন্ত জীবন ভোগ করব। প্রভুর কাছ থেকে তা পাবার জন্য আমরা সবকিছু সহ্য করে থাকি, কারণ আমাদের লক্ষ্য সামান্য ব্যাপার নয়, এমনকি অনন্ত জীবন লাভ, এই তো আমাদের প্রচেষ্টা। এজন্য বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিতে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, *শরীরের পুনরুত্থান*, অর্থাৎ মৃতদেরই পুনরুত্থান বিশ্বাস করে আমরা যেন সেই *অনন্ত জীবন*ও বিশ্বাস করি যা আমাদের খ্রীষ্টানদের প্রচেষ্টার লক্ষ্য।

সুতরাং, বাস্তবতা ও সত্য অনুসারে জীবন হল সেই পিতা যিনি পবিত্র আত্মায় পুত্র দ্বারা স্বর্গীয় দানগুলি যেন ঝরনা থেকেই বর্ষণ করেন, এবং তাঁর প্রসন্নতার খাতিরে মানুষ-আমাদেরও কাছে অনন্ত জীবনের মঙ্গল সত্যিকারে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শ্লোক সাম ৩৩:১২

প্র সুখী সেই জাতি, যাকে সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর আশীর্বাদ করে বলেছেন,
উ হে আমার উত্তরাধিকার ইস্রায়েল, তুমি আমার হাতের রচনা।
প্র সুখী সেই দেশ, প্রভুই যার আপন পরমেশ্বর; সুখী সেই জাতি, তিনি যাকে বেছে নিলেন আপন উত্তরাধিকার

রূপে।
℟ হে আমার উত্তরাধিকার ইস্রায়েল, তুমি আমার হাতের রচনা।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাকোব ১:১-১৮

সবধরনের পরীক্ষায় সিদ্ধ আনন্দ

ঈশ্বরের ও প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দাস আমি, যাকোব, বিদেশে ছড়িয়ে পড়া বারোটি গোষ্ঠীর কাছে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

হে আমার ভাই, তোমরা যখন নানা ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হও, তখন তা পরম আনন্দের বিষয় মনে কর, একথা জেনে যে, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা হল নিষ্ঠতার উৎস। তবে নিষ্ঠতা নিজের কাজে সিদ্ধি লাভ করুক, যেন তোমরা এমন সিদ্ধ ও পূর্ণ-পরিণত মানুষ হয়ে উঠতে পার, যাদের কোন কিছুর অভাব থাকে না।

তোমাদের কারও যদি প্রজ্ঞার অভাব থাকে, তবে সে সেই ঈশ্বরের কাছে যাচ্না করুক, যিনি সকলকে উদারভাবে ও তিরস্কার না করেই দান করেন; আর তাকে তা দেওয়া হবে। কিন্তু যাচ্নাটা বিশ্বাসেরই সঙ্গে করা চাই, সন্দেহের লেশমাত্রও যেন না থাকে; কেননা যে সন্দেহ করে, সে সমুদ্রের সেই ঢেউয়ের মত যা বাতাসে তাড়িত ও আলোড়িত। তেমন মানুষ যেন প্রভুর কাছ থেকে কিছু পাবার প্রত্যাশা না করে; সে তো দোমনা, তার সমস্ত আচরণে সে অস্থির।

যে ভাই নিম্নাবস্থার মানুষ, তাকে যে উন্নীত করা হয়েছে, সে তাতে গর্ববোধ করুক; আর যে ধনী, তাকে যে অবনত করা হয়েছে, সে তাতে গর্ববোধ করুক; কেননা সে ঘাসফুলেরই মত মিলিয়ে যাবে। তেজময় হয়ে সূর্য ওঠে ও ঘাস শুষ্ক হয়, তাতে তার ফুল ঝরে পড়ে আর তার রূপের সৌন্দর্য বিলীন হয়; তেমনি ধনীও তার সমস্ত কাজকর্মে ম্লান হয়ে পড়বে।

সুখী সেই মানুষ, পরীক্ষার দিনে যে নিষ্ঠাবান থাকে; কারণ নিজের যোগ্যতা দেখানোর পর সে সেই জীবনমুকুট পাবে যা তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত যারা তাঁকে ভালবাসে। পরীক্ষার সময়ে কেউ যেন না বলে, 'ঈশ্বর আমাকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন'; কেননা যা মন্দ, তেমন প্রলোভনের দিকে ঈশ্বরের কোন আকর্ষণ থাকতে পারে না, আর তিনি কাউকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন না; বরং প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ কামনা-বাসনায় আকর্ষিত ও প্রবঞ্চিত হওয়ার ফলেই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়; এরপর কামনা-বাসনা গর্ভস্থ হয়ে পাপ প্রসব করে, এবং পাপ, একবার সাধিত হলে, মৃত্যুকে জন্মায়।

হে আমার প্রিয় ভাই, তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ো না। উত্তম যত উপহার এবং নিখুঁত যত দান ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে, জ্যোতির্মণ্ডলের সেই পিতা থেকেই নেমে আসে, যাঁর মধ্যে কোন রূপান্তর নেই, পরিবর্তনের ছায়াও নেই। নিজের ইচ্ছায় তিনি বাণী দ্বারা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর সমস্ত সৃষ্টবস্তুর এক প্রকার প্রথমফসল হতে পারি।

শ্লোক যাকোব ১:১২; ২ তি ৪:৭-৮

℣ সুখী সেই মানুষ, পরীক্ষার দিনে যে নিষ্ঠাবান থাকে; কারণ নিজের যোগ্যতা দেখানোর পর সে সেই জীবনমুকুট পাবে
℟ যা তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে।
℣ আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেছি। এখন আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে,
℟ যা তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে।

যেখানে পরিশ্রম বেশি, সেখানে পুরস্কার মহত্তর

আমি ইগ্নাস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত, পলিকার্পের কাছে যিনি স্মির্না-নিবাসীদের মণ্ডলীর ধর্মপাল—পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্টই বরং যার ধর্মপাল—সুস্বাস্থ্য কামনা করি। অবিচল শৈলের উপরেই যেন স্থাপিত আপনার ধর্মভাবের কথা মেনে নিয়ে আপনার পুণ্যময় শ্রীমুখের দর্শন পেতে পেরেছি বিধায় আমি অতিশয় গৌরব বোধ করি—আহা, তেমন দর্শনে আমি যদি ঈশ্বরে নিত্য আনন্দ পেতে পারতাম! যে অনুগ্রহে আপনি পরিবৃত, সেই অনুগ্রহের খাতিরে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, দৌড়ে আপনার গতি বৃদ্ধি করুন; সকলকেও অনুরোধ করুন, তারা যেন পরিত্রাণ পায়। দেহ ও আত্মা, উভয় দিক দিয়ে যত্নবান হয়ে আপনার পদমর্যাদার যোগ্য হোন। ঐক্যের দিকে যত্নশীল হোন, কারণ এমন কিছু নেই যা এর চেয়ে মূল্যবান। প্রভু যেমন আপনাকে বহন করেন, আপনি তেমনি সকলের ভার বহন করুন; সকলের প্রতি ভালবাসা ও ধৈর্য দেখান, যেমনটি করে যাচ্ছেন। অবিরত প্রার্থনায় তৎপর হোন; আপনার বর্তমান সুবুদ্ধির চেয়ে গভীরতর সুবুদ্ধি যাচ্‌না করুন; আত্মা অনিদ্রা অবস্থায় রেখে সজাগ থাকুন। ঈশ্বরের পদ্ধতি অনুসারে, আপনিও ব্যক্তিগত ভাবেই সকলের সঙ্গে কথা বলুন। খাঁটি প্রতিযোগীর মত সকলের অসুস্থতা বহন করুন। যেখানে পরিশ্রম বেশি, সেখানে পুরস্কার মহত্তর।

ভাল শিষ্যদের ভালবাসলে আপনার পুণ্যফল হয় না; যারা বেশি উচ্ছৃঙ্খল, তাদেরই বরং আপনার কোমলতা দ্বারা জয় করুন: সকল ঘা একই চিকিৎসায় নিরাময় হয় এমন নয়। তীব্রতর যত উত্তেজনা কোমলভাব প্রয়োগেই প্রশমিত করুন। সবকিছুতে সাপের মত সতর্ক হোন, ও সবসময় কপোতের মত সরল হোন।

আপনি এজন্যই দেহ ও আত্মায় গড়া, যেন দৃশ্যগত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সুবুদ্ধি দেখাতে পারেন, ও প্রার্থনা করতে পারেন যেন অদৃশ্য বিষয়বস্তু আপনার কাছে প্রকাশিত হয়, এভাবে যেন আপনার কোন অভাব না হয় ও আপনার বেলায় সমস্ত অনুগ্রহদান উপচে পড়ে।

জাহাজের চালকের পক্ষে যেমন বাতাস দরকার, ও ঝড়ে আলোড়িত নাবিক বন্দরের আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি বর্তমান পরিস্থিতি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে আপনাকে আহ্বান করে। ঈশ্বরের প্রতিযোগীর মত মিতাচারী হোন: অমরত্ব ও অনন্ত জীবনই তো পুরস্কার—একথা আপনি ভালই জানেন। সবকিছুতে আমি আপনার জন্য নিজেকে নিবেদন করি, আমার এই শেকলও নিবেদন করি যা আপনি ভালবেসেছেন।

শ্লোক ১ তি ৬:১১-১২; ২ তি ২:১০

℣ ধর্মনিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠতা, কোমলতা, এই সমস্তই হোক তোমার লক্ষ্য;
℟ বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন কর; সেই অনন্ত জীবন জয় করতে সচেষ্ট থাক।
℣ যাদের বেছে নেওয়া হয়েছে, তাদের খাতিরে আমি সবকিছুই সহ্য করি যেন তারাও পরিত্রাণ লাভ করে;
℟ বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন কর; সেই অনন্ত জীবন জয় করতে সচেষ্ট থাক।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ করি ১১:৩০–১২:১৩

যখন আমি দুর্বল, তখনই পরাক্রমী!

ভ্রাতৃগণ, যদি গর্ব করতে হয়, তবে আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়ে গর্ব করব। প্রভু যীশুর ঈশ্বর ও পিতা, যুগে যুগে ধন্য যিনি, তিনি জানেন, আমি মিথ্যা বলছি না। দামাস্কাসে আরেতাস রাজার অধিনস্থ শাসনকর্তা আমাকে ধরবার জন্য দামাস্কাস শহরের চারদিকে প্রহরী দল মোতায়েন রেখেছিলেন; কিন্তু একটা ঝুড়িতে করে নগর-প্রাচীরের একটা জানালা দিয়ে আমাকে বাইরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর এভাবে তাঁর হাত এড়িয়েছিলাম।

বাধ্য হয়েই আমি গর্ব করছি। এতে কিন্তু কোন লাভ নেই বটে, কিন্তু এবার প্রভুর নানা দর্শন ও নানা ঐশপ্রকাশের কথা বলব। আমি খ্রীষ্টে আশ্রিত একটা মানুষকে চিনি: চৌদ্দ বছর আগে—শরীরে কিনা, জানি

না; অশরীরে কিনা, জানি না; ঈশ্বর জানেন—তেমন মানুষকে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আর তেমন মানুষের বিষয়ে আমি জানি—শরীরে কি অশরীরে, তা জানি না; ঈশ্বর জানেন—পরমদেশে কেড়ে নেওয়া হওয়ার পর সেই মানুষ অকথনীয় এমন কথা শুনেছিল যা মানুষের উচ্চারণ করতে নেই। আমি তেমন মানুষেরই বিষয়ে গর্ব করব; কিন্তু নিজের বিষয়ে গর্ব করব না; শুধু নিজের সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই গর্ব করব। বাস্তবিক গর্ব করতে চাইলেও আমি নির্বোধ হব না, কারণ সত্য ছাড়া কিছু বলব না। তবু নীরব থাকব, পাছে আমাকে দেখে ও আমার কথা শুনে এমন কেউ থাকতে পারে যে আমার বিষয়ে বেশি উচ্চ ধারণা করে।

আর সেই ঐশপ্রকাশের মহত্ত্বের জন্য আমি যেন দর্প না করি সেজন্য আমার মাংসে একটা কাঁটা রাখা হয়েছে—তা শয়তানের এক দূত, সে যেন আমাকে ঘুষি মারতে থাকে পাছে আমি দর্প করি। এবিষয় নিয়ে আমি তিন তিনবারই প্রভুকে মিনতি করেছি, সে যেন আমাকে ছেড়ে যায়। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট! আমার পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।' তাই আমি বরং আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই সানন্দে গর্ব করব, যেন খ্রীষ্টের পরাক্রম আমার উপর অধিষ্ঠান করতে পারে। এজন্যই খ্রীষ্টের খাতিরে আমি সমস্ত দুর্বলতা, অপমান, দুর্গতি, নির্যাতন ও সঙ্কটের মধ্যে তৃপ্তিই পাই, কেননা যখন আমি দুর্বল, তখনই পরাক্রমী!

আমি নির্বোধ হয়ে গেছি; তোমরাই আমাকে বাধ্য করেছ; আসলে আমার পক্ষে সুপারিশ করা তোমাদেরই উচিত ছিল, কারণ যদিও আমি কিছুই নই, তবু ওই মহা মহা প্রেরিতদূতদের চেয়ে আদৌ পিছনে পড়িনি। অবশ্য, প্রকৃত প্রেরিতদূতের যত লক্ষণ তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে, নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্মের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়েছে। বল দেখি, কোন্ ব্যাপারে তোমরা অন্য সকল মণ্ডলীর তুলনায় কম পেয়েছ, কেবল এই ব্যাপারে ছাড়া যে, তোমাদের পক্ষে আমি কখনও বোঝা হইনি? আমার এই অন্যায় ক্ষমা কর!

শ্লোক ২ করি ১২:৯; ৪:৭

℟ আমি আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই সানন্দে গর্ব করব, যেন খ্রীষ্টের পরাক্রম আমার উপর অধিষ্ঠান করতে পারে।
℣ কারণ তাঁর পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।
℟ এই ধন আমরা যেন মাটির পাত্রেই বহন করছি; ফলে এই অসাধারণ পরাক্রম আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই পরাক্রম।
℣ কারণ তাঁর পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৪৭:৪-৫**

আমি একা নই, ঐশঅনুগ্রহই আমার সহায়

প্রেরিতদূত পলের প্রতি মনোযোগ দাও, তাঁর বাণী চিন্তা কর: *আমার রক্ত তো ইতিমধ্যে পানীয়-নৈবেদ্য রূপে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে, এবং আমার বিদায়ের সময় এসে গেছে। আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি। এখন আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে, যা প্রভু, সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, সেই দিনটিতে আমাকে দেবেন।*

যা দেয় নয়, যিনি তা দান করেছেন, তিনি দেয় দিতে অস্বীকার করবেন না। সেই ন্যায়বিচারক মুকুটটা দেবেন; হ্যাঁ, দেবেন! কারণ তা দেওয়ার মত লোক তাঁর আছে: *আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি।* তেমন কর্মের পুণ্যফলেই তিনি সেই মুকুট দেবেন; এবং যেমন বলেছি, যা দেয় নয়, যিনি তা দান করেছেন, তিনি দেয় দিতে অস্বীকার করবেন না। তিনি এমন কী দিলেন যা দেয় নয়? এসো, সেই স্বয়ং পলের কথা শুনি, যিনি নিজের জীবনের কথা স্বীকার করে অনুগ্রহদাতার কথা স্বীকার করেন ও তাঁর প্রশংসাবাদ করেন।

তিনি বলেন, *আগে আমি তাঁকে নিন্দা, নির্যাতন ও অপমান করতাম!* তবে প্রেরিতদূত হওয়া কি তোমার

কাছে দেয় ছিল? ধর্মনিন্দুক, নির্যাতক ও অপমানকারীর কাছে কী দেয় ছিল? অনন্ত দণ্ডাদেশ ছাড়া তাঁর কাছে কী দেয় ছিল? আর অনন্ত দণ্ডাদেশের স্থানে তিনি কী পেলেন? *আমি কিন্তু দয়া পেয়েছি, কেননা বিশ্বাসের অভাবে অজ্ঞ হয়েই সেইসব করতাম।* এই তো সেই দয়া যা দেয় না হলেও ঈশ্বর দান করলেন।

তিনি অন্যত্র যা বললেন, তুমি সেই কথাও শোন, *আমি প্রেরিতদূত নামেরও যোগ্য নই, কারণ আমি ঈশ্বরের জনমণ্ডলীকে নির্যাতন করেছি।* হে প্রেরিতদূত, দেখছি তো তুমি যোগ্য ছিলে না; তবে কোত্থেকে তা এল, যার ফলে তুমি যোগ্য হয়ে উঠলে? কোন্ কারণে অযোগ্য তুমি এখন যোগ্য? শোন, *কিন্তু আমি যা আছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি;* আমি যা ছিলাম, আমার দোষেই তা ছিলাম; এখন যা আছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি। সুতরাং, তাঁর কথা এ: *আমি যা আছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি; আমার প্রতি তাঁর সেই অনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি, বরং তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি।*

তাহলে তুমি কি ঈশ্বরের অনুগ্রহে সাড়া দিলে? তুমি পেলে, আবার প্রতিদান দিলে? যা বলেছ, তা নিয়ে সতর্ক থাক! আমি সতর্কই বটে তিনি বলেন: *আসলে আমি নয়, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা আমার সঙ্গে আছে।* তাহলে এই যে পরিশ্রমী প্রেরিতদূত শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করলেন, দৌড় শেষ করলেন, বিশ্বাস রক্ষা করলেন, ন্যায়বান ঈশ্বর দেয় নয় এমন অনুগ্রহ যখন তাঁকে দান করলেন, তখন তিনি কি তাঁকে দেয় মুকুট দিতে অস্বীকার করবেন?

তুমি দেখেছ, তোমার দেহে অন্য এমন একটা বিধান রয়েছে যা তোমার মনের বিধান-বিরুদ্ধ ও তোমাকে বন্দি ক'রে পাপের বিধানে চালিত করে—তেমন বিধান তুমি সর্বাঙ্গে অনুভব করছ। কেমন করে তুমি জয়ী হতে পারবে, যদি-না পরবর্তী কথা মেনে নাও, *দুর্ভাগা যে আমি! মৃত্যু-পরিণামী এই দেহ থেকে কে আমাকে নিস্তার করবে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারাই!* এঁর দোহাই তুমি সংগ্রাম করেছ, পরিশ্রম করেছ, পরাভূত হওনি, বরং জয়ী হয়েছ। যোদ্ধাকে লক্ষ কর: *খ্রীষ্টের তেমন ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? যেমনটি লেখা আছে, তোমার খাতিরেই আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে, আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য।* কত দুর্বলতা, পরিশ্রম, দুর্দশা, বিপদ, প্রলোভন!

আর যারা সংগ্রাম করে, তাদের বিজয় কোথা থেকে আসে? শোন পরবর্তী বাণী: *কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।* তোমার দৌড় শেষ করেছ: ভাল, কিন্তু কে পরিচালনা করছিল, কে হুকুম দিচ্ছিল, কে সাহায্য করছিল? এখানে তুমি আসলে কী বলতে চাইছ? বিশ্বাস রক্ষা করেছ, ঠিকই; কিন্তু প্রথম প্রশ্ন: কোন্ বিশ্বাস? যে বিশ্বাস তুমি নিজের মত অনুসারে তৈরি করেছ, সেই বিশ্বাস কি? অন্য স্থানে তুমি বলেছ: *ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন, তোমরা সেই অনুসারে নিজেদের সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পোষণ কর,* একথা কি মিথ্যা? নিজ সহযোদ্ধা, নিজ সহশ্রমিক ও এজীবনের ক্রীড়াঙ্গনে নিজ সহপ্রতিযোগীদের কয়েকজনের কাছে তুমি নিজে কি একথা বলনি, *তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে?* কোন্ অনুগ্রহ? *যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর।* এই যে সেই দ্বিবিধ অনুগ্রহ যা আমাদের দেওয়া হয়েছে: খ্রীষ্টের জন্য বিশ্বাস করা ও তাঁর জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করা।

শ্লোক ১ করি ২:৩-৪,৫,১

প্ আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না,
উ যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।
প্ আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়,
উ যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাকোব ১:১৯-২৭

ঈশ্বরের বাণীর প্রকৃত শ্রোতা

হে আমার প্রিয় ভাই, তোমরা তো একথা জান: শুনতে সবাই তৎপর থাকুক, কথা বলতে কিন্তু সবাই যেন ধীর হয়, ক্রোধে ধীর হয়, কেননা মানুষের ক্রোধের ফলে ঈশ্বরের ধর্মময়তা অনুযায়ী কোন কাজ হতে পারে না।

তাই তোমাদের মধ্যে যা কিছু অশুচিতা ও শঠতা এখনও থাকতে পারে, তা বর্জন করে তোমাদের অন্তরে সেই রোপিত বাণীকে সাদরে গ্রহণ কর, যা তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে সক্ষম। তোমরা বাণীর সাধক হও, নিজেদের প্রবঞ্চনা করে শ্রোতামাত্র হয়ো না। কেননা যে কেউ বাণীর শ্রোতামাত্র, ও তার সাধক নয়, সে এমন একজনের মত, যে আয়নায় নিজের মুখ লক্ষ করে: নিজেকে লক্ষ করামাত্র সে চলে যায় আর সে কীরূপ লোক, তা তখনই ভুলে যায়। কিন্তু যে কেউ মুক্তির সেই সিদ্ধ বিধানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সেইখানে অবিচল থাকে—ভুলে যাওয়ার শ্রোতা না হয়ে বরং তার সাধক হয়ে,—সে যা কিছু করে তাতে সুখী হবে।

কেউ যদি নিজেকে ধার্মিক বলে মনে করে, অথচ নিজের জিহ্বা লাগাম দিয়ে সামলাতে না পারে, তাহলে সে নিজের হৃদয়কে ভোলায়, তার ধর্মাচরণ অসার। আমাদের পিতা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক ধর্মাচরণ এ: এতিম ও বিধবাদের দুঃখকষ্টের দিনে তাদের সহায়তা করা এবং সংসারের কলুষ থেকে নিজেকে অকলুষিত রক্ষা করা।

শ্লোক যাকোব ১:২১; ফিলি ১:২৭; ২:১৫,১৬ দ্রঃ

℟ তোমাদের মধ্যে যা কিছু অশুচিতা ও শঠতা এখনও থাকতে পারে, তা বর্জন করে তোমাদের অন্তরে সেই রোপিত বাণীকে সাদরে গ্রহণ কর,
℣ যে বাণী তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে পারে।
℟ তোমরা সুসমাচারের যথোচিত আচরণ কর, যেন নিখুঁত, সরল ও ঈশ্বরের অনিন্দনীয় সন্তানের মত জীবনের বাণী উচ্চ করে ধরে রাখতে পার,
℣ যে বাণী তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠ - পলিকার্পের কাছে আন্তিওখিয়ার ধর্মপাল সাধু ইগ্নাসের পত্র ৩-৫

সবকিছু যেন ঈশ্বরের সম্মানার্থেই করা হয়

যাদের বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় অথচ ভ্রান্তমত শেখায়, তারা যেন আপনাকে উলটিয়ে না ফেলে। আঘাতগ্রস্ত নিহাইয়ের মত স্থিতমূল থাকুন। আঘাতগ্রস্ত হয়েও বিজয় লাভ করাই তো মহাযোদ্ধার চিহ্ন। কিন্তু ঈশ্বরের খাতিরেই বিশেষভাবে আমাদের সবকিছু সহ্য করা দরকার, তিনিও যেন আমাদের সহ্য করেন। আপনার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করুন। উপযুক্ত কাল লক্ষ করুন; যিনি কাল ও সময়ের অতীত, যিনি অদৃশ্য হয়ে আমাদের খাতিরে দৃশ্যমান হলেন, যিনি স্পর্শ ও যন্ত্রণার অতীত হয়ে আমাদের খাতিরে যন্ত্রণা গ্রহণ করে নিলেন, যিনি আমাদের খাতিরে সবদিক দিয়েই সহনশীল হলেন, আপনি তাঁর অপেক্ষায় থাকুন।

বিধবা যেন অবহেলিত না হয়; প্রভুর পরে আপনিই হোন তাদের প্রতিপালক। আপনার অনুমোদন ছাড়া কিছুই যেন না করা হয়, ঈশ্বরকে ছাড়া আপনিও কিছু করবেন না—আপনার ব্যবহার আপাতত ঠিক তাই; স্থৈর্যশীল হোন। ধর্মসভার সংখ্যার বৃদ্ধি হোক। ব্যক্তিগত ভাবেই সকলকে আমন্ত্রণ করুন।

ক্রীতদাস-দাসীর প্রতি গর্বোদ্ধত হবেন না, তারাও কিন্তু যেন গর্বে স্ফীত না হয়, বরং ঈশ্বরের গৌরবার্থে নিজেদের সেবা আরও তৎপর হয়ে করে যায়, যাতে ঈশ্বরের কাছ থেকে শ্রেয়তর মুক্তি লাভ করতে পারে। তারা যেন জনসাধারণের খরচেই মুক্তি পাবার ইচ্ছা না পোষণ করে, তারা যেন লালসার দাস না হয়।

কুসংস্কার থেকে পালিয়ে যান, বরং তার বিরুদ্ধে প্রচার করুন। আমার ভগিনীদের বলুন, তারা যেন প্রভুকে

ভালবাসে, এবং দেহে ও আত্মায় তাদের স্বামীদের নিয়ে খুশি থাকে। একই প্রকারে যীশুখ্রীষ্টের নামে আমার ভাইদের অনুরোধ করুন, তারা যেন নিজেদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাসে, প্রভুও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন। কোন ব্যক্তি যদি প্রভুর মাংসের সম্মানার্থে কৌমার্য পালন করতে পারে, সে বিনম্র থাকুক; গর্ব করলে তার বিলোপ ঘটবে; আর যদি মনে করে, সে ধর্মাধ্যক্ষের উর্ধ্বে, তাহলে নিজেকে ধ্বংস করে। তবু এ উচিত যে, যে নর-নারী বিবাহ করে, তারা যেন ধর্মপালের অনুমোদন ক্রমে মিলন-বন্ধনটা জারি করে, যেন তাদের বিবাহ প্রভু অনুসারে হয়, দেহলালসা অনুসারে নয়। সবকিছু যেন ঈশ্বরের সম্মানার্থেই করা হয়।

শ্লোক ১ করি ১৫:৫৮; ২ থে ৩:১৩

℣ তোমরা সুস্থির হও, অটল হয়ে থাক, সর্বদাই সক্রিয় হয়েই প্রভুর কাজ করে চল,
℟ এ কথা জেনে যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা নয়।
℣ শুভকর্ম সাধনে কখনও নিরুৎসাহ হয়ো না,
℟ এ কথা জেনে যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা নয়।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ করি ১২:১৪–১৩:১৩

শেষ বাণী, প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

ভ্রাতৃগণ, দেখ, এবার তৃতীয়বারের মত আমি তোমাদের কাছে যাবার জন্য তৈরী: তোমাদের পক্ষে বোঝা হব না; কারণ আমি তোমাদের কোন জিনিস চাচ্ছি না, তোমাদেরই চাচ্ছি। বস্তুত পিতামাতার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্তব্য নয়, বরং সন্তানদের জন্য পিতামাতারই কর্তব্য, আর আমি গভীর আনন্দের সঙ্গে ব্যয় করব, এমনকি, তোমাদের আত্মাদের জন্য নিজেকেই ব্যয় করব। কিন্তু তোমাদের বেশি ভালবাসি বিধায় কি আমাকে কম ভালবাসা পেতে হবে?

আচ্ছা, তবে আমি তোমাদের পক্ষে বোঝা হইনি, কিন্তু ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ যে আমি, চালাকি করে তোমাদের ধরেছি! আমি তোমাদের কাছে যাঁদের পাঠিয়েছিলাম, তাঁদের কারও দ্বারা কি তোমাদের ঠকিয়েছি? তীত আমারই অনুরোধে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে আমি সেই ভাইকেও পাঠিয়েছিলাম; তীত কি তোমাদের ঠকিয়েছেন? আমরা দু'জনে কি একই আত্মায়, একই পদচিহ্নে চলিনি?

নিশ্চয় তোমরা এতক্ষণ ধরে মনে করে আসছ, আমরা তোমাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। তা নয়, আমরা ঈশ্বরেরই সাক্ষাতে খ্রীষ্টে কথা বলছি; এবং, প্রিয়জনেরা, এই সমস্ত কথা তোমাদের গেঁথে তোলার জন্যই বলছি। আসলে আমার ভয় হচ্ছে, পাছে এসে উপস্থিত হলে আমি তোমাদের যেভাবে দেখতে চাই সেভাবে না দেখি, তোমরাও আমাকে যেভাবে দেখতে চাও না সেভাবেই দেখ; ভয় হচ্ছে, পাছে দৈবাৎ বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, পরনিন্দা, কানাঘুষা, দর্প, গন্ডগোল বেধে যায়। ভয় হচ্ছে, পাছে আমি আবার এলে আমার ঈশ্বর তোমাদের কাছে আমাকে অবনমিত করেন, এবং যারা আগে পাপ করেছিল, তাদের অনেকে যে তাদের সেই অশুচিতা, যৌন অনাচার বা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয়ে এখনও মনপরিবর্তন করেনি, এ নিয়ে তখন আমাকে দুঃখ পেতে হয়।

এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের কাছে যাচ্ছি। দু' তিনজন সাক্ষীর প্রমাণে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে। দ্বিতীয়বার আমি যখন উপস্থিত ছিলাম, যারা আগে পাপ করেছিল, তাদের ও অন্য সকলকে আমি যেমন আগে বলেছিলাম, তেমনি এখন উপস্থিত না হয়েও তাদের আবার বলছি: যদি আবার আসি, আমি আর রেহাই দেব না, যেহেতু তোমরা একটা প্রমাণ পেতে চাচ্ছ খ্রীষ্টই আমার অন্তরে কথা বলেন কিনা; আর তিনি তো তোমাদের পক্ষে দুর্বল নন, বরং তাঁর পরাক্রম তোমাদের মধ্যে সক্রিয়। তাঁর মানবীয় দুর্বলতার জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রমে তিনি তো জীবিত হয়ে আছেন। তেমনি তাঁর মধ্যে আমরাও দুর্বল বটে, কিন্তু তোমাদের পক্ষে ঈশ্বরের পরাক্রমে তাঁর সঙ্গে জীবন যাপন করব। নিজেদের পরীক্ষা করে দেখ তোমরা বিশ্বাসে আছ কিনা; নিজেদের যাচাই কর। তোমরা কি বুঝতে পার না যে, যীশুখ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে

আছেন? অবশ্য, যদি তেমন পরীক্ষা তোমাদের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়! তথাপি আশা করি, তোমরা মেনে নেবে যে সেই পরীক্ষা আমাদের বিরুদ্ধে নয়। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তোমরা কোন প্রকার অন্যায় না কর; পরীক্ষায় আমাদের যোগ্যতা যেন প্রমাণিত হয়, এজন্য নয়; বরং এজন্য, আমাদের যোগ্যতা অপ্রমাণিত থাকলেও যেন তোমরা সৎকাজ কর। কারণ সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল সত্য সমর্থন করাই সম্ভব। বাস্তবিক আমরা যখন দুর্বল ও তোমরা বলবান, তখন আমরা আনন্দিত। আর আমাদের প্রার্থনা এ, যেন তোমরা পরমসিদ্ধি লাভে উত্তীর্ণ হতে পার। এই কারণেই আমি দূরে থাকতেই এই সমস্ত কথা লিখলাম, যেন উপস্থিত হলে আমাকে প্রভুর দেওয়া অধিকার কঠোর ভাবে প্রয়োগ করতে না হয়; সেই অধিকার তিনি ভেঙে ফেলার জন্য নয়, গেঁথে তোলারই জন্য আমাকে দিয়েছেন।

শেষ কথা: ভাই, আনন্দ কর; পরমসিদ্ধিই হোক তোমাদের লক্ষ্য, পরস্পরের অন্তরে সৎসাহস যোগাও, একমন হও, শান্তিতে থাক; তাহলে ভালবাসা ও শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। সকল পবিত্রজন তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের ভালবাসা, ও পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

শ্লোক ২ করি ১৩:১১; ফিলি ৪:৭

প্র আনন্দ কর; পরমসিদ্ধিই হোক তোমাদের লক্ষ্য, শান্তিতে থাক;
উ তাহলে ভালবাসা ও শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।
প্র ঈশ্বরের সেই শান্তি, যা সমস্ত ধারণার অতীত, তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্টযীশুতে রক্ষা করবে,
উ তাহলে ভালবাসা ও শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের পত্রাবলি **পত্র ২৬৫:৭-৮**

দৈনিক অনুতাপের প্রয়োজনীয়তা

অতীতকালের পাপের জন্য মানুষকে দীক্ষাস্নানের আগে অনুতাপ করতে হবে, তারা যেন দীক্ষাস্নান গ্রহণের জন্য নিজেদের অধিক উপযুক্ত করতে পারে, যেমনটি শিষ্যচরিতে লেখা আছে: *অনুতাপ কর, এবং তোমাদের পাপমোচনের উদ্দেশে প্রত্যেকে যীশুখ্রীষ্ট-নামের খাতিরে দীক্ষাস্নাত হও।*

মণ্ডলীচ্যুত হবার মত এমন পাপ করে থাকলে তাদের দীক্ষাস্নানের পরেও অনুতাপ করতে হবে যেন পুনর্মিলন গ্রহণের যোগ্য হতে পারে—যেমনটি সমস্ত মণ্ডলীতে তারা করে থাকে যাদের প্রকৃত অর্থে বলা হয় অনুতপ্ত। এধরনের অনুতাপের কথাই পল ইঙ্গিত করে বলেন, *আমার ভয় হচ্ছে, পাছে আমি আবার এলে আমার ঈশ্বর তোমাদের কাছে আমাকে অবনমিত করেন, এবং যারা আগে পাপ করেছিল, তাদের অনেকে যে তাদের সেই অশুচিতা, যৌন অনাচার বা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয়ে এখনও অনুতাপ করেনি, এ নিয়ে তখন আমাকে দুঃখ পেতে হয়।* তেমন কথা তিনি তাদেরই জন্য লিখছিলেন, যারা বেশ আগেই দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিল।

পরিশেষে একপ্রকার দৈনিক অনুতাপ রয়েছে যা ভাল ও বিনম্র ভক্তরা পালন করে; অর্থাৎ আমরা তখনই তা পালন করি যখন বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলি: *আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি।* এতে আমরা এমন অপরাধের ক্ষমা যাচ্না করি না, যে অপরাধ আমরা নিশ্চিত আছি দীক্ষাস্নানে ক্ষমা করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোরই ক্ষমা চাই, যেগুলো লঘু হলেও তবু বারে বারে মানব দুর্বলতায় প্রবেশ করে। সেগুলো সবই মিলে আমাদের মাথায় দিলে আমাদের পক্ষে বোঝা খুবই ভারী হত, এমনকি গুরুতম পাপেরই মত আমাদের চাপ দিত। আসলে, জাহাজ একটামাত্র বিশাল ঢেউয়ের আঘাতেই ছিন্নভিন্ন হয়ে ডুবে গেছে কিংবা জল ধীরে ধীরে তলায় ঢুকে সকলের অবহেলার ফলে জাহাজটা ভরে গিয়ে ডুবে গেছে—কারণটা যাই হোক না কেন, জাহাজটা ডুবেই গেছে!

এজন্য উপবাস, অর্থদান ও প্রার্থনা হল আমাদের আচরণের প্রহরী। আমরা যখন প্রার্থনা করে বলি, *আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি,* তখন আমরা স্পষ্টভাবে

ঘোষণা করি, ক্ষমা পাবার মত আমাদের কিছু আছে। তেমন বাণী দ্বারা আমাদের হৃদয় নত করে আমরা একপ্রকারে দৈনিক অনুতাপ পালন করি।

শ্লোক বারুক ৩:২; সাম ৮৫:৫

℣ অজ্ঞতাবশত যত পাপ করেছি, এসো, সেই পাপ থেকে নিজেদের সংস্কার করি, মৃত্যু আমাদের উপর হঠাৎ এসে পড়লে আমরা যেন প্রায়শ্চিত্ত করার এমন সময়ের খোঁজ না করি, যে সময় পেতে পারবই না।
℟ শোন, প্রভু, দয়া কর, কেননা আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি।
℣ হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, আমাদের উপর তোমার এ ক্ষোভ নিবৃত্ত কর।
℟ শোন, প্রভু, দয়া কর, কেননা আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি।